সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ০৯-১০
০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, সোমবার

সাহাবিদের আমলে নির্মিত লালমনিরহাটের হারানো মসজিদ

৬৯ হিজরিতে নির্মিত
পুনরুদ্ধার ১৯৮৫ সাল

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤ الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)

رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর

০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে
উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত ডিসেম্বর ২০২৫ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	‘আসর	মাগরিব	‘ইশা
০১.১২.২৫	০৫:০৫	১১:৪৮	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০২.১২.২৫	০৫:০৫	১১:৪৮	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৩.১২.২৫	০৫:০৬	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৪.১২.২৫	০৫:০৭	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৫.১২.২৫	০৫:০৭	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৬.১২.২৫	০৫:০৮	১১:৫০	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
০৭.১২.২৫	০৫:০৮	১১:৫০	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
০৮.১২.২৫	০৫:০৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩৩
০৯.১২.২৫	০৫:১০	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
১০.১২.২৫	০৫:১০	১১:৫২	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৩
১১.১২.২৫	০৫:১১	১১:৫২	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১২.১২.২৫	০৫:১১	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৪	০৬:৩৪
১৩.১২.২৫	০৫:১২	১১:৫৩	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৪
১৪.১২.২৫	০৫:১২	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৫
১৫.১২.২৫	০৫:১৩	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৩৫
১৬.১২.২৫	০৫:১৩	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৫	০৬:৩৬
১৭.১২.২৫	০৫:১৪	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৫	০৬:৩৬
১৮.১২.২৫	০৫:১৫	১১:৫৫	০২:৫৬	০৫:১৬	০৬:৩৬
১৯.১২.২৫	০৫:১৫	১১:৫৬	০২:৫৬	০৫:১৬	০৬:৩৭
২০.১২.২৫	০৫:১৬	১১:৫৬	০২:৫৭	০৫:১৭	০৬:৩৭
২১.১২.২৫	০৫:১৬	১১:৫৭	০২:৫৭	০৫:১৭	০৬:৩৮
২২.১২.২৫	০৫:১৭	১১:৫৭	০২:৫৮	০৫:১৮	০৬:৩৮
২৩.১২.২৫	০৫:১৭	১১:৫৮	০২:৫৯	০৫:১৮	০৬:৩৯
২৪.১২.২৫	০৫:১৮	১১:৫৮	০২:৫৯	০৫:১৯	০৬:৩৯
২৫.১২.২৫	০৫:১৮	১১:৫৯	০২:৫৯	০৫:১৯	০৬:৪০
২৬.১২.২৫	০৫:১৮	১১:৫৯	০৩:০০	০৫:২০	০৬:৪১
২৭.১২.২৫	০৫:১৯	১২:০০	০৩:০০	০৫:২১	০৬:৪১
২৮.১২.২৫	০৫:১৯	১২:০০	০৩:০১	০৫:২১	০৬:৪২
২৯.১২.২৫	০৫:২০	১২:০১	০৩:০২	০৫:২২	০৬:৪২
৩০.১২.২৫	০৫:২০	১২:০১	০৩:০২	০৫:২২	০৬:৪৩
৩১.১২.২৫	০৫:২০	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২৩	০৫:৪৩

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিট পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

The weekly Arafat
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

০৯-১০ সংখ্যা
০৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ঈসায়ী
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৬ জমাদিউস্ সানি ১৪৪৭ হিজরি
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সুচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৩
◈ আল কুরআনুল হাকীম : ❖ জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের শাস্তির বিবরণ
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
◈ হাদীসে রাসূল ﷺ : ❖ লজ্জাশীলতা
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
◈ প্রবন্ধ : ❖ বিভ্রান্তিকর 'আক্বিদাহ্ এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ
কে. এম আব্দুল জলিল- ১১
❖ যুবকদের ইসলামী শিক্ষা ও প্রতিপালন
মূল : ড. আব্দুর রহমান বাল্লাহ আলী
ভাষান্তরে– আব্দুল্লাহীল হাদী- ১৬
❖ সলাত অমান্য ও অবহেলাকারী — হাফেয মুহাম্মদ আইয়ূব- ১৯
❖ কবর যিয়ারতের সঠিক নিয়ম ও কবরস্থানে নিষিদ্ধ কার্যাবলী
জান্নাতুল মহল- ২৩
◈ ক্বাসাসুল কুরআন : ❖ 'ঈসা (আলায়হিস সালাম)-কে আকাশে উত্তোলন
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৭
◈ বিশেষ মাসায়িল : ❖ ইকামতের পর অথবা ফর্য সলাত চলাকালে সুন্নাত/নফল সলাত আদায়ের বিধান
আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ- ২৮
◈ নিভৃত ভাবনা : ❖ ফিলিস্তিনের কান্না
মো. খশিউর রহমান বিন মো. মনসুর আলী- ৩০
◈ আত্মকথা : ❖ জিম্মি : একটি সত্য ঘটনা নিয়ে লিখিত গল্প
সুপ্ত রায়হান সজিব- ৩১
❖ অন্য খবর ৩৫
❖ কবিতা ৩৭
❖ জমঈয়ত সংবাদ ৩৮
❖ শুব্বান সংবাদ ৩৯
❖ স্বাস্থ্য-সচেতনতা : ❖ শীত ও মানসিক অসুস্থতা : রোগী পরিচর্যায় বিশেষ সতর্কতার আহ্বান
ডা. মুহাম্মদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ- ৪০
ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৪২
◈ প্রচ্ছদ রচনা ৪৬

যোগাযোগ
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭ ব্যবস্থাপক: ০১৯৩৩৩৫৫৯০১
বিপণন: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১ weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com, www.jamiyat.org.bd.com
Page: f/shaptahikArafat, f/groups/weeklyarafat

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ) বাংলাদেশ : (বার্ষিক : ৭০০/- ষান্মাসিক : ৩৫০/-) মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

মনিরখনি

আল্লাহ তা‘আলার বাণী

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾

∴ “আমি ভয় দেখানোর জন্যই (তাদের কাছে আজাবের) নিদর্শনগুলো পাঠাই।”

(সূরা বানী ইস্‌রা-ঈল : ৫৯)

﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾

∴ “জনপদের অধিবাসীরা কি এতই নির্ভয় হয়ে গেছে যে আমার ‘আযাব (নিঝুম) রাতে তাদের কাছে আসবে না, যখন তারা (গভীর) ঘুমে (বিভোর হয়ে) থাকবে!” *(সূরা আল-আ'রাফ : ৯৭)*

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

∴ “হে মু’মিনগণ! তোমরা সকলেই মহান আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।” *(সূরা আন-নূর : ৩১)*

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

∴ “তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো।” *(সূরা আ-লি-‘ইমরান : ১১০)*

﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

∴ “তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তুমি পুতঃপবিত্র, আর আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।”

(সূরা আল-আম্বিয়া- : ৮৭)

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

∴ “যদি জনপদের মানুষগুলো ঈমান আনত এবং (আল্লাহকে) ভয় করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান-জমিনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম।” *(সূরা আল-আ'রাফ : ৯৬)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

∴ ‘যখন সম্পদকে শুধু ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে, আমানতকে মাল মনে করা হবে এবং যাকাতকে জরিমানা হিসেবে দেখা হবে, তখন ভূমিকম্প আসবে।’ *(জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৪৪৭)*

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

∴ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন মহান আল্লাহর কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তাওবা করে থাকি। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩০৭)*

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ".

∴ রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘সাদাক্বাহ্ মহান আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয় এবং অপমৃত্যু রোধ করে।’ *(জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ৬৬৪, সহীহ/য‘ঈফ মিশ্রিত)*

∴ রাসূল (ﷺ) বলেছেন– ‘যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, সে ঘরে কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।’

(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩০৮)

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

∴ রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।’ *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৫৫৮)*

সাপ্তাহিক আরাফাত/عرفات أسبوعية ৬৭ বর্ষ ॥ ০৯-১০ সংখ্যা ॥ ০৮ ডিসেম্বর-২০২৫ ঈ.

সম্পাদকীয়

আসুন অতীতের হিসাব মিলাই, আগামীর দিনগুলোকে সাজাই

দেখতে দেখতে আরও একটি বছর আমাদের জীবন থেকে বিদায় নিতে চলেছে। ২০২৫ শেষ প্রায়। শুরু হবে ২০২৬। ফেলে আসা দিনগুলোর হিসেব মেলানোটা জরুরি। তাতে আত্মপর্যালোচনার আয়নায় ভুল আর ব্যর্থতার চিত্রটা ধরা পড়বে। মহান রবের স্মরণে লজ্জানুভূতি জাগ্রত হবে। অশ্রুস্নাত কপোল, কম্পিত হৃদয় আর ধরা গলার সম্মিলিত প্রয়াসে মহান রবের পছন্দের শুধু একটি আওয়াজই উচ্চারিত হবে– 'আস্তাগফিরুল্লাহ' (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি)। আর ভালো কাজগুলোর জন্য হৃদয় হবে প্রফুল্ল, তবে বিনয়াবনত, কৃতজ্ঞ চিত্ত বলে ওঠবে 'আলহামদুলিল্লাহ' (হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা শুধু তোমার জন্য)। সেই সাথে আগামী দিনগুলোতে আরও ভালো কিছু করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক্ব কামনা করবে– আল্লাহুম্মা আয়ীন্নী 'আলা জিকরিকা, ওয়া শুকরিকা, ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিক' (হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌র করতে, শুকরিয়া আদায় করতে এবং সুন্দরভাবে তোমার 'ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করো)।

বছর, মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড-সবই সময়ের বিভিন্ন নাম। আমাদের 'আমলনামা বা ইতিহাস সময়ের ডায়েরিতেই রেকর্ড হয়ে যায়। সূরা আল-'আসর সেই রেকর্ডের কথাই বলছে। ঈমান, সৎ 'আমল, দীনে হক্বের পথে আহ্বান, আর সবর অবলম্বনের তাগিদ প্রদান ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত জীবন থেকে রেহাই পাওয়ার পথ নেই। বিদায়ী বছরে আমরা এ কাজটি কতটা সফলতার সাথে সম্পাদন করেছি, তার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। ত্রুটি বা গাফলতি যতটা ধরা পড়বে, ততটাই সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে আমাদের। তাওবাহ্, ইস্তেগফার এবং ইখলাসের মাধ্যমে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও নিতে হবে। সফলতার জন্য চাইতে হবে মহান আল্লাহর রহমত। আসহাবে কাহফের ঈমান দীপ্ত যুবকেরা যেভাবে চেয়েছিলেন, সেভাবে। তারা দু'আ করেছিলেন, "হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন। আর আমাদের জন্য আমাদের কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা করে দিন।"

অতীতের কাজের পর্যালোচনা এবং সেই মুতাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আল্লাহভীরু বা সতর্ক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সূরা আল-হাশর-এ আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন মুত্তাকীদের নির্দেশ দিয়েছেন : "হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন করো। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, সে আগামীর জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে...। 'কারণ' যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, সে কী ('আমল) আগে পাঠিয়েছে, আর কী পেছনে রেখে গিয়েছে।" হাশ্‌রের মাঠে তো সবাইকে নির্দেশ দেয়া হবে– "তোমার 'আমলনামা পাঠ করো। আজ তোমার হিসেব-নিকেশের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।" এ প্রেক্ষিতেই আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংগঠনিক– এক কথায় সার্বিক কর্মকাণ্ডের হিসেব পর্যালোচনা হওয়া দরকার যাতে ২০২৬-র পরিকল্পনাটা আরও নিখুঁত এবং ফলপ্রসূ করা যায়।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের জন্য ২০২৫ বেশ ঘটনাবহুলই ছিল। ফেব্রুয়ারিতে সাভারের বাইপাইলে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন, আগস্টে শুব্বানে আহলে হাদীসের কাউন্সিল, অক্টোবরে কাউন্সিলরদের সক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে জমঈয়তের ১১তম কাউন্সিল, আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ডের কার্যক্রম সম্প্রসারণ, দেশব্যাপী সভা-সমাবেশ-প্রশিক্ষণ এবং জেলা কাউন্সিল আয়োজন –এগুলো সাংগঠনিক সফলতার মাইলফলক হয়ে থাকবে। ২০২৬ সালে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ দা'ওয়াতী এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আরও মজবুতি অর্জনের লক্ষ্যে জমঈয়তের সকল বিভাগ এবং সংস্থা আরও সক্রিয় হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। এ ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা, দু'আ এবং সর্বোপরি আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের রহমত কামনা করছি। ☒

আল কুরআনুল হাকীম

জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের শাস্তির বিবরণ

–আবু সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ۞ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۞ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا ۞ اِلَّا حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا ۞ جَزَآءً وِّفَاقًا﴾

সরল বাংলায় অনুবাদ

“নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে; (আর এটা হলো) সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা আস্বাদন করতে পাবে না কোনো ঠাণ্ডা কিংবা (অন্য) কোনো পানীয়– কেবল ফুটন্ত পানি ও দেহনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত; এগুলোই তাদের উপযুক্ত প্রতিফল।”[১]

শাব্দিক অনুবাদ

اِنَّ (এটি একটি الحروف المشبه بالفعل অর্থাৎ- ক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল অব্যয়) অর্থ- নিশ্চয়/অবশ্যই, جَهَنَّمَ - ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী জাহান্নাম হলো পরকালের এমন এক আবাসস্থল যেখানে পাপী ও অবাধ্যদের শাস্তি দেওয়া হবে, كَانَتْ -সে (অর্থাৎ- জাহান্নাম) ছিল, مِرْصَادًا - ওঁৎ পাতার ঘাঁটি, لِّلطَّاغِيْنَ -সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য, مَاٰبًا - আশ্রয়স্থল / প্রত্যাবর্তনস্থল, لّٰبِثِيْنَ -অবস্থানকারী / বসবাসকারী, فِيْهَآ -এটার (জাহান্নামের) মধ্যে, اَحْقَابًا -যুগ যুগ ধরে, لَا يَذُوْقُوْنَ -তারা আস্বাদন করবে না, فِيْهَا -এটার (জাহান্নামের) মধ্যে, بَرْدًا -ঠাণ্ডা, وَّ -এবং, لَا شَرَابًا -নেই কোনো পানীয়, اِلَّا -ছাড়া/ব্যতীত, حَمِيْمًا -ফুটন্ত পানীয়, وَّ - এবং, غَسَّاقًا -ফুটন্ত পুঁজ ও রক্ত, جَزَآءً -প্রতিদান, وِّفَاقًا - পরিপূর্ণ প্রতিফল/উপযুক্ত প্রতিদান।

সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দরসে উল্লেখিত আয়াত ছয়টি কুরআনুল কারীমের ৭৮ নং সূরা আন্-নাবা থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলো সূরা আন্-নাবা'র একুশ থেকে ছাব্বিশ নম্বর আয়াত। উল্লেখ্য যে, এ সূরার মোট বাক্য সংখ্যা ৪০টি ও এর রুকূ' সংখ্যা ২টি।

শানে নুযূল বা অবতরণের প্রেক্ষাপট

এ আয়াতগুলোর শানে নুযূল বা অবতরণের বিশেষ কোনো কারণ নেই, তবে এগুলো মক্কী যুগে নাযিল হওয়া সূরা আন্-নাবা'-এর অংশ। সূরা আন্-নাবা মক্কার প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর একটি। মক্কার মুশরিকরা যখন পরকাল এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করত, তখন আল্লাহ তা'আলা এই সূরা নাযিল করেন। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের নিদর্শন দেখিয়ে এবং জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা দিয়ে পরকালের বাস্তবতাকে প্রমাণ করেছেন।

আলোচ্য বিষয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে জাহান্নামের বিবরণ, জাহান্নামীদের অবস্থান ও অবস্থানের সময়সীমাসহ খাদ্য-পানীয় দ্বারা জাহান্নামে তাদের বিভিন্ন রকমের শাস্তির বিবরণ পেশ করে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের শাস্তির বিবরণ : জাহান্নাম হলো কাফির ও পাপীদের জন্য নির্ধারিত একটি ভয়াবহ শাস্তির স্থান, যা এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, যেখানে অবর্ণনীয় ও সীমাহীন কষ্ট ভোগ করতে হয়। এই কঠিন শাস্তির বিবরণ পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় নয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾

অর্থাৎ- “নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে।” ওঁৎ পাতার ঘাঁটি এমন জায়গাকে বলা হয়, যেখানে আত্মগোপন করে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করা হয়। যাতে সেখান হতে তার অতিক্রম করার সময় তড়িঘড়ি হামলা করা সম্ভব হয়। জাহান্নামের দারোগারাও জাহান্নামীদের অপেক্ষায় ঐরূপ বসে আছেন। অথবা জাহান্নাম নিজেই মহান আল্লাহর আদেশে কাফেরদের জন্য ওঁৎ পেতে

★ এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] সূরা আন্-নাবা- : আয়াত নং- ২১-২৬।

অপেক্ষা করছে। এখানে مِرْصَاد শব্দটি رصد মূল ধাতু থেকে مفعال-এর ওজনে হয়েছে। অর্থ- প্রত্যেক এমন বস্তু যা তোমার সম্মুখে রয়েছে। হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন– জাহান্নামে একজন প্রহরী রয়েছে তাকে অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি অনুমতি নিয়ে আসবে সে অতিক্রম করবে আর যে ব্যক্তি অনুমতি নিয়ে আসবে না সে আটকে যাবে। সুফ্ইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সেখানে তিনটি সাঁকো থাকবে। কেউ কেউ বলেন, مِرْصَاد হলো পর্যবেক্ষক। যে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে সে তাকে পর্যবেক্ষণ করবে। মুকাতিল বলেন, এর অর্থ- বন্দিখানা। কেউ কেউ বলেন, পথ। কুশাইরী বলেন– এটা ঐ স্থান যেখানে কেউ তার শত্রুকে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন- (দৌড়ের) ঘোড়াকে শক্তিশালী করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। মাওয়ারদী বর্ণনা করেন, আবূ সিনান বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক। কাসাইও অনুরূপ বলেছেন। কাজেই জাহান্নাম বা জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ককে উপেক্ষা করে কিংবা জাহান্নাম অতিক্রম করা ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করার আর কোনো পথ নেই।

জাহান্নামীদের জাহান্নামে অবস্থানের সময়সীমা : জাহান্নামীরা জাহান্নামে অনন্তকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا﴾

অর্থাৎ- "সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে।"

যেখানে কোনো এক যুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে আরো এক যুগ, حقب-এর ح এবং ق-এর ওপর পেশ দিয়ে পড়লে এর অর্থ হবে যুগ বা কাল। আবার حقب-এর ح-এর ওপর পেশ এবং ق-এর ওপর সাকিন দিয়ে পড়লে হয় ৮০ বছর। আর আরবি একবছর সমান ৩৬০ দিন। সুতরাং ৩৬০×৮০ = ২৮,৮০০ দিন। কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক দিনের পরিমাণ এক হাজার বছরের সমান। সুতরাং এক হুকবা সমান (২৮,৮০০×১০০০ = ২,৮৮,০০,০০০) দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর। কেউ কেউ বলেন, এর চেয়ে অনেক বেশি অথবা সমান্য কম হতে পারে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মতে এক হুকবা সমান ৪০ বছর। সুদ্দী বলেন, ৭০ বছর। বশির ইবনু কা'ব বলেন, ৩০০ বছর। মাহদাওয়ী রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন এক হুকবা সমান ৩০,০০০ বছর। কুতরুব বলেন, তা হচ্ছে দীর্ঘ সময় যার কোনো সময়সীমা নেই। আর এখানে তো حقب-এর বহুবচন হচ্ছে اَحْقَابً ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হবে অনন্তকাল। এর মানে হচ্ছে, একের পর এক আগমনকারী দীর্ঘ সময় তারা সেখানে অবস্থান করবে। এমন একটি ধারাবাহিক যুগ যে, একটি যুগ শেষ হওয়ার পর আর একটি যুগ শুরু হয়ে যায়। একের পর এক যুগ আসতেই থাকবে এবং এমন কোনো যুগ হবে না, যার পর আর কোনো যুগ আসবে না। কুরআনুল কারীমের ৩৪ জায়গায় জাহান্নামবাসীদের জন্য "খুলুদ" (চিরন্তন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিনটি জায়গায় কেবল "খুলুদ" বলেই শেষ করা হয়নি; বরং তার সাথে "আবাদান" (চিরকাল) শব্দও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে,

"তারা চাইবে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যেতে। কিন্তু তারা কখনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।"[২]

সুতরাং জাহান্নামের শাস্তি হবে এমন যার কোনো শেষ নেই, নেই কোনো সীমা-পরিসীমা। এর দ্বারা কোনো সুনির্দিষ্ট সময় বোঝাও উচিত হবে না। এখানে الآخرة শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে কেননা বাক্যে পরকালের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে أيام ব্যবহার না করে اَحْقَابً ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে অন্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় আর চিরস্থায়ী বিষয়টাকে অধিক রূপে বুঝায়। জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাস কাফিরদের জন্য আবার পাপিষ্টরাও এর মধ্যে শামিল হতে পারে। কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামে পাপীদেরকে পানীয় হিসেবে ফুটন্ত ও দুর্গন্ধময় পানি পান করানোর সময়টাকে اَحْقَابً বলে। যখন তারা তা পান করা শেষ করবে তখন তাদের জন্য অন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পরের দু'টি আয়াতে উল্লেখ করে–

[২] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৩৭।*

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا﴾

অর্থ- "সেখানে তারা আস্বাদন করার জন্য কোনো ঠাণ্ডা কিংবা (অন্য) কোনো পানীয়– উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত; কিছুই পাবে না।

জাহান্নামীদের পানাহারের বিবরণ : জাহান্নামীদেরকে খাদ্য ও পানীয় দিয়েও শাস্তি দেওয়া হবে। সেখানে তারা ঠাণ্ডা কিংবা সাধারণ কোনো পানীয় পাবে না, যা তারা পান করতে পারবে; বরং তাদেরকে দেওয়া হবে حميم এমন ফুটন্ত পানি, যা মুখের কাছে আনা হলে গোশ্ত জ্বলে যাবে এবং পেটে গেলে ভিতরের নাড়ীভুড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাদেরকে আরো দেওয়া হবে غَسَاق-এর অর্থ- পুঁজ, রক্ত, পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বা চোখ ও গায়ের চামড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক নির্যাতনের ফলে গড়িয়ে পড়া রস। এটি জাহান্নামের চূড়ান্ত কষ্ট ও অবমাননার প্রতীক। (لَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا অর্থাৎ- কেবল ফুটন্ত পানি ও দেহনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত) এই বাক্যটি পূর্বের বাক্য (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا অর্থাৎ- যেখানে তারা শীতল কিংবা সাধারণ পানীয় আস্বাদন করতে পারবে না।) থেকে استثناء منقطع অথবা بدل হয়েছে। এছাড়াও পবিত্র কুরআনুল কারীমের ৪৪ নং সূরা, সূরা আদ্-দুখা-ন-এর ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾

অর্থাৎ- "গলিত তামার মতো ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে।"

كَالْمُهْلِ-এর ব্যখ্যা হিসেবে একটি হাদীস এসেছে এইভাবে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) فِي قَوْلِهِ : (كَالْمُهْلِ) قَالَ "كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ".

অর্থ- আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার বাণী (كَالْمُهْلِ -তা যেন গলিত তামা) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলো তেলের গাদ সদৃশ। জাহান্নামীদের মধ্যে কোনো জাহান্নামী যখনই এটা তার মুখের নিকটে নিবে সাথে সাথে তার মুখমণ্ডলের চামড়া খসে তাতে পড়ে যাবে।[৩]

আবূ 'ঈসা বলেন, আমরা শুধুমাত্র রিশদীন ইবনু সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জেনেছি। আর রিশদীন হলো সমালোচিত রাবী।

উপযুক্ত প্রতিফল : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿جَزَآءً وِّفَاقًا﴾

অর্থ- "এটাই তাদের উপযুক্ত প্রতিফল।"

অর্থাৎ- এই শাস্তি তাদের সেই কুকর্মের অনুরূপ হবে, যা তারা পার্থিব জীবনে করত। জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কুকর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোনো বাড়াবাড়ি হবে না।[৪]

দারসের শিক্ষাসমূহ

এক- প্রতিটা মানুষের কর্মফল প্রদানের জন্যই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সদাসর্বদা পুণ্যের কাজ করে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর এমন কাজ কিছুতেই করা যাবে না। যে কাজ মানুষকে জাহান্নামের শাস্তির মুখোমুখি করে।

দুই- জাহান্নামীরা জাহান্নামে অবস্থান করবে অনন্তকাল। যুগের পর যুগ অবস্থান করেও তারা তা থেকে বের হতে পারবে না। একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আরো একটি ব্যাপক সময় এসে উপস্থিত হবে। এভাবে সময়ের পালাবদল চললেও তাদের অবস্থানের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। তারা সেখানে অবস্থান করবে চিরকাল।

তিন- খাদ্য ও পানীয় দিয়েও জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

চার- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার শাস্তিদানের ফয়সালাও হবে ন্যায়-ইনসাফপূর্ণ।

পাঁচ- আমাদের সকলেরই উচিৎ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মহান আল্লাহর কাছে এই জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়া। হে দয়াময়! তুমি আমাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। ☒

---

[৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৫৮১।*
[৪] *মুয়াস্সার- সা'দী।*

হাদীসে রাসূল (ﷺ)

লজ্জাশীলতা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

وَعَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا)، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : « اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِيْ إِلَّا بِخَيْرٍ.

সরল অনুবাদ

‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, লজ্জা মঙ্গলই বয়ে আনে।[৫]

হাদীসের ব্যাখ্যা

লজ্জাশীলতা এক সমুন্নত ও মহিমান্বিত চারিত্রিক গুণ। যে ব্যক্তি এ চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হয়, সে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা ও অশালীনতা থেকে দূরে থাকতে পারে। লজ্জাহীন ব্যক্তি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। শালীনতা বর্জিত অশিষ্ট আচরণ করতে সে কুণ্ঠাবোধ করে না। পক্ষান্তরে লজ্জাশীল ব্যক্তি অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা থেকে দূরে থাকে। এ জন্যই মহানবী (ﷺ) লজ্জাশীলতাকে ঈমানের একটি শাখা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

লজ্জাশীলতা মানুষকে পেছনে ফেলে দেয় না; বরং মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। তবে নিজের কোনো গুপ্ত সমস্যার শরয়ি সমাধান কিংবা ডাক্তারি সমাধানের ক্ষেত্রে লজ্জা করা উচিৎ নয়। আবার গুনাহর কাজে আত্মনিয়োগের ক্ষেত্রে লজ্জাহীনতাও কাম্য নয়। যেমন- উঠতি বয়সী যে ছেলে-মেয়েরা তাদের বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে ইতস্তত করে তাদের আনস্মার্ট, গেঁয়ো ভূত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ এটা স্পষ্ট হারাম কাজ। এই লজ্জা মানুষের জন্য মঙ্গলকর।

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ". فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِيْنَةً. فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيْفَتِكَ.

‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন : লজ্জাশীলতা কল্যাণ ছাড়া কোনো কিছুই নিয়ে আসে না। তখন বুশায়র ইবনু কা’ব বললেন : হিকমাতের পুস্তকে লিখা আছে যে, কোন্ কোন্ লজ্জাশীলতা ধৈর্যশীলতা বয়ে আনে। আর কোন্ কোন্ লজ্জাশীলতা এনে দেয় শান্তি ও সুখ। তখন ‘ইমরান বললেন : আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করছি। আর তুমি কিনা (তার স্থলে) আমাকে তোমার পুস্তিকা থেকে বর্ণনা করছ।[৬]

লজ্জার কারণে মানুষ অনেক গর্হিত ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে সে সমাজে নন্দিত হয়, প্রশংসিত হয়। সবার নিকটে সে প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নির্লজ্জ মানুষ পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দের পার্থক্য করে না। বিধায় সে সমাজে হয় নিন্দিত, ঘৃণিত, ধিক্কৃত। মানুষের নিকটে সে অপ্রিয় হয়। এজন্য নিম্নোক্ত হাদীসে লজ্জাশীলতা ও লজ্জাহীনতার পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে এভাবে,

قَالَ رَسُوْلُ الله (ﷺ) يَا عَائِشَةُ لَوْكَانَ الْحَيَاءُ رَجُلًا كَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَ لَوْكَانَ الْفُحْشُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلَ سُوْءٍ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ‘হে ‘আয়িশাহ্! লজ্জা যদি কোনো লোকের হয় তাহলে সে হবে সৎ ব্যক্তি। আর অশ্লীলতা (লজ্জাহীনতা) কোনো লোকের হলে নিশ্চয়ই সে হবে নিকৃষ্ট লোক’।[৭] সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

إنَّ الله إذا أرادَ بعبدٍ هلاكًا، نَزَعَ منه الحياءَ، فإذا نزع منه الحياء، لم تلقه إلّا مقيتًا مُمَقَّتًا، فإذا كان مقيتًا ممقتًا، نزع منه الأمانَةَ، فلم تلقه إلا خائنًا مخوَّنًا، فإذا كان خائنًا مخونًا، نزع منه الرحمة، فلم تلقه إلافظًا غليظًا، فإذا كان

★ প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।

[৫] সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৭; মুসলিম- হা. ৩৭; আবূ দাঊদ- হা. ৪৭৯৬; মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৯৩১৬, ১৯৩২৯।

[৬] সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৭।

[৭] আস-সাগীর- তাবারানী; সহীহ আত-তারগীব- হা. ২৬৩১।

عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) اسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَال قُلْنَا يا نَبِيَ اللهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيِ وَالْحَمْدُ لِلهِ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلَكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা মহান আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা করো। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) লজ্জাশীলতা! আমরা অবশ্যই মহান আল্লাহকে লজ্জা করি, আলহামদুলিল্লাহ। তিনি বলেন, এটা নয়; বরং মহান আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা করতে হবে। অর্থাৎ- তুমি তোমার মাথাকে ও সেটা যা স্মরণ রাখে তাকে হেফাযত করবে। পেট ও সেটার অভ্যন্তরীণ বিষয়কে হেফাযত করবে। মৃত্যু ও পরীক্ষাকে স্মরণ করবে। আর যে আখিরাতের আশায় দুনিয়ার সৌন্দর্য ত্যাগ করে, সেই প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকে লজ্জা করে'।[১০]

আল্লাহ লজ্জাশীলদের ভালোবাসেন : মানবচরিত্রের এ গুণটি মহান আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়। হাদীসে এসেছে, আল-আশাজ্জ আল-আসরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

إِنَّ فِيْكَ لَخَلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ، قُلْتُ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: اَلْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ.

'নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দু'টি চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন বা পছন্দ করেন। আমি বললাম, সে দু'টি কি? তিনি বললেন, বুদ্ধিমত্তা ও লজ্জাশীলতা'।[১১]

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِيْ عَلٰى مَا سِوَاهُ.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা নিজে নম্র, তিনি নম্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি কঠোরতার উপর যা দান

[১০] *সহীহ আত-তারগীব- হা. ২৬৩৮।*
[১১] *আদাবুল মুফরাদ- হা. ৫৮৪।*

فظًا غليظًا، نزع رِبْقَ الإيمان من عنقه، فإذا نزع رِبْقَ الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانًا لعينًا ملعنًا.

আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার ধ্বংস চাইলে তার থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেন। তার থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেয়া হলে সে হয় বিদ্বেষপরায়ণ। বিদ্বেষ পরায়ণ হলে তার থেকে আমানতদারিতা তুলে নেয়া হয়। আমানতদারিতা তুলে নেয়া হলে সে খিয়ানতকারী হয়। খিয়ানতকারী হলে তার থেকে রহমত তুলে নেয়া হয়, ফলে সে কঠোরতা ও নির্দয়তা লাভ করে। নিষ্ঠুর-নির্দয় হলে তার থেকে ঈমানের রশি খুলে নেয়া হয়। আর ঈমানের রশি যখন তার গ্রীবাদেশ থেকে খুলে নেয়া হয়, তখন সে অভিশপ্ত শয়তান হিসাবে বিদ্যমান থাকে।[৮]

লজ্জাশীলতা এমন একটি উত্তম মানবীয় গুণ, যা মানুষকে দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকতে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা সৎ 'আমলের পরিবর্তে অসৎ কাজ করতে, দ্বীনের কাজের স্থলে অন্যান্য গর্হিত কাজ করতে বাধা দেয় না। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে লাজুকতাকে ঈমানের অঙ্গ, দ্বীনের বিশেষ স্বভাব-প্রকৃতি এবং কোনো কোনো হাদীসে একে দ্বীন বা দ্বীনের পূর্ণতা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে,

عَنْ قُرَّةَ بْنِ اِيَاسٍ (رضي الله عنه) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) فَذَكَرَ عَنْهُ الْحَيَاءَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْحَيَاءُ مِنَ الدِّيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بَلْ هُوَ الدِّيْنُ كُلُّهُ.

কুররাহ্ ইবনু ইয়াস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নিকটে লজ্জাশীলতার কথা উল্লেখ করা হলো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! লজ্জাশীলতা হচ্ছে দ্বীনের অংশ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'বরং সেটা (লাজুকতা) হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন'।[৯]

লাজুকতার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকেই অধিক এবং যথাযথ লজ্জা করতে হবে। হাদীসে এসেছে,

[৮] *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম- ইবনু রজব, তাহ্ক্বীক্ব : শুআইব আল-আরনাঊত ও ইবরাহীম বাজিস, ১ম খণ্ড, সঊদী আরব : দারাতুল মালিক আব্দুল আযীয, ৯ম প্রকাশ, ১৪২৩/২০০২ খ্রি., পৃ. ৪৯৯।*
[৯] *সহীহ আত-তারগীব- হা. ২৬৩০।*

করেন না, তা নম্রতার জন্য দান করেন। নম্রতা ছাড়া অন্যকিছুতেই তা দান করেন না।[১২]

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ﴾

"হে বানী আদম! আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাক্বওয়ার পোশাক, তা উত্তম।"[১৩]

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে, এখানে তাক্বওয়ার পোশাক বলতে 'লজ্জাশীলতা' বোঝানো হয়েছে।[১৪]

মূসা (আলায়হিস সালাম) যখন মাদয়ান শহরে শু'আইব (আলায়হিস সালাম)-এর পশুকে পানি পান করান। শু'আইব (আলায়হিস সালাম) কন্যাদ্বয় থেকে মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর বিবরণ শুনে তাঁকে ডেকে আনতে এক কন্যাকে পাঠান। কন্যার লজ্জাশীল চলন মহান আল্লাহর কাছে এতই পছন্দ হয় যে তার বর্ণনা কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۫ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴾

"তখন নারীদ্বয়ের একজন লজ্জা-জড়িত পায়ে তার নিকট আসল এবং বলল, 'আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছে, আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য।' অতঃপর মূসা তার নিকট এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে সে বলল, ভয় কর না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছো।"[১৫]

প্রচলিত প্রবাদে এ লজ্জাশীলতা যদিও নারীর অলংকার, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তা নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই অপরিহার্য। লজ্জা একটি মানবিক গুণ। এর পরিচয় হিসেবে বলা যায়, ভালো-মন্দ যে কোনো কাজ করার, যে কোনো পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ ও সক্ষমতা প্রতিটি মানুষেরই আছে। এ সুযোগ ও সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে যারা ভালো পথ বেছে নেয়, ভালো কাজ করে, তারা দুনিয়াতেই পুরস্কৃত হয়, অভিনন্দিত হয় কিংবা প্রশংসিত হয়। আর যারা মন্দ পথ ও মন্দ কাজ বেছে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়, শাস্তি পায়, অন্তত নিন্দিত ও ধিকৃত তো হয়ই। উপরন্তু ভালো-মন্দ সবকিছুতেই রয়েছে পরকালীন প্রতিদান– বেহেশ্‌ত কিংবা দোযখ। প্রাথমিক সুযোগ ও সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে কেউ যখন কোনো মন্দ পথে পা বাড়ায়, সেটা হতে পারে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দ, কিংবা সামাজিক বা নৈতিক যে কোনো দিক থেকে, তখন যার মাঝে যতটুকু মানবিক বোধ থাকে এবং কাজটিকে সে যতটুকু মন্দ বিবেচনা করে, সে চায় তার এ মন্দ কাজটা ততটাই গোপন থাকুক। অন্য কেউ তার এ মন্দ কাজের কথা না জানুক। কেউ যদি দেখে ফেলে কিংবা জেনে যায় তাহলে সে মনে মনে সংকুচিত হয়। এ সংকোচবোধের নামই লজ্জা।

লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ : লজ্জাশীলতা যে কেবল একটি মানবিক বিষয়, এমন নয়। হাদীসের ভাষ্য অনুসারে তা ঈমানের অংশ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

ঈমানের সত্তরোর্ধ কিংবা ষাটোর্ধ্ব শাখা রয়েছে। এর মাঝে সর্বোত্তম হলো 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, আর সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা।[১৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرِنَا جَمِيْعًا فإذا رُفِعَ أحدُهُما رُفِعَ الآخَرُ.

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।[১৭]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমান হবে

[১২] সহীহুল জামি'- হা. ১৭৭১; ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৬৮৮; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ২৬৬৪; সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ- হা. ৩৬৮; সহীহাহ্- হা. ৬৮২; মুওয়াত্ত্বা মালিক- হা. ৩৫৯০।

[১৩] সূরা আল-আ'রাফ : ২৬।

[১৪] তাফসীরে রুহুল মাআনী- আল্লামা আলুসি।

[১৫] সূরা আল-ক্বাসাস : ২৫।

[১৬] সহীহ মুসলিম- হা. ৩৫।

[১৭] হাকেম- ৫৮; মিশকাত- ৫০৯৪; সহীহুল জামে'- ১৬০৩।

জান্নাতে। আর অশ্লীলতা রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত এবং রূঢ়তা হবে জাহান্নামে।[১৮]

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ.

আবূ উমামাহ্ বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, লজ্জাশীলতা ও মুখচোরামি ঈমানের দু'টি শাখা। আর মুখ খিস্তি করা ও বাকপটু হওয়া মুনাফিক্বীর দু'টি শাখা।[১৯]

লজ্জাশীলতার ফলাফল : আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামতরাজি অবলোকন ও নিজের অক্ষমতা ও ত্রুটি সম্পর্কে গভীর চিন্তা হতেই লজ্জা সৃষ্টি হয়। সুতরাং কোনো বান্দা থেকে এই অর্জিত লজ্জা ছিনিয়ে নেয়া হলে তাকে মন্দ কর্ম থেকে বাধা দেওয়ার ও নিকৃষ্ট চরিত্রে ভূষিত হওয়া থেকে বিরত রাখার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে ব্যক্তি যেন ঈমান শূন্য হয়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

اَلْحَيَاءُ حَيَاءَانِ : طَرْفٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ وَالْآخَرُ عَجْزٌ.

'লজ্জা হচ্ছে দুই প্রকার। একটি ঈমানের দিকে এবং অন্যটি অক্ষমতা'। 'ইমরান বলেন,

أنما يريد به الخلق الذى يحث على فعل الجميل وترك القبيح فأما الضعف والعجز الذى يوجب التقصير فى شيء من حقوق الله أو حقوق عباده، فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة.

'রাসূল (ﷺ)-এর বাণীতে প্রশংসিত লজ্জা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন চরিত্র যা উত্তম কাজ সম্পাদন করতে এবং খারাপ, মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর দুর্বলতা ও অক্ষমতা হচ্ছে যা মহান আল্লাহর হক্ব বা বান্দার হক্ব প্রতিপালনে অনীহা সৃষ্টি করে। সুতরাং এটা লাজুকতা নয়; এটা হচ্ছে দুর্বলতা, অক্ষমতা, লাঞ্ছনা, অপমান'।[২০]

বেহায়াপনা কিয়ামতের আলামত : লজ্জাশীলতার বিপরীত চরিত্র হলো বেহায়াপনা, যা কখনো কোনো খাঁটি মু'মিনের মধ্যে থাকতে পারে না। এটা ঈমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বেহায়াপনা কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। কিয়ামতের আগে বেহায়াপনা বাড়ার কথা হাদীসে আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর একটি হলো, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা।'[২১]

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'উম্মতের ক্রান্তিকালীন এমন অবস্থা আসবে যে পুরুষ পথিমধ্যে জনসম্মুখে নারীসঙ্গম করবে, তখন যে ব্যক্তি তাদের এ কথা বলবে– 'যদি তুমি এই দেয়ালের পেছনে তাকে নিয়ে সরে যেতে' সে ব্যক্তি হবে ওই যুগের সবচেয়ে বড় ওলি-বুযুর্গ ও ভদ্র মানুষ।[২২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর লজ্জাশীলতা : নবী করীম (ﷺ) অতীব লাজুক ছিলেন। এ মর্মে হাদীসে এসেছে,

عن أبى سعيد الخدرى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ.

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পবিত্র পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। কোনো বিষয় তাঁর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হলে তাঁর চেহারা দেখেই আমরা তা (তাঁর অসন্তুষ্টি) আঁচ করে নিতাম।[২৩]

উপসংহার

আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে পূর্ণ লজ্জাশীল আচরণ করতে চাইলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সব রকম গুনাহের কাজ থেকে। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো সামনে যেমন মাথা নুইয়ে দেওয়া যাবে না, তেমনি রুকূ'-সিজদাহ্ তথা নামায হতে হবে সম্পূর্ণ রিয়া ও লৌকিকতা মুক্ত। পাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে মাথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জিহ্বা চোখ নাক কানকেও। পেটে যেন কোনো হারাম খাবার না ঢুকে সেদিকে যেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, তেমনি পেট-সংলগ্ন অঙ্গসমূহ যেমন, লজ্জাস্থান হাত পা ইত্যাদিকেও হেফাযত করতে হবে সব রকম নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে। স্মরণ করতে হবে অনিবার্য মৃত্যুকে, মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়াকে। মৃত্যুর স্মরণ যদি তাজা থাকে, তাহলে মানুষ পাপ ছাড়তে বাধ্য। ☒

---

[১৮] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১০৫১২; আত্ তিরমিযী- হা. ২০০৯; ইবনু হিব্বান; হাকেম- ১/৫২; সহীহুল জামে'- হা. ৩১৯৯।*
[১৯] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২২৩১২; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২০২৭; সহীহুল জামে'- হা. ৩২০১।*
[২০] *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম- ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০২।*
[২১] *মুসনাদে বাজজার- হা. ৭৫১৮।*
[২২] *মুসনাদে আবী ইয়া'লা- হা. ৬১৮৩।*
[২৩] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; রিয়াযুস সালেহীন- হা. ৬৮৪।*

প্রবন্ধ

বিভ্রান্তিকর 'আক্বিদাহ্ এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

-কে. এম আব্দুল জলিল★

ভূমিকা : ইসলামী 'আক্বিদাহ্ হলো ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস যা একজন মুসলিমের জীবনে অপরিহার্য। এটি একটি দৃঢ় বিশ্বাস যা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং তাকদীরের উপর স্থাপন করা হয়। এটি ইসলামের ভিত্তি এবং এর মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হন। ইসলামী 'আক্বিদাহ্ হলো, সেই চেতনা ও বিশ্বাসের নাম যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। নাযিল করেছেন অনেক আসমানী কিতাব। শুধু তাই নয়; বরং সমগ্র মানুষ ও জিন্ জাতির উপর সেই বিশ্বাস পোষণ করা অপরিহার্য করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"এবং আমি জিন্ ও মানুষ জাতিকে শুধু আমার 'ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"[২৪]

'আক্বিদাহ্-বিশ্বাসে ভুল ভ্রান্তি

আমাদের সমাজে প্রচলিত জাহেলিয়াতসমূহের অন্যতম হলো 'আক্বিদাহ্ বা বিশ্বাসগত জাহেলিয়াত। 'আমলগত জাহেলিয়াতের চেয়ে বিশ্বাসগত জাহেলিয়াত অধিক মারাত্মক। বিশ্বাস হলো মূল আর 'আমল হলো বিশ্বাসের প্রতিফলন। মানুষ অন্তরে যা পোষণ করে, কর্মে তারই বাস্তবায়ন ঘটে আর বহিঃপ্রকাশ ঘটে আচরণে। এ জন্যই ঈমান বা বিশ্বাস হলো ইসলামের ভিত্তি। ঈমান হলো অভ্যন্তরীণ আর ইসলাম হলো বাহ্যিক 'আমল। 'আক্বিদাহ্ বা বিশ্বাস ইসলামের মূল বিষয়। 'আক্বিদাহ্ বিশুদ্ধ না হলে ব্যক্তির ঈমান বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। সেখানে শেকড় গেড়ে বসে শির্ক ও জাহেলিয়াত।

★ *সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[২৪] *সূরা আল-যারিয়াত : ৫৬।*

ঈমান ও 'আক্বীদাহ্ বিধ্বংসী বিষয়সমূহ

ঈমান ও 'আক্বীদাহ্কে নষ্ট করে এমন বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে শির্ক, কুফর, বিদ'আত এবং ধর্মীয় কুসংস্কার। এছাড়াও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি অবজ্ঞা, পরকাল অস্বীকার এবং তাক্বদীর বা ভাগ্যের উপর অবিশ্বাস ও 'আক্বীদাহ্কে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইসলামী 'আক্বীদাহ্, যা একজন মুসলিমের বিশ্বাসের ভিত্তি, তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং সে ইসলাম থেকে দূরে চলে যেতে পারে। তাই, 'আক্বীদাহ্কে পরিশুদ্ধ রাখা এবং 'আক্বীদাহ্ বিরোধী বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। আমরা ওযূ ভঙ্গের কারণ জানি। জানি সলাত ও সাওম ভঙ্গের কারণও; কিন্তু ঈমান ভঙ্গের কারণ জানিনা। ঈমান বিধ্বংসী দশটি বিষয় কোনো ব্যক্তির ইসলাম পালনকে অকার্যকর করে দিতে পারে, যদি ব্যক্তি নিজের ভুলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত না হয়ে এই অবস্থায় মারা যায়, তবে তার মৃত্যু হবে বেঈমান হিসেবে। ফলে তার স্থায়ী গন্তব্য স্থান হবে জাহান্নামের আগুন এবং কখনোই জাহান্নাম হতে সে মুক্তি পাবে না।

ঈমান নষ্টকারী ১০টি কারণ হলো–

১. মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। আর যে-ই আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।"[২৫]

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে আহ্বান করা

[২৫] *সূরা আন্-নিসা : ৪৮; সূরা আশ্-শু'আরা : ৯৭-৯৮; সূরা আল-ফুরক্বা-ন : ৭০।*

অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে, আর আমি বললাম, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ হিসেবে আহ্বান না করা অবস্থায় মারা যায়? (তিনি বললেন,) সে জান্নাতে যাবে।[২৬]

২. মুশরিকদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা : তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা এবং তাদের মতবাদকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

"হে ঈমানদারগণ! মুশরিক তো অপবিত্র; কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের ধারে কাছে না আসে।"[২৭]

৩. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম মনে করা এবং আখিরাতে মুক্তির জন্য সেই মাধ্যমকে ডাকা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾

"বলুন, সকল সুপারিশ আল্লাহরই মালিকানাধীন, আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকানা তারই, তারপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।"[২৮]

৪. নবী করীম (ﷺ)-এর দেখানো পথ ছাড়া অন্য মতাদর্শকে পরিপূর্ণ মনে করা এবং ইসলামী হুকুমাতের পরিবর্তে অন্য হুকুমাতকে উত্তম মনে করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلٰهًا وَاحِدًا لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম পুত্র মসীহকে। অথচ এক ইলাহের 'ইবাদত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র।"[২৯]

৫. নবী (ﷺ) কর্তৃক আনীত বিধানের কোনো অংশকে অপছন্দ করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

"আর যারা কুফ্রী করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের 'আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। কাজেই তিনি তাদের 'আমলসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন।"[৩০]

৬. দ্বীনের কোনো বিষয় এবং পরকালীন কোনো শাস্তির ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

৭. জাদুর মাধ্যমে ভালো কিছু অর্জন এবং মন্দ কিছু বর্জন করতে চাওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْ الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

"আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করেছে। আর সুলাইমান কুফ্রী করেননি; বরং শয়তানরাই কুফ্রী করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত জাদু ও (সে বিষয় শিক্ষা দিত) যা বাবিল শহরে হারুত ও মারুত ফেরেশ্তাদ্বয়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তারা উভয়েই এই কথা না বলে

[২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৩৮, আধুনিক প্রকাশনী, হা. ৪১৩৯, ই. ফা. বাং, হা. ৪১৪২।*
[২৭] *সূরা আত্-তাওবাহ্ : ২৮, ৩; সূরা আল-বাইয়্যিনাহ্ : ৬।*
[২৮] *সূরা আয্-যুমার : ৪৪; সূরা ইউনুস : ১৮; সূরা আল-মায়িদাহ্ : ২৩।*
[২৯] *সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৩১; সূরা আল-আহ্যা-ব : ৩।*
[৩০] *সূরা মুহাম্মদ : ৮-৯; সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৪৮।*

কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা; কাজেই তুমি কুফ্‌রী করো না।"[৩১]

৮. মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ- ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾

"যে ব্যক্তি রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"[৩২]

৯. ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলেও জান্নাত পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[৩৩]

১০. মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।"[৩৪]

[৩১] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১০২; সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৬৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২৭২।*

[৩২] *সূরা আস-সাজদাহ্ : ২২; সূরা ত্ব-হা- : ১১৪-১১৬; সূরা আল-মু'মিনূন : ৭১।*

[৩৩] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ৮৫; সূরা আন্-নিসা : ১১৫।*

[৩৪] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৫১; সূরা আল-মুমতাহিনা : ১-২।*

জানাযা সলাত ও দাফনে বিদ'আত

১. জানাযার আগে মৃত্যু ব্যক্তি ভালো ছিল বলে স্বীকারোক্তি নেয়া। তবে মৃত্যুব্যক্তির ঋণ আছে কি-না এ ব্যাপারটি রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞেস করতেন।[৩৫]

২. মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পড়ে, তাসবিহ পাঠ করে সওয়াব বখশে দেয়া।[৩৬]

৩. বিশেষ কোনো দিন বা মুহূর্তে কবর জিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা। যেমন- ঈদের দিন, শুক্রবার, শবেকদরের রাত ইত্যাদি; বরং যে কোনো দিন যে কোনো সময় কবর জিয়ারত করা যায়। বিশেষ কোনো দিন, মুহূর্তকে কবর জিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত নয়।

৪. কবরে নির্দিষ্ট কিছু সূরা নির্দিষ্টবার পাঠ করা। যেমন- সূরা আল-ফাতিহাহ্ ৩-৭ বার, সূরা আর-ইখলা-স ৩-৭ বার, সূরা আন্-না-স, সূরা আল-ফালা-ক্ব, সূরা ইয়া-সীন পড়া।[৩৭]

৫. কবরের ওপর মিনার, গম্বুজ, খাম্বা, চুনকাম, খুঁটি নির্মাণ ও পাকা করা এবং কবর বেশি উঁচু করা।[৩৮]

৬. কবর স্পর্শ করে চুমু দেয়া।

৭. কবরে মৃত ব্যক্তির নামফলক বসানো।

৮. কবরকে মসজিদ বা দর্শনীয় স্থানে পরিণত করা।

৯. কবরকেন্দ্রিক মসজিদ নির্মাণ করা।

১০. কবরকেন্দ্রিক ওয়াজ মাহফিল ও উরসের আয়োজন করা।

১১. কুলখানি, চেহলাম, চল্লিশা ইত্যাদি করা।

১২. কবরের পাশে জানাযা শেষে দলবদ্ধ মোনাজাত করা।

১৩. সৎলোকদের পাশে কবর দিলে শাস্তি না হওয়া, হালকা হওয়া-এরূপ ধারণা করা।[৩৯]

[৩৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৭৮।*

[৩৬] *হাদীসের নামে জালিয়াতি- ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ. ৬০৫।*

[৩৭] *জাইলুল লাআলি- পৃ. ১৪৪।*

[৩৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৫২।*

[৩৯] *আল মাওজু'আত- ইবনুল জাওযী, ২/৪১১-৪১২।*

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

“আর তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ করো। তারা বলল, বরং আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে, তবুও কি (তারা পিতৃ পুরুষদের অনুসরণ করবে)?”[৪০]

দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত ভ্রান্ত কাজ ও ধারণা

১. ভাগ্যের উন্নতির আশায় অষ্টধাতুর আংটি পরা। আংটিকে ভাগ্য পরিবর্তনের উপকরণ মনে করা। এগুলো সরাসরি শির্ক।

২. আংটি পরার বিভিন্ন ফযীলাত বর্ণনা করা। বানোয়াট হাদীস।[৪১]

৩. নখ কাটার বিভিন্ন নিয়ম কানুনকে সুন্নত বলে মনে করা। এগুলো বানোয়াট, ভিত্তিহীন। নখ কেটে ছোটো করা ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোন নিয়মে কাটতে হবে তা শরিয়াতে বলা হয়নি।

৪. খাওয়ার সময় সালাম দেয়া এবং কথা বলাকে নিষিদ্ধ বলে মনে করা।[৪২]

৫. দস্তরখান ব্যবহার করাকে ফযীলাতপূর্ণ মনে করা। রাসূল (ﷺ) দস্তরখান ব্যবহার করতেন, কিন্তু এর কোনো ফযীলাত বর্ণনা করেননি।[৪৩]

৬. বিবাহ অনুষ্ঠানে খেজুর ছিটানো, কুড়ানো বা কাড়াকাড়ি করা। এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোনো সহীহ হাদীস নেই। হাদীসগুলোর সনদ অত্যন্ত য‘ঈফ এবং সনদে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। এজন্য মুহাদ্দিসগণ সেগুলোকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৪৪]

৭. স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর জান্নাত। বহুল প্রচলিত একটি পুস্তকে রয়েছে– রাসূল (ﷺ) বলিয়াছেন, স্ত্রীগণের জান্নাত স্বামীর পায়ের নিচে।[৪৫]

এ কথাটি একটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। কোনো সহীহ, য‘ঈফ বা মাউযূ‘ সনদেও এ কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় না।[৪৬]

৮. পাকাচুল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার শাস্তি মাফ। এ জাতীয় অন্য একটি বানোয়াট কথা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আমি লজ্জা পাই যে, ইসলামের মধ্যে আমার বান্দা বা বান্দির চুল-দাড়ি পেকে যাওয়ার পরেও আমি তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেব।”[৪৭]

এ ধরনের অন্য একটি বানোয়াট কথা : “ইসলামের মধ্যে যার বয়স ৬০ বছর হলো, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিলেন।”[৪৮]

৯. ঔষধ খাওয়ার সময় আল্লাহ শাফি‘, কাফি, মাফি বলতে হবে। বিস্‌মিল্লা-হ বললে অসুখ বেশি হবে। এরূপ ধারণা করা। এছাড়া আমাবস্যা, পূর্ণিমা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, রংধনু ইত্যাদিকে শুভ-অশুভ মনে করা। একইভাবে ভাঙা ঝাড়ুতে বসা যাবে না, ভাঙা আয়না দেখা যায় না, ভাঙা বাসনে খাওয়া যাবে না, লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি সেলাই করা যায় না– এমন বিশ্বাস করা। সমাজে প্রচলিত এসব চিন্তাধারা নিতান্তই বাতিল। এগুলো ইসলামী ‘আক্বিদাহ্ বিশ্বাসের পরিপন্থি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করোনা এবং জেনে-বুঝে সত্য গোপন করো না।”[৪৯]

---

[৪০] *সূরা লুক্বমা-ন : ২১।*
[৪১] *আল-মাকাসিদ- সাখাবী, পৃ. ২৭২; আল-আসরার- মোল্লা ক্বারী, পৃ. ১৪৬।*
[৪২] *আল আসরার- মোল্লা ‘আলী ক্বারী, পৃ. ১৭৪; মাকাসিদ- সাখাবি, পৃ. ৩২৫।*
[৪৩] *হাদীসের নামে জালিয়াতি- ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ. ৬৪৩।*
[৪৪] *আল-আউসাত- তাবারানী, ১/৪৪; আল-মাউদু‘আত- ইবনুল জাওযী, ২/১৭০-১৭২।*
[৪৫] *মকসুদুল মো‘মেনীন- মাও. গোলাম রহমান, পৃ. ৩২৮।*
[৪৬] *হাদীসের নামে জালিয়াতি- ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ. ৬৪৪-৬৪৫।*
[৪৭] *তানযীহুশ শারীয়াহ- ইবনু আররাক, ২০৭।*
[৪৮] *প্রাগুক্ত- পৃ. ২২৭।*

সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার

সমাজে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতা ছড়ানোর অন্যতম হাতিয়ার হলো কুসংস্কারে বিশ্বাস। এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা উঠতে, বসতে, শুইতে সর্বক্ষণই কুসংস্কার ছড়ায়। এতে তারা নিজেরা যেমন প্রতারিত হচ্ছে, তেমনই অন্যদেরও প্রতারিত করছে। তারা কুসংস্কারকে ধর্মজ্ঞান মনে করে; অথচ ধর্ম পালনে তাদের চরম অনীহা। বস্তুত, কুসংস্কারে বিশ্বাস এবং শুভ-অশুভ মেনে চলা শিরক। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় হলো– আমাদের জীবন আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুসংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় হলো–

১) দিনের শুরুতে বাকি বিক্রয় করলে সারাদিন ব্যবসা খারাপ হবে বলে বিশ্বাস করা।

২) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কেউ হাঁসি দিলে সাথে সাথে বের না হয়ে একটু পরে বের হওয়া।

৩) ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় হোঁচট খেলে সাথে সাথে বের না হয়ে একটু পরে বের হওয়া।

৪) ভরদুপুরে কাকের কা কা ডাকলে বিপদ সংকেত মনে করা।

৫) কোনো কাজ ঠিকমতো না হলে 'আজকের দিনটিই অশুভ'-এমন মনে করা।

৬) পেঁচা ডাকলে বিপদ আসন্ন মনে করা।

৭) নজর লাগবে বলে কপালে বা পায়ে কাজলের ফোঁটা দেয়া (এটা হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি)।

৮) বাজি ধরে বা লটারির টিকেট কিনে ভাগ্য পরীক্ষা করা। এগুলো সরাসরি হারামকর্ম।

৯) শনিবার বিয়ে করা যাবে না-এমন ধারণা করা।

১০) মৃত ব্যক্তির রুহ ৪০ দিন পর্যন্ত বাড়িতে আসে বলে বিশ্বাস করা।

১১) শনি, রবি ও বৃহস্পতিবার বাঁশ কাটা যায় না বলে বিশ্বাস করা।

১২) কারো কথা স্মরণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই সে উপস্থিত হলে তার দীর্ঘ হায়াত আছে বলে মনে করা।

১৩) কোনো কথা বলা বা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় টিকটিকি টিকটিক করে উঠলে তা সঠিক ও সমর্থনযোগ্য মনে করা।

১৪) ঘুম থেকে উঠে বিশেষ কারো বা কোনো কিছুর মুখ দেখা অশুভ লক্ষণ মনে করা।

১৫) বিয়ের কাবিন এক লক্ষ এক টাকা ধার্য করা। অর্থাৎ- মূল অঙ্কের সাথে এক টাকা সংযুক্ত করতে হবে-এমনটা বাধ্যতামূলক মনে করা।

১৬) বরকতের আশায় বাড়ি বা ব্যবসার উদ্বোধনে মিলাদ দেয়া।

১৭) আয়না ভাঙলে, তেল পড়ে গেলে বা লবনের বাটি পড়ে গেলে অশুভ মনে করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ﴾

"বলুন, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করলে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।"[৫০]

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম সমাজে আজ পারিবারিক, বংশীয় কিংবা গোত্রীয় রসম-রেওয়াজ 'ইবাদত বলে যাচ্ছে হামেশাই। এমনকি দুর্ভাগ্যজনকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে সামাজিক আচারই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় নীরবতা ভেঙ্গে হক্বের আওয়াজ বুলন্দ করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। আল্লাহভীরু মুসলমানদের সামনে হক্ব ও জাহেলিয়াতের সুস্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরা, নানা রঙের জাহেলিয়াতের চেহারাটা জানা এবং জানানো সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যেন সচেতন কিংবা অবচেতন মনে কেউ জাহেলিয়াতের অক্টোপাসে আটকে না যায়, তা নিশ্চিত করা উম্মাহর দায়িত্বশীল মানুষদের কাজ। তাই আসুন, আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে জীবন গড়ি। আর পরিত্যাগ করি প্রচলিত ভুল কথা, কর্ম, ধারণা, বিশ্বাস, শিরক ও বিদ'আত। এখনই সময় যাবতীয় শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার ছেড়ে নিজেকে মহান আল্লাহর খাঁটি ও একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে গড়ে তোলার। ☒

---

[৪৯] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ৪২।*

[৫০] *সূরা আল-আন'আম : ৫৬।*

সাপ্তাহিক আরাফাত/عرفات أسبوعية ৬৭ বর্ষ ॥ ০৯-১০ সংখ্যা ॥ ০৮ ডিসেম্বর-২০২৫ ঈ.

যুবকদের ইসলামী শিক্ষা ও প্রতিপালন

মূল : ড. আব্দুর রহমান বাল্লাহ আলী*

ভাষান্তরে– আব্দুল্লাহীল হাদী**

[প্রথম পর্ব]

(الشباب) **শব্দের ভাষাগত দৃষ্টিকোণ :** الشباب (আশ-শাবাব) শব্দটি شابّ (শাব্ব)-এর বহুবচন।

এটি شُبّان (শুব্বান) হিসেবেও বহুবচন হতে পারে, যেমন- فارس – فُرسان (যোদ্ধা-যোদ্ধারা)।

আবার شَبَبَة (শাবাবা) হিসেবেও বহুবচন হয়, যেমন- كاتب – كَتَبَة (লেখক-লেখকরা)।

সীরাত গ্রন্থে এসেছে– যখন বদরের দিন ‘উত্বাহ্, শায়বাহ্ ও ওয়ালিদ যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে এলো, তাদের মোকাবিলায় আনসারদের একদল যুবক (شَبَبَة) বেরিয়ে এলো।[৫১]

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন : “আমি, ইবনু জুবাইর ও আরো একটি যুবক দল (شَبَبَة) আমাদের সঙ্গে ছিল।”

(এছাড়া شَبَبَة শব্দটি সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে[৫২] এবং شَبَاب শব্দটিও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৩] অনুরুভাবে شُبّان শব্দটি হাদীসে এসেছে।[৫৪] شَابّ শব্দটাও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৫])

এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো– شابة (শাব্বা), যার বহুবচন شَوابّ (শাওয়াব্ব), যেমন- دابة – دوابّ (বাহন-বাহনসমূহ)।

شَابَّة শব্দটি হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৬] شَوابّ এটিও হাদীসে এসেছে।[৫৭]

(ش-ب-ب) “শ-ব-ব” মূলধাতুটি ضَرَبَ ধাতুবিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ধাতু ও এর সকল উৎপন্ন শব্দের মধ্যে শক্তি, যুবশক্তি, তারুণ্য, সৌন্দর্য ও বৃদ্ধি-পুষ্টির অর্থ নিহিত থাকে।

শু’বূব (الشؤبوب) বলা হয় : প্রবল বৃষ্টিকে অথবা কোনো কিছুর প্রথম ধাক্কা/প্রবাহকে এবং তার তীব্রতাকে।

এ শব্দটি সূর্যের তীব্র উত্তাপের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

ফারাসুন মুশিব্ব (فَرَسٌ مُشِبّ) বলা হয় এমন উত্তেজিত, চঞ্চল, বেপরোয়া ঘোড়াকে যাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

আর الشِّباب (আশ-শিবাব) ش বর্ণে যের দিয়ে অর্থ হয় সক্রিয়তা, উদ্যম, চঞ্চলতা বা কর্মশক্তি।

এ ধাতুর অর্থগুলোর মধ্যে আরো একটি অর্থ নবীনতা ও কোনো কিছুর সূচনা।

তাই বলা হয় : فعل فلان هذا الشيء في شبابه. অর্থাৎ- অমুক ব্যক্তি এই কাজটি করেছে তার বয়সের শুরুতে, তার তরুণ বয়সে।

আর বলা হয় : سافر فلان في شباب الشهر. অর্থাৎ- অমুক ব্যক্তি মাসের শুরুতেই সফরে বের হন।

এছাড়া বলা হয় : جئتك في شباب اليوم. অর্থাৎ- আমি দিনের শুরুতেই তোমার কাছে এসেছি।

সেখান থেকে التشبيب (আত-তাশবীব) শব্দটি এসেছে, তা হচ্ছে, কাব্যের শুরুতে নারীর কথা, তাদের সাথে সম্পর্কিত অনুভূতি ও তাদের কেন্দ্র করে আবর্তিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা।

উম্মু মা‘বাদ বলেছেন : “যখন হাস্‌সান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক অদৃশ্য কণ্ঠের উক্তি শুনলেন, তিনি এক কিশোরী সম্পর্কিত তাশবীব করেন।” অর্থাৎ- তিনি তার কথার জবাবে কাব্যের শুরুতে চলমান রীতি অনুযায়ী নারীর প্রসঙ্গ উপস্থাপন করলেন, যা কবিতার সূচনার একধরনের সাহিত্যিক পদ্ধতি।

---

*সহকারী অধ্যাপক, আরবী ভাষা অনুষদ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

** সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

[৫১] বাইহাক্বী- সুনানুল কুবরা, হা. ৬১১৭; যাহাবী- তারিখুল ইসলাম, ২/৪১।

[৫২] সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩১; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৭৪।

[৫৩] যেমন- সহীহুল বুখারী- হা. ৪৩৯১, ৫০৬৫।

[৫৪] মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৭০৭৮; সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৩০।

[৫৫] সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬০।

[৫৬] সহীহুল বুখারী- হা. ৪১৬০।

[৫৭] শু‘আবুল ঈমান- ৮৫০৭; মুসান্নাফ ইবনু শায়বাহ্- ২৫৭৮৪।

এ ধাতু ش ب ب-এর আরেকটি অর্থ হলো সৌন্দর্য ও রূপবর্ধন।

আরবি ভাষায় বলা হয় : شَبَّ الخِمَارُ لونَ المرأة. অর্থাৎ- নারীর রংয়ের ওপর আবরণ (ঘোমটা/বস্ত্র) এমনভাবে মানিয়েছে যে, তার শুভ্রতা ও সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, প্রতিবিপরীত জিনিস একে অপরকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে এবং লুকায়িত সৌন্দর্য প্রকাশ করে দেয়।

এ কারণেই আরবরা বলে– وبأضدادها تتمايز الأشياء. –বস্তুর পরিচয় তাদের বিপরীতের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়।

والضدّ يظهر حسنه الضدّ. –এক বস্তু তার বিপরীতের মাধ্যমে আরো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

এ অর্থেই আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যখন তার সামনে রত্ন ও মুক্তা উপস্থাপন করা হলো, বলেছিলেন :

يَشُبُّ بعضُها بعضًا. অর্থাৎ- একটির সৌন্দর্য অন্যটিকে আরো সুন্দর করে তোলে, এক রত্ন আরেক রত্নের রূপকে বৃদ্ধি করে।

এই ধাতু ش ب ب-এর আরেকটি অর্থ হলো বৃদ্ধি ও বিস্তার।

আরবি ভাষায় বলা হয় : شَبَّ فلانٌ. অর্থাৎ- অমুক ব্যক্তি বড় হলো, তার দেহ বৃদ্ধি পেল ও আকার বৃদ্ধি পেল।

এই অর্থে জুজাইমা আল-আবরাশ বলেছেন :

شَبَّ عمروٌ عن الطَّوق. অর্থাৎ- 'আম্র-এর দেহ এমনভাবে বেড়ে উঠল যে গলার তোয়াপা (গলার বৃত্ত/দড়ি/হার) আর তার গলায় পরানো সম্ভব হলো না।

অর্থাৎ- তার শরীরের বৃদ্ধি এতটাই হয়েছিল যে পূর্বের মাপের বস্ত্র বা গলার অলংকার আর মানিয়ে যেত না।

মানুষ যখন ষোলো বছর বয়সে পৌঁছায়, তখন তাকে "তরুণ (شابّ)" বলা হয় –এ অবস্থা চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত থাকে।

এরপর তাকে বলা হয় "মধ্যবয়স্ক (كهل)", যা ষাট বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তারপর তাকে বলা হয় "বৃদ্ধ (هرِم)" এবং এ অবস্থাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকে।

তবে এ বয়সসীমাগুলো কোনো চূড়ান্ত বা সর্বসম্মত নির্ধারণ নয় এবং এগুলো কোনো ঘরের পাথরের দেয়ালের মতো স্পষ্ট সীমারেখাও নয়; বরং এগুলো হলো আনুমানিক মানদণ্ড– যেমন- নকশায় আঁকা দৈর্ঘ্য-প্রস্থের রেখা, যা কেবল দিকনির্দেশ দেয়।

এই কারণে, তরুণকাল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কখনও কখনও তরুণ হওয়ার আগের পর্যায় নিয়েও আলোচনা করা হয়; কারণ এই ধাপগুলোর মধ্যে স্পষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক এবং গভীর বন্ধন দেখা যায়।

তরুণদের প্রতি মনোযোগের রহস্য : সংখ্যার দিক থেকে তরুণেরা উম্মাহর মোট জনগোষ্ঠীর ৬০% গঠন করে। আর গুণগত দিক থেকে তারা উম্মাহর স্পন্দিত হৃদয়, তার অগ্রসর শক্তি এবং তার রক্ষাকবচ।

উম্মাহ যখন অন্ধকারে ঢেকে যায়– তরুণরাই তার প্রভাতের আলোকরশ্মি।

যখন বিপদ কঠিন হয়ে ওঠে– তরুণরাই তার তলোয়ার, তার শক্তির সহায়ক।

তরুণরা উম্মাহর সঞ্চিত ধন, তার মূল্যবান সম্পদ, তার স্বপ্নের ভাণ্ডার, তার বিশ্বাসের কেন্দ্র এবং তার আশার ঠিকানা।

যদি তুমি সত্যের দৃষ্টিতে তরুণ বয়সের সময়কালকে দেখো, তবে দেখবে– এ সময়টি হলো প্রভাব বিস্তার ও প্রভাব গ্রহণের, দান ও আত্মোৎসর্গের সময়।

কারণ, যখন আমরা তরুণদের গড়ে তুলি, তখন আমরা তাদের প্রতিভাকে বিনিয়োগ করি, তাদের শক্তিকে জাগ্রত করি এবং সেগুলোকে নির্মাণ-সৃজন, উন্নয়ন ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে ব্যবহার করি।

এ সময়টি হলো জরুরি দিকনির্দেশনা, সঠিক পথনির্দেশ, চোখ খুলে দেওয়া জ্ঞান এবং যত্ন ও পরিচর্যার সময়।

এ সময়েই স্থাপিত হয় ভিত্তির পাথর– আর ভিত্তি যত মজবুত হবে, ততই নির্মাণ হবে শক্তিশালী, মাথা তুলে দাঁড়ানো, উঁচু-দীর্ঘস্থায়ী।

আর ভিত্তি যদি দুর্বল হয়, তবে নির্মাণও হবে ভঙ্গুর; সামান্য বাতাসের ঝাপটা বা সামান্য বৃষ্টির ছিটায়ই তা ভেঙে পড়বে, ধসে যাবে।

সুতরাং এটি এমন একটি সময়– যার পরবর্তী ধাপ রয়েছে; একটি পর্যায়– যার ভবিষ্যতের উপর গুরুতর প্রভাব রয়েছে: তা নেতিবাচক হোক বা ইতিবাচক, সৎ হোক বা অসৎ, উন্নতির দিকে হোক বা পতনের দিকে। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আমরা আমাদের মহান রাসূল

(ﷺ)-কে দেখি এই সময়টির সঠিক সদ্ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহিত করতে। তিনি বলেন :

اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك.

"পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটির আগে কাজে লাগাও : বার্ধক্যের আগে তোমার যৌবন, অসুস্থতার আগে তোমার সুস্থতা, দারিদ্র্যের আগে তোমার ধন-সম্পদ, মৃত্যুর আগে তোমার জীবন এবং ব্যস্ততার আগে তোমার অবসর" এবং আমরা তাঁকে দেখি যুবকদের নির্দেশ দিচ্ছেন এমন সব কিছুর দিকে, যা তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করে, শক্তি ধরে রাখে এবং চরিত্রকে সংরক্ষণ করে। তিনি বলেন,

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة- المقدرة على الزواج والقيام بواجباته الحسية والمعنوية- فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

"হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে অর্থাৎ- বিয়ের হক্ব পূরণ করার শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা, সে যেন বিবাহ করে। কেননা এটি দৃষ্টি সংযত রাখার জন্য অধিক সহায়ক এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করার জন্য আরো অধিক নিরাপদ। আর যে ব্যক্তি সক্ষম নয়, তার উচিত রোযা রাখা; কারণ রোযা তার জন্য ঢালস্বরূপ (শহওয়াকে দমনকারী)।"

অর্থাৎ- রোযা তাকে অশ্লীলতা ও গুনাহ থেকে রক্ষা করবে।

তিনি [নবী (ﷺ)] যুবকদের উদ্দেশে এই মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন– কারণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির টানে তাদের এ বিষয়ে প্রবল প্রয়োজন থাকে। তাছাড়া এই কৈশোর-যৌবনের প্রারম্ভিক বয়সে তারা শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য বেশি উপযোগী; পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণে বেশি প্রস্তুত থাকে। তাই যদি তারা এমন কাউকে পায়, যে তাদের হাত ধরে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়– তারা তাকে অনুসরণ করে এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী 'আমল করে।

এ কারণেই আমরা যুবকদের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ দেখাই, তাদের যত্ন করি, তাদের সঠিকভাবে লালন-পালন করি, যাতে তারা তাদের মহৎ লক্ষ্য ও সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যের দিকে সুরক্ষিতভাবে এগিয়ে যেতে পারে; চিন্তাগত বিপথগামিতা, চরিত্রগত অধঃপতন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা থেকে যেন রক্ষা পায়।

কিন্তু যদি আমরা তাদের অবহেলায় ফেলে রাখি– যত্ন-পরিচর্যা ছাড়া, দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধান ছাড়া, তবে তাদের সত্তা দুর্বল হয়ে পড়বে, তাদের শক্তি ও সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের ক্ষতি ও বিপদ আরো ছড়িয়ে পড়বে। তখন তারা যেন আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে; অনুগ্রহের বদলে পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে যাবে; দান ও অনুগ্রহের উৎসের বদলে বিপদ ও দুর্যোগে পরিণত হবে।

আজ আমাদের যুবসমাজ এক ভয়ংকর মানসিক-বুদ্ধিবৃত্তিক ঔপনিবেশিক আক্রমণের মুখোমুখি –যা তাদের ঈমানকে দুর্বল করতে, দৃঢ় অবস্থান নড়বড়ে করতে এবং তাদের সত্তাকে বিলিয়ে দিতে চায়। তাই অবশ্যই প্রয়োজন তাদের সেই শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা, যা এই আক্রমণের হৃদয়ে আঘাত হানতে পারে।

শত্রুরা যখন সামরিকভাবে আমাদের পরাস্ত করতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা মানসিক-বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে আমাদের আক্রমণ শুরু করল। কিন্তু যদি উম্মাহ জেগে ওঠে, তাদের সামর্থ্য সচল হয় এবং যুবসমাজকে প্রস্তুত করা যায়, তাহলে চিন্তাগত আগ্রাসনের পরিণতিও সামরিক আগ্রাসনের মতোই হবে– লজ্জাজনক পরাজয় ও ধ্বংস।

যদি তারা যুবকদের জন্য নাচ-গানের ক্লাব তৈরি করে, তবে আমরা তাদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করব।

যদি তারা সংগীতের আসর আয়োজন করে, আমরা তাদের জন্য রাতের প্রশিক্ষণ-চক্র ও আত্মশুদ্ধির কাতেবা (ক্লাস/দল) গড়ে তুলব, যাতে তারা রাতের বেলায় 'ইবাদতে নিমগ্ন সন্ন্যাসী, আর দিনের বেলায় দৃঢ়চিত্ত সাহসী সৈনিক হতে পারে।

যাতে তারা লালসা-বিলাসের গান-বাজনার বদলে যুদ্ধ ও শক্তির রণধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে।

যাতে তারা জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে বেশি ভালোবাসে অর্থাৎ- মৃত্যুকে ভয় না করে সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকে।

যাতে তারা সময় নষ্ট না করে; বরং শত্রুকে মোকাবিলা করে জয় লাভ করে।

এভাবেই আমরা শত্রুর কৌশলের মোকাবিলা করব আরো প্রজ্ঞাবান কৌশলে তাদের আক্রমণের জবাব দেব এমন প্রতিরক্ষা দিয়ে যা আমাদের যুবকদের সর্বোত্তম সুরক্ষা দেবে এবং তাদের 'আক্বীদাহ্ ও ইসলামী পরিচয়কে অটুট রাখবে।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

সলাত অমান্য ও অবহেলাকারী

-হাফেয মুহাম্মদ আইয়ূব★

[প্রথম পর্ব]

সলাতের (নামাযের) গুরুত্ব

'সলাত' 'আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দু'আ, তাসবীহ, রহমাত, কামনা, ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), দয়া ইত্যাদি[৫৮] শারী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট রুকন ও যিক্‌রসমূহকে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে আদায় করাকে সলাত বলা হয়।

ঈমান ছাড়া অন্য চারটি রুকনের (ভিত্তির) মধ্যে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন। সলাতকে দ্বীনের খুঁটি বলা হয়েছে। খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর হয় না সেরূপ সলাত ছাড়াও দ্বীন পরিপূর্ণ হয় না। সলাতের ফারযিয়্যাতকে অস্বীকার করলে কাফির বলে গণ্য হবে। সলাত আদায় করাই মু'মিন ব্যক্তির ঈমানের নিদর্শন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা এ উম্মাতের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾

"তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ আবৃত্তি করো এবং যথাযথভাবে সলাত আদায় করো, নিশ্চয় সলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَ اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ﴾

"তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।"[৬০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন : 'আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য হলো সলাত, অতএব যে সলাত ছেড়ে দিলো সে কুফ্‌রী করল।'[৬১]

● আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফর্‌য হয়েছিল। পরে তা কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। আপনার জন্য এ পাঁচ ওয়াক্তের সাওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই সমান।[৬২]

● কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সলাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি তা যথাযথ হয়, তবে সে সফল হলো এবং মুক্তি পেল। যদি তা গড়বড় হয় তবে সে ধ্বংস হলো ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো।[৬৩]

● যে ব্যক্তির 'আসরের সলাত ছেড়ে দিলো তার 'আমল বিনষ্ট করল।[৬৪]

● নবী (ﷺ) আরো বলেছেন : মানুষের সাথে সংগ্রাম করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা স্বীকার করে নেবে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল আর তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করে।[৬৫]

● আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন : **(১)** তুমি মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ড বিখণ্ড করা হয় বা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়, **(২)** ইচ্ছা করে কোনো ফর্‌য সলাত ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফর্‌য সলাত ত্যাগ করবে তার উপর থেকে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাবে, **(৩)** মদ পান করবে না। কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি।[৬৬]

● 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ 'আমল মহান আল্লাহর অধিক প্রিয়? তিনি বলেন : ওয়াক্তমতো সলাত আদায় করা, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[৬৭]

সলাতের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَ الَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ ... وَ الَّذِیْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

★ *সভাপতি, আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা, বংশাল।*

[৫৮] *ইসলামী বিশ্বকোষ- ২৪ খণ্ড, ২য় ভাগ, ১১১ পৃ., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ছাপা।*

[৫৯] *সূরা আল-'আনকাবূত : ৪৫।*

[৬০] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ৪৫।*

[৬১] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৬৪, সহীহ।*

[৬২] *জামি' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৩, সহীহ।*

[৬৩] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৬৬, সহীহ।*

[৬৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৩।*

[৬৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৫।*

[৬৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০৩৪, হাসান।*

[৬৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫২৭।*

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ۝ اُولٰٓـئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝

"মু'মিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সলাতে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়, ... আর যারা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সলাতে যত্নবান তারাই হবে ফিরদাউসের অধিকারী যাতে ওরা চিরস্থায়ী থাকবে।"[৬৮]

সলাত ইসলামের স্তম্ভসমূহের দ্বিতীয় স্তম্ভ। দু' সাক্ষ্য (কালিমা) দাস ও তার রবের মাঝে এক সেতুবন্ধন। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন : মু'মিন সলাত আদায়কালে তার রবের সাথে কথা বলে[৬৯]। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আমার ও আমার বান্দার মাঝে সলাতকে দু' ভাগে ভাগ করেছি। আমার বান্দা তা-ই পায় যা সে প্রার্থনা করে। সুতরাং বান্দা যখন বলে, সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা আমার গুণগান বর্ণনা করল। বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করল। বান্দা যখন বলে আমরা তোমারই 'ইবাদত করি এবং তোমারই নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে এবং আমার বান্দার জন্য তা-ই যা সে কামনা করে। বান্দা যখন বলে আমাকে সরল পথপ্রদর্শন করো তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, তাদের পথ নয় যারা ক্রোধভাজন এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য এবং তার জন্য তা-ই যা সে প্রার্থনা করে[৭০]।

সলাতে বিনীত অন্তরকে উপস্থিত রেখে সলাতকে হিফাযত ও সযত্ন করা। যা জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়ার এক হেতু।

সলাত মু'মিনের অন্তরে প্রফুল্লতা ও চক্ষুর শীতলতা। নবী (ﷺ) বলেন, সলাতে আমার চক্ষু শীতলতা করা হয়েছে।[৭১]

সলাতের শিক্ষা

১) আল্লাহর ভয় ও তাঁর হুকুম মানার মানসিকতা সৃষ্টি : মুসলিম তার সকল কাজ-কর্ম ফেলে সলাত আদায় করতে চলে যায় বা দাঁড়িয়ে যায়, কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশের জন্য যদিও কেউ তাকে মারধর করছে না। অর্থাৎ- শুধু আল্লাহর ভয়ে সে এটা করছে। প্রতিদিন পাঁচবার মুসলিমদের অন্তরে আল্লাহর ভীতি এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিতে চায় যে, তারা যেন তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ করার সময় এই আল্লাহ ভীতিকে সামনে রাখে, অর্থাৎ- আল্লাহ অখুশি হন এমন কোনো কাজ সে করবে না এবং খুশি হন এমন সব কাজ সে করবে।

২) পর্দার শিক্ষা : পর্দা করা ইসলামী জীবন বিধানের একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। সলাতে সতর ঢেকে রাখার বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন পাঁচবার এ ফরয কাজটির কথা মুসলিম নর-নারীদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

৩) সময়জ্ঞান : পাঁচ ওয়াক্ত সলাত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করতে হয়। এই সময় বেঁধে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের সময় জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন।

৪) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, কর্মস্থান, পরিবেশ ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দিচ্ছেন। শরীরের খোলা থাকা স্থানগুলো ওযূর মাধ্যমে দিনে পাঁচবার পরিষ্কার করার এক অপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫) শরীর সুস্থ ও সবল রাখা : আল্লাহ তা'আলা তো সলাতের সময় শুধু কোনো একটি অবস্থায় (দাঁড়ানো, সাজদাহ্ বা রুকূ' ইত্যাদি) থেকে, দু'আ কালাম পড়ে সলাত শেষ করতে বলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি হাত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা, মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে রুকূ' ও সাজদাহ্ এবং ঘাড় ফিরিয়ে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে সলাত আদায় করতে বলেছেন। সাজদার প্রধান শিক্ষা মহান আল্লাহর সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ হলেও চিন্তা করে দেখুন, সলাতের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির একটা শিক্ষা হচ্ছে শরীরচর্চা শিক্ষা। কী কী অঙ্গভঙ্গির দিকে শরীর চর্চার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, সলাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাও শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা চান মুসলিমরা প্রতিদিন সলাতের বাইরেও কিছুক্ষণ যেন শরীর চর্চা করে। এতে তাদের শরীরের রোগ-ব্যাধি অনেক কম হবে।

---

[৬৮] *সূরা আল-মু'মিনূন :* ১-১১।
[৬৯] *সহীহুল বুখারী- হা.* ৩৯৬।
[৭০] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা.* ৯০৯, *সহীহ।*
[৭১] *মুসনাদ আহমাদ-* ৩/১২৮, ১৯৯, ২৮৫ *পৃ., সুনান আন্ নাসায়ী-* ৭/৬১ *পৃ., আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

৬) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ পালন : সলাতের বিধানসমূহকে ফর্‌য, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব- এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিয়ম হচ্ছে, ফার্‌যে ভুল হলে সলাত হবে না। ওয়াজিবে ভুল হলে সাহু সাজদাহ্ দ্বারা তা না শুধরালে সলাত হবে না। সুন্নাতে ভুল হলে সারতে হবে তবে একটু দুর্বল হবে, মুস্তাহাবে ভুল হলে সলাতের কোনো ক্ষতি হবে না।

৭) সামাজিক সাম্য তৈরি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধন : একজন মুসলিম দিনে পাঁচবার জামা'আতে সলাতের সময় তার বংশ, ভাষা, গায়ের রং, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি পরিচয় ভুলে গিয়ে তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে এক লাইনে কাঁধে কাঁধ পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময়ে মনিবের পাশেই তার ভৃত্য দাঁড়াতে পারে বা মনিবের মাথা যেয়ে লাগতে পারে সামনের কাতারে দাঁড়ানো তার ভৃত্যের পায়ের গোড়ালিতে। এভাবে দিনে পাঁচবার বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলিমদের অন্তর থেকে বংশ, বর্ণ, ভাষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়ভিত্তিক অহঙ্কার সমূলে দূর করার অপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে। জামা'আতে সলাত সম্পাদন ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের অতি উজ্জ্বল বাস্তব নিদর্শন।

৮) সামাজিক শৃঙ্খলা : হাজার হাজার মুসলিমও যদি জামা'আতে সলাতে দাঁড়ায় তবুও তারা সোজা লাইনে দাঁড়িয়ে কী সুন্দর শৃঙ্খলার সঙ্গে তারা এ কাজটি করছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যেন মুসলিমদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা যেন তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি কাজ সুশৃঙ্খলভাবে করে।

সলাতের উপকারিতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

"প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের সলাতে যত্নবান তারাই হবে ফিরদাওসের অধিকারী যাতে ওরা চিরস্থায়ী থাকবে।"[৭২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : পাঁচ ওয়াক্ত সলাত এবং এক জুমু'আর সলাত থেকে পরবর্তী জুমু'আর সলাত তার মাঝখানে সংঘটিত (ছোটখাট) গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যায়; তবে শর্ত হলো কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।[৭৩]

● ইবনু মুহাইরীয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফর্‌য করেছেন। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবে এবং এগুলোর মধ্যে কোনো সলাতকে অবজ্ঞাভরে ধ্বংস করবে না, তার জন্য মহান আল্লাহর এই ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৭৪]

● আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন : তোমরা বলো তো যদি তোমাদের দরজার সন্নিকটে একটি নদী থাকে যাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার (দেহে) কি কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে? সকলে বলল, তার কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি (ﷺ) বলেন : অনুরূপই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের উপমা। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পাপরাশিকে মুছে ফেলেন।[৭৫]

● ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি কাল মহান আল্লাহর সাথে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে আনন্দবোধ করে তার উচিত আহ্বান করার (আযানের) সাথে সাথে ঐ সলাতগুলোর হিফাযত করা। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য বহু হিদায়াতের পথ ও আদর্শ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ঐ সলাতগুলো হিদায়াতের পথ ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের স্বগৃহে সলাত আদায় করে নাও যেমন ঐ পশ্চাদগামী তার স্বগৃহে সলাত আদায় করে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও ত্বরীক্বাহ্ বর্জন করলে তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন ওযূ করে এই মসজিদসমূহের কোনো মসজিদের প্রতি (যেতে) প্রবৃত্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক পদক্ষেপের পরিবর্তে একটি করে নেকি লিপিবদ্ধ করেন এর দ্বারা তাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করেন ও এর দ্বারায় তার একটি পাপ হ্রাস করেন।[৭৬]

● 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত সলাত,

---

[৭২] *সূরা আল মু'মিনূন : ১-৩।*

[৭৩] *জামি' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৪, সহীহ।*

[৭৪] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪০১, সহীহ।*

[৭৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫২৮।*

[৭৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৭৪।*

যা আল্লাহ তা'আলা ফর্য করেছেন, যে ব্যক্তি এ সলাতের জন্য ওযূ ভালোভাবে করবে, ঠিক সময়ে তা আদায় করবে, এর রুকূ' ও খুশুকে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্য মহান আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাকে মাফ করে দেবেন। আর, যে এভাবে সলাত আদায় করে না, তার জন্য মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নেই। চাইলে তিনি মাফ করে দিতে পারেন আর চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন।[৭৭]

● আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক শীতের সময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বের হলেন। তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের দু'টি ডাল ধরলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, তিনি তখন আমাকে ডাকলেন, হে আবূ যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, মহান আল্লাহর কোনো মুসলিম বান্দা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনে যখন সলাত আদায় করে, তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ল।[৭৮]

সলাতের দুনিয়াবী উপকারিতা

রাসূল (ﷺ) যখন কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, সলাতের মাধ্যমে সাহায্য নিতেন।[৭৯]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন : সলাত আদায় করলে– ১) রিয্ক বৃদ্ধি করে, ২) সুস্থতা নিয়ে আসে, ৩) কষ্ট দূর করে, ৪) অন্তরকে মজবুত করে, ৫) চেহারা উজ্জ্বল করে, ৬) নাফসকে আনন্দিত করে, ৭) অলসতা দূর করে, ৮) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সজীব করে, ৯) শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করে, ১০) বক্ষকে প্রশস্থ করে, ১১) অন্তর আলোকিত করে, ১২) নিয়ামতের সংরক্ষণ করে, ১৩) আল্লাহ তা'আলার রাগকে মিটিয়ে দেয়, ১৪) বরকত নিয়ে আসে, ১৫) শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করে, ১৬) দয়াময় মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করে।[৮০]

হে আমার ভাই ও বোনেরা! আপনি একটু ভেবে দেখুন, আপনি কেমন মহান ফযীলাত অর্জনের মাধ্যমে সম্মানের অধিকারী হয়েছেন : ১) আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। ২) আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। ৩) শয়তানের ধোকা থেকে সংরক্ষিত থাকবেন। ৪) কিয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের অধিকারী হবেন। ৫) জান্নাতে বাসস্থান পেয়ে যাবেন। ৬) প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে গুনাহ মাফ এবং মর্যাদার অধিকারী হবেন। সুতরাং এর চেয়ে বেশি আর কি চান আপনি?

এছাড়াও মহান আল্লাহর সাহায্য, সহানুভূতি ও অনুকম্পা লাভ করা যায়। দিবস-রজনীতে পাঁচবার সলাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের সাথে বান্দার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সলাতে সূরা আল-ফাতিহাহ্ পাঠের মাধ্যমে আমাদের জীবনে যা কিছু চাওয়া-পাওয়া তা মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করি। আর বান্দার জীবনে যা সর্বাধিক প্রয়োজন তা হলো জীবন চলার পথে সঠিক রাস্তা পাওয়া। এটাই হলো হিদায়াত। আর এ হিদায়াতের বদৌলতে সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত নিয়ামত পেয়ে ধন্য হয়।

সলাত মানুষকে সব রকম নোংরামী ও অপ্রিয় কাজ হতে দূরে রাখে। সলাতে মহান আল্লাহর কাছে রুকূ', সাজদাহ্ এবং দু' সাজদার মধ্যবর্তী পঠিতব্য আবেদনমূলক দু'আসমূহের কারণে দিনে-রাতে কৃত ভুলের পাপরাশি ঝরে যায়। যে পাপের জগদ্দল পাথর তার ঘাড়-মাথা নুইয়ে দিয়েছিল, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের সলাতে সে বোঝা শূন্য ও হালকা মুক্ত হয়ে যায়। তেমনি পাপের আগুনে তার জ্বলন্ত পোড়া হৃদয় সলাতের অমীয় ধারায় শান্ত-শীতল হয়, যেমন খাঁ খাঁ রোদের গরম তাপে পথিকের ওষ্ঠাগত প্রাণ ঝলসে যায় এবং সে স্রোতস্বিনীর শীতল পানিতে অবগাহন করে তাপ জ্বালা নিবারণ করে। সংসার জীবনের অশান্তি, মনের হা-হুতাশ, সমস্যা সঙ্কুল দুনিয়ার উত্তপ্ত হাওয়া নির্বাপিত হয় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের বিনিময়ে। ফলে সে সকল ধকলমুক্ত হয়, আত্মতৃপ্তিতে তার অন্তর প্লাবিত হয় এবং চোখ জুড়িয়ে যায়। এটাই হলো সলাতের হাক্বীক্বাত বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।[৮১]

[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]

---

[৭৭] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫২৫, সহীহ।*
[৭৮] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৭৬, হাসান।*
[৭৯] *সুনান্ আবূ দাঊদ- হা. ১৩১৯৯।*
[৮০] *যাদুল মা'আদ- ইবনুল কাইয়্যূম (রহিমাহুল্লা-হ)।*
[৮১] *রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাত এবং 'আক্বীদাহ্ ও জরুরি সহীহ মাসআলা- আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নাদিয়াভী (রহিমাহুল্লা-হ), ৭৯-৮০ পৃ.।*

কবর যিয়ারতের সঠিক নিয়ম ও কবরস্থানে নিষিদ্ধ কার্যাবলী

–জান্নাতুল মহল★

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

দৈনন্দিন জীবনে-জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়-মৃত্যু। এই মৃত্যু হতে পারে আপনার অথবা আপনার আপনজন থেকে শুরু করে দূরের কোনো আত্মীয় বা পরিচিত বা অপরিচিত কারো। প্রতিদিন কবরস্থানে অসংখ্য মানুষ কবর যিয়ারতে যায়। আবার এমন রাস্তা অতিক্রম করছেন– যার পাশেই কবরস্থান। কি করবেন তখন?

আসুন, কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জেনে নেই– কবর যিয়ারতের সঠিক নিয়ম। যিয়ারত মানে দর্শন। কবর যিয়ারত করা জায়িয। কিন্তু তা করতে হবে শরীয়তসম্মতভাবে। কবরস্থানে শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা কবর তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করাবে।[৮২]

পুরুষদের মতো মহিলাদের কবর যিয়ারত করা জায়িয (যদি তারা সেখানে গিয়ে সরবে কান্নাকাটি না করে)। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার ভাই আব্দুর রহমান ইবনু আবূ বাকারের কবর যিয়ারত করেছেন। এছাড়া রাসূল (ﷺ) ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে কবর যিয়ারতের দু‘আ শিখিয়ে দিয়েছেন।[৮৩]

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং দু‘আর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির উপকার করা। নবী (ﷺ) তার সাহাবীদেরকে কবর যিয়ারতের সময় নিম্নে উল্লেখিত দু‘আ শিক্ষা দিতেন–

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ".

উচ্চারণ : আস্‌সালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু’মিনিনা ওয়াল মুসলিমিনা ওয়া ইন্না ইন্‌শা-আল্লাহ বিকুম লাহিকুন। নাস আলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল ‘আফিয়াহ। **অর্থ :** হে কবরবাসী মু’মিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমরাও ইন্‌শা-আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমরা মহান আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।[৮৪]

অতঃপর কবরস্থানে মৃতব্যক্তির জন্য একাকী দু’হাত তুলে দু‘আ করা জায়িয (‘আয়িশাহ্ [রাযিয়াল্লাহু আনহা]’র হাদীস)।[৮৫]

তবে কবরের সামনে সলাত আদায়ের মতো দু’হাত বাঁধা নিষেধ।

যিয়ারতের সময় দু’হাত তুলে কবরস্থ ব্যক্তির জন্য দু‘আ করা বৈধ, তবে কাবার দিকে মুখ ফিরাতে হবে। যেমন- সলাত কবরমুখী হয়ে আদায় করা যায় না তেমনই দু‘আও কবরমুখী হয়ে আদায় করা যায় না।[৮৬]

কিন্তু দু‘আর পর হাত মুখে মুছা যাবে না। চার মাজহাবের ইমামগণের ঐক্যমতে দু‘আ করার সময় কিবলামুখী হয়েই দু‘আ করতে হবে। এমনকি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দু‘আ করার সময় কিবলামুখী হয়ে দু’হাত তুলে দু‘আ করতে হবে। কবরের দিকে মুখ করে দু‘আ করা যাবে না।[৮৭]

কবরের কাছে যা করা নিষেধ

কবরস্থ ব্যক্তির কাছে দু‘আ চাওয়া এবং আল্লাহ ব্যতীত তার কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা তার নামে কুরবানী করা এবং তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা দেওয়া ইত্যাদি নিষেধ। কবর ধরা, স্পর্শ করা এবং তাকে চুমু খাওয়া নিঃসন্দেহে শিরক ও বিদ’আত। কবর যিয়ারতের সময় কুরআন পড়া নিষেধ।[৮৮]

★ দাঈ‘ ও প্রশিক্ষক, ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প।

[৮২] সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : জানাযা।

[৮৩] সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : জানাযা, হা. ২৩০১; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৭৬৭।

[৮৪] সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : জানাযা, হা. ১০৪/৯৭৫।

[৮৫] সহীহ মুসলিম- হা. ৯৭৪; মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৪০৯১।

[৮৬] সহীহ আবূ দাউদ; সহীহ ইবনু মাযাহ্; মিশকা-তুল মাসা-বীহ।

[৮৭] সহীহ আবূ দাউদ।

[৮৮] সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; সুনান আবূ দাউদ।

প্রত্যেক কবরস্থানে লেখা থাকে তিনবার সূরা আল ফাতিহাহ্, সূরা আল-ফালা-ক্ব, সূরা আন্-না-স, দরুদ পড়া ইত্যাদি। যা পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৮৯]

কারণ, তা কবরবাসীর কোনো উপকার করে না। অর্থের দিকে খেয়াল করুন। এবার আপনিই বলুন– এই সূরা কবরবাসীর না জীবিত ব্যক্তির?

কবরস্থানে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করা সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তা জাল।[৯০]

কবরস্থানে জুতা পরে চলাফেরা করা বৈধ নয়।[৯১]

রাসূল (ﷺ) কবরে চুনকাম করতে, তার উপর লিখতে এবং তাকে পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন।[৯২]

গুল্ম (কাণ্ডহীন গাছ), গোলাপ, ফুলের তোড়া কোনো কিছু কবরে রাখা ও নিরবে দাঁড়িয়ে থাকা শরীয়তসম্মত নয়। নিরবে ও বিনয়ের সাথে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য দাঁড়াবার নির্দেশ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

"তোমরা সলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।"[৯৩]

এরূপ ফুলের তোড়া দেওয়ার রীতি আমাদের মাঝে এসেছে খ্রিষ্টান, ইয়াহুদি অথবা হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় সস্কৃতি থেকে যা ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ, এতে কবরবাসীর কোনো উপকার হয় না বা আপনারও কোনো উপকার হয় না।

কবরের পাশে যা করা হারাম

১. কবরের পার্শ্বে মহান আল্লাহর নামে যবেহ করা।[৯৪]

২. কবর উঁচু করা। কবর হতে বের করা মাটি ছাড়াও অন্য মাটি এনে কবর উঁচু করা।

৩. কবরে প্লাষ্টার করা, চুন বা রং দেওয়া।

৪. কবরের উপর লেখা (নেম প্লেট বসানো)।

৫. কবরের উপর ঘর বানানো বা মসজিদ বানানো।[৯৫]

৬. কবরের উপর বসা।[৯৬]

৭. কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সলাত আদায় করা, কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'হাত তুলে দু'আ করা। কারণ, একমাত্র মহান আল্লাহর নির্দেশিত কিবলার দিকে মুখ করে 'ইবাদত করতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, দু'আ 'ইবাদত'।[৯৭]

৮. কবরস্থানে সলাত আদায়, যদিও সেদিকে মুখ ফিরানো না হয়।[৯৮]

৯. কবরকে উৎসবের স্থান (মেলা, খাবারের দোকান) বানানো। বিভিন্ন সময় ও প্রসিদ্ধ মৌসুমে কবরে যাওয়া। যেমন- শবে বরাত বা ঈদের দিন বা শুক্রবার বা নির্দিষ্ট মৌসুমে ওরস করা ইত্যাদি। কারণ এতে কবরবাসীর কোনো উপকার হয় না। বিশেষ দিন কবরবাসির কোনো উপকারের দিন নয়।[৯৯]

১০. কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা।[১০০]

১১. কবরে বাতি, মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানো। যদিও তা অল্পও হয়, তবুও হারাম। কেননা, এটা দ্বারা স্থানীয় লোক বা গ্রামবাসী কেউই উপকৃত হয় না। কারণ, তা অপচয় এবং লোক দেখানো। এটা অগ্নিপুজকদের সাদৃশ্যমূলক কাজ।[১০১]

---

[৮৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৪০।*
[৯০] *তাফসীরে সালাবী; সিলসিলাহ য'ঈফাহ্- হা. ১২৪৬।*
[৯১] *সুনান আবূ দাঊদ; সুনান আন্ নাসায়ী; সুনান ইবনু মাযাহ্।*
[৯২] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৫২, সনদ সহীহ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৭০৯।*
[৯৩] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৩৮।*
[৯৪] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩২২২; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১২৬২০।*
[৯৫] *২-৫ ক্রমিকের এর উৎস– সহীহ মুসলিম- হা. ৯৭০; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২০২৭-২০২৯; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩২২৫; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৫৬২, ১৫৬৩; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৫২।*
[৯৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৯৭১; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩২২৮; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২০৪৪-২০৪৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৫৬৬।*
[৯৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৯৭২; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৫০; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৭৬০; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩২২৯।*
[৯৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩১৭; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৯২; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৭৪৫।*
[৯৯] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২০৪২; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৮৫৮৬।*
[১০০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৯৭; সহীহুল বুখারী- হা. ১১৮৯; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৭০০।*
[১০১] *সুনান আন্ নাসায়ী ও ইবনু খুযাইমাহ্ বর্ণনা করেছেন।*

১২. কবরের হাড় ভাঙ্গা।[১০২]

১৩. কবরে মানত করা, কবরে সিন্নি দেওয়া, কবরে টাকা-পয়সা দেওয়া, রাস্তায় চলমান গাড়ী থামিয়ে কবরে টাকা দেওয়া। কারণ, কবরে শায়িত কোনো ব্যক্তির কোনোই ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর।

﴿إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"[১০৩]

১৪. কবরে শায়ীত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া।[১০৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ﴾

"তুমি কি জানো না যে, আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব সেই আল্লাহরই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।"[১০৫]

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"[১০৬]

﴿أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

"যেখানেই তোমরা অবস্থান করো, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"[১০৭]

সমাজে প্রচলিত কিছু বিদ'আত, যা করা ঠিক না

১. কবরের কাছে শোক-সভা করা বা শোক প্রকাশ করা।

২. শোক পালনের জন্য কোনো স্থানে একত্রিত হওয়া।

[১০২] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*
[১০৩] *সূরা আল-বাক্বারাহ্- হা. ১০৬, ১৪৮।*
[১০৪] *বিস্তারিত দেখুন– আহকামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম-কানুন- ১১৬ নং মাসআলা।*
[১০৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১০৭।*
[১০৬] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১০৬।*
[১০৭] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৪৮।*

৩. শারীয়ত নির্ধারিত সময়ের বাইরে শোক প্রকাশ করা। শারীয়ত নির্ধারিত সময় তিনদিন, স্ত্রীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে। তারপর যখন তাদের ইদ্দৎকাল পূর্ণ হবে, তখন তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বৈধভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত।"[১০৮]

৪. মৃত ব্যক্তির নিকট তিলাওয়াত করা।

মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াত কাকে শুনাবার জন্য?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ﴾

"তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারবে না, আর বধিরকেও আহ্বান শুনাতে পারবে না (বিশেষতঃ) যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।"[১০৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾

"আর এই যে, মানুষ যা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাছাড়া কিছুই পায় না।"[১১০]

তাহলে যে কুরআন পড়বে সে সওয়াব পাবে। সন্তান যখনি তিলাওয়াত করবে তার সওয়াব বাবা-মা পাবে। তবে মৃত্যুর পর সেই দিন তার জন্য উত্তম ক্ষমা চাওয়া ও দু'আ করা।

[১০৮] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৩৪।*
[১০৯] *সূরা আন্-নামল : ৮০।*
[১১০] *সূরা আন্-নাজম : ৩৯।*

৫. প্রতি শুক্রবার পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা (শুক্রবারে কল্যাণ আছে ভেবে)।

৬. চল্লিশা, কুলখানি, মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদি পালন করা। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত তার জন্য দু'আ করা উত্তম।

৭. দুই ঈদের দিন, রজব, শাবান ও রমাযান মাসে কবরস্থান যাওয়া (বিশেষ দিনের কল্যাণ আছে এই ভেবে)।

৮. কবরের সামনে সলাত আদায়ের মতো দুই হাত বেঁধে দাঁড়ানো।

৯. শাবান মাসের ১৫ তারিখে কবর যিয়ারত করা এবং তার পার্শ্বে বাতি জ্বালানো।

১০. কবর হতে বের করা মাটি ছাড়া অন্য মাটি এনে কবর উঁচু করা।

১১. কবরবাসীর মাধ্যমে মহান আল্লাহর ওসিলা (নৈকট্য) কামনা করা।

১২. কিছু মানুষের বিশ্বাস মৃতব্যক্তি যে স্থানে মারা গেছে সেখানে তার আত্মা উড়ে বেড়ায় –কখনোই না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾

"তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন, আর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।"[১১১]

তাহলে 'রূহ্' মানে জীবন, যে জীবন দান করে, আবার তা ফিরে যায় তার দিকেই। তাহলে তা আবার ফিরে আসে কিভাবে?

১৩. মৃতের দাফন না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারের পানাহার বর্জন করা।

১৪. একথা বিশ্বাস করা যে নবী ও সৎলোকদের কবরের নিকট দু'আ কবুল হয়।

১৫. মৃতকে দাফনের পূর্বে বা পরে অভিজাত দর্শকের কাছে নেয়া –কি লাভ তার দর্শনে?

১৬. কবরে পানি ছিটানো– কবর ঠাণ্ডা হবে ধারনায়। আসলে সাদাক্বাহ্ কবরকে ঠাণ্ডা রাখবে।[১১২]

১৭. দাফনের পর কবরের মাথার কাছে সূরা আল-ফাতিহাহ্ পাঠ এবং পায়ের কাছে সূরা আল-বাক্বারাহ্'র শুরু থেকে পাঠ করা ইত্যাদি।

[১১১] *সূরা ইউনুস : ৫৬।*
[১১২] *বাইহাক্বী।*

১৮. কাফনে দু'আ লেখা।

১৯. জানাযাকে সুসজ্জিত করা।

২০. কবরকে স্পর্শ করা চুমু দেয়া, পেট বা পিঠ লাগানো।

২১. মৃতব্যক্তির নখ বা নাভির নিচের চুল কাটা।

২২. ফুলের তোড়া বা ফুল দেওয়া অথবা মৃতব্যক্তির ছবি বহন করা। এটা সম্পূর্ণরূপে বিজাতীয় রীতি-নীতির অংশ, অন্ধ অনুকরণ যা ইসলাম সমর্থন করে না। আর এতে মৃত ব্যক্তির কোনো উপকার হয় না।

২৩. মৃত ব্যক্তি মর্যাদার প্রতীক, মৃতব্যক্তি দর্শনের প্রতীক– এমন তৈরি করা যাবে না।

২৪. আইস চেম্বারে লাশ না রাখাই উত্তম। এতে লাশের কষ্ট হয় এবং কারো কোনো উপকার হয় না। অনিষ্ট ছাড়া।

২৫. কবরের উপর ডাল পুতে দেওয়া বা ফুল রাখার কোনো বিধান শরীয়াতে নেই। এমন কাজ করার সাথে মৃতব্যক্তির কি উপকার থাকতে পারে?

২৬. যারা তার রুহের জন্য কুরআন পড়বে বা তাসবীহ পড়বে তাদের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করে যাওয়া বা দু'আর জন্য তাদেরকে অর্থ দিয়ে ক্রয় করা– এটা কতটা মুর্খতা?

২৭. মৃতের জন্য সূরা আল-ফাতিহাহ্ পাঠ করা, সূরা ইয়া-সীন পাঠ করা, এগারো বার সূরা আল-ইখলাস পাঠ করা।

২৮. কবরে রাখার সময় অথবা মাটি দেওয়ার সময় যে কুরআনের আয়াত পাঠ করা হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِيهَا نُعِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰ﴾

"মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব, আর তাথেকে তোমাদেরকে আবার বের করব।"[১১৩]

এই আয়াত পাঠ করা বিদ'আত।[১১৪]

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন।

[১১৩] *সূরা ত্ব-হা- : ৫৫।*
[১১৪] *দেখুন : আহকামুল জানায়িয- মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী।*

ক্বাসাসুল কুরআন

‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে আকাশে উত্তোলন

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সবচেয়ে নিকটতম নবী হলেন ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)। তিনি বানী ইসরা-ঈলের সর্বশেষ নবী। বানী ইসরা-ঈলের লোকেরা যখন মূসা (আলাইহিস সালাম) প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল, তাওহীদের পথ ছেড়ে শির্কের দিকে ধাবিত হতে লাগল তখন আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর গর্ভে তার জন্ম হয়। এজন্য মারইয়ামের সতীত্ব নিয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করলে আল্লাহ তা‘আলা শিশুপুত্র ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জবান খুলে দেন। মাতৃক্রোড়ে থেকেই ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর মায়ের সতীত্বের স্বীকৃতি দেন। আল্লাহ তা‘আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, “নিশ্চয়ই ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে পিতা ছাড়াই তিনি সৃষ্টি করেছেন”। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, “নিশ্চয়ই ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর উপমা মহান আল্লাহর নিকট আদম (আলাইহিস সালাম)-এর ন্যায় যাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন”। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, “নিশ্চয়ই ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর উপমা মহান আল্লাহর নিকট আদম (আলাইহিস সালাম)-এর ন্যায় যাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বলেছেন, হয়ে যাও। তখন তা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়”। ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট অহী আসার পর যখন তিনি তাওহীদের প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তখন বানী ইসরা-ঈলের কিছু সংখ্যক লোক তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাওহীদের পতাকাতলে শামিল হয়। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন, যার অনিবার্য বাস্তবতা হলো সত্যবিমুখ ও শির্কপন্থী বানী ইসরা-ঈলের লোকেরা ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সশস্ত্র অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজন ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কক্ষে প্রবেশ করে ইতোমধ্যে আল্লাহ তা‘আলা ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে আকাশে তুলে নেন এবং হামলাকারীদের একজনের চেহারাকে ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর চেহারার অনুরূপ করে দেন। তারা ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম) মনে করে তাকে আটক করে নিয়ে যায় এবং জনসম্মুখে শুলে চড়ায়। ষড়যন্ত্রকারীরা পরবর্তীতে নিজেদেরই এই নেতাকে খুঁজে না পেয়ে বিভ্রান্তি পতিত হয়। ফলে তারা কাকে হত্যা করেছে এ নিয়ে সংশয়ের মধ্যেই রয়ে গেল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَّقَوۡلِهِمۡ اِنَّا قَتَلۡنَا ... وَمَا قَتَلُوۡهُ يَقِيۡنًا ۞ بَلۡ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيۡهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيۡزًا حَكِيۡمًا ۞ وَاِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ ... عَلَيۡهِمۡ شَهِيۡدًا﴾ ۚ

“আর ‘আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম তনয় ‘ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি’ তাদের এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমনের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবেই এবং কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।”[১১৫]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ আসমানে তুলে নেন এটা সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ মত। ইয়াহুদীরা ঐ যুগের জনৈক কাফির বাদশাহর সাথে ষড়যন্ত্র করে তাকে যে নির্যাতন করতে চেয়েছিল, আল্লাহ তা থেকে তাকে মুক্ত করেন।

হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইসহাক বলেন, ঐ বাদশাহর নাম ছিল দাঊদ ইবনু নূরা। সে ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধ করার হুকুম দেয়। হুকুম পেয়ে ইয়াহুদীরা শুক্রবার দিবাগত শনিবার রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি কক্ষে ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে যখন হত্যার উদ্দেশ্যে তারা কক্ষে প্রবেশ করে তখন আল্লাহ তা‘আলা কক্ষে বিদ্যমান ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসারীদের মধ্য হতে একজনের চেহারাকে তাঁর চেহারার সদৃশ করে দেন এবং ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে আকাশে তুলে নেন। ইতিমধ্যে বাদশাহর রক্ষীরা কক্ষে প্রবেশ করে ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর চেহারা বিশিষ্ট ঐ যুবককে দেখতে পায়। তারা তাকেই ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম) মনে করে ধরে এনে শূলে চড়ায়। সাধারণ নাসারা, যারা ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি, তারা ইয়াহুদীদের ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে ক্রুশ বিদ্ধ করার দাবি মেনে নেয়। ফলে, তারাও সত্য থেকে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিভ্রান্তির অতল তলে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই জন্যে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, কিতাবীদের প্রত্যেকেই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে। অর্থাৎ- কিয়ামতের পূর্বে শেষ যুগে ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম) যখন পৃথিবীতে পুনরায় আসবেন তখন তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বে তখনকার সকল কিতাবীরাই তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনবে। কেননা তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে আসবেন এবং শূকর বধ করবেন, ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন কবুল করবেন না। ☒

---

[১১৫] *সূরা আন্-নিসা : ১৫৭-১৫৯।*

বিশেষ মাসায়িল

ইকামতের পর অথবা ফর্‌য সলাত চলাকালে সুন্নাত/নফল সলাত আদায়ের বিধান

–আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ

ভূমিকা : আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস্ সলাতু ওয়াস্ সালাম 'আলা রসূলিল্লাহ ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাইন, আম্মাদাব– সাধারণত আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে দেখা যায় ফর্‌য সলাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর অথবা ফর্‌য সলাত চলাকালীন সময়ে মানুষ সুন্নাত সলাত পড়তে থাকে। অন্যান্য সলাতের সময়ের চেয়ে ফজরের ওয়াক্তের সময় এর প্রবণতা বেশি দেখা যায়। দেখা যায় ফর্‌য সলাতের ইকামত চলছে এইদিকে কেউ সলাত আদায় করেই চলছে, কেউবা আবার ফর্‌য সলাত চলাকালিন সময়ে মসজিদে এসে আগে সুন্নাত সলাত আদায় করছে এরপর ফর্‌য সলাতে যোগদান করছে। এটা করতে গিয়ে কেউ এক রাকআত ফর্‌য মিস করতেছে, কেউবা ২য় রাকআতের শেষ বৈঠকে অংশগ্রহণ করছে। সম্ভবত এই ধারণাটি জন্ম নিয়েছে নিচের হাদীসকে কেন্দ্র করে **হাদীসে এসেছে–**

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

"আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) সলাত দুনিয়া ও তার সব কিছুর থেকে উত্তম।"[১১৬]

উপরোক্ত হাদীসের উপর গুরুত্ব দিতে গিয়েই ফর্‌য সলাত চলাকালীন সময়ে সুন্নাত পড়া হয়। কেননা এমন কোনো হাদীস তো নেই যে ফজরের সুন্নাত এতো গুরুত্বপূর্ণ যে তা ফজরের ফর্‌য বাদ দিয়ে হলেও পড়তেই হবে; বরং অন্যান্য সময়ে আমরা দেখি মসজিদগুলোতে লালবাতি জ্বালিয়ে রেখে মানুষকে সুন্নাত সলাত আদায় করা থেকে বিরত রাখা হয়, কিন্তু ফজরের সলাতের বেলায় তার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

ফর্‌য সলাতের ইকামত হয়ে গেলে অথবা ফর্‌য সলাত চলাকালীন সময়ে অন্য কোনো সুন্নাত বা নফল সলাত আদায় করা যাবে না এই মর্মে কতিপয় হাদীস ও নবী (ﷺ)-এর নিষেধাজ্ঞা।

হাদীস– ১ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ".

[১১৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৭৩।*

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন : ফর্‌য সলাতের ইকামত দেয়া হলে তখন উক্ত ফর্‌য ব্যতীত অন্য কোনো সলাত আদায় করা যাবে না।"[১১৭]

উপরোক্ত হাদীসে রাসূল (ﷺ) ফর্‌য সলাত চলাকালীন অন্য কোনো সলাত আদায় করতে সরাসরি নিষেধ করেছেন।

হাদীস– ২ :

قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكٌ ابْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) لَاثَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) "الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا".

"হাফ্‌স ইবনু আসিম (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মালিক ইবনু বুহাইনাহ নামক আয্‌দ গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে দু' রাক'আত সলাত আদায় করতে দেখলেন। তখন ইকামত হয়ে গেছে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন সলাত শেষ করলেন, লোকেরা সে লোকটিকে ঘিরে ফেলল। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন, ফজর কি চার রাক'আত? ফাজর কি চার রাক'আত?"[১১৮]

ইকামত হয়ে যাওয়ার পরেও ২ রাকআত সলাত আদায়কারীকে রাসূল (ﷺ) ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন ফজরের সলাত কি ৪ রাকআত?

হাদীস– ৩ :

عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ (ﷺ) رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ "أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا".

"ইবনু বুহায়নাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ফজরের সলাতের ইকামত দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, মুয়ায্‌যিন ইকামত দিচ্ছে আর সে লোকটি সলাত আদায় করছে। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি ফজরের (ফর্‌য) সলাত চার রাকআত আদায় করবে?"[১১৯]

[১১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৩১।*
[১১৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬৩।*
[১১৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৩৫।*

হাদীস– ৪ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فِيْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) قَالَ "يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا".

"'আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে আসলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সে সময় ফজরের সলাত আদায় করেছিলেন। লোকটি মসজিদের এক পাশে গিয়ে দু' রাকআত সলাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সলাতে শামিল হলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাম ফেরার পর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে অমুক! তুমি কোন দু' রাকআত সলাতকে ফর্‌য সলাতরূপে গণ্য করলে? একাকী যে দু' রাকআত আদায় করলে সে দু' রাকআতকে, না আমাদের সাথে যে দু' রাকআত আদায় করলে সে দু' রাকআতকে?"[১২০]

উপরোক্ত হাদীসে ফজরের ফর্‌য সলাত চলাকালীন সময়ে দূরে গিয়ে ২ রাকআত সুন্নাত পড়া ব্যক্তিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন সে কোনটাকে গণ্য করবে? তার নিজের পড়াটা নাকি রাসূলের সাথে পড়াটা? তার মানে দু'টির যে কোনো একটি গৃহীত হবে এবং আরেকটা বাতিল হবে।

হাদীস– ৫ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ (ﷺ) بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِيْ مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُوْلُ لَهُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) قَالَ قَالَ لِيْ "يُوْشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا".

"'আব্দুল্লাহ ইবনু মালিক ইবনু বুহাইনাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) সলাতরত এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন ফজরের সলাতের ইকামত হয়ে গেছে। তিনি তাকে কী যেন বললেন যা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সে সলাত শেষ করলে আমরা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমাকে কী বলেছেন? লোকটি বললো, তিনি আমাকে বললেন, অচিরেই তোমাদের কেউ ফজরে চার রাকআত (ফর্‌য) পড়বে।"[১২১]

উপরোক্ত হাদীসে রাসূল (ﷺ) ভবিষ্যৎ বাণী করছেন অচিরেই লোকেরা ফজরের ফর্‌য সলাত ৪ রাকআত পড়বে। এটি একটি ভয়ংকর হাদীস যার বাস্তবতা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। যারা ফর্‌য সলাত চলাকালীন সুন্নাত পড়ে তারপর ফর্‌যে অংশগ্রহণ করে তারাই মূলত ফজরের ২ রাকআত ফর্‌য সলাতকে ৪ রাকআত পড়ে।

এখন আমাদের কথা হলো যে তারা যদি নিজেদের জাহালতবশত হাদীস না জানার কারণে এমনটা করে তবে তারা হচ্ছে জাহেল, তাদের উচিৎ হবে জেনে তারপর 'আমল করা। তারা যদি উক্ত হাদীসগুলো জানার পরেও এমনটি করে শুধুমাত্র নিজেদের খেয়ালখুশি ও গোড়ামির কারণে তবে তারা হচ্ছে প্রবৃত্তি পূজারী এবং সীমালঙ্ঘনকারী। রাসূলের হাদীস অমান্যকারী।

আর যদি তারা উক্ত হাদীসগুলো অস্বীকার করে তবে তারা হচ্ছে হাদীস অস্বীকারকারী এবং হাদীস অস্বীকার করা হচ্ছে কুফ্‌র। আর উম্মতের ঐকমতে হাদীস অস্বীকারকারীরা কাফির। এখন এর সমাধান কি? কেউ যদি ফজরের ২ রাকআত সুন্নাত ফর্‌যের আগে পড়তে না পারে তবে তা কখন পড়বে? আলহামদুলিল্লাহ এর সমাধান রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসেই রয়েছে।

হাদীস– ১ :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত না পড়ে ঘুমিয়ে রইলেন। তিনি সূর্যোদয়ের পর তা পড়লেন।"[১২২]

হাদীস– ২ :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ".

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত (ফর্‌যের পূর্বে) আদায় করতে পারেনি সে সূর্য উঠার পর তা আদায় করবে।"[১২৩]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সংশোধন হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন, আমাদের ঈমান, 'আক্বিদাহ্ ও 'আমলকে পরিশুদ্ধ করে দিন –আমীন। ⊠

[১২০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৩৬; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১১৫২।*
[১২১] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১১৫৩; বুখারী- হা. ৬৬৩; সহীহ মুসলিম- হা. ৭১১-২; আন্ নাসায়ী- হা. ৮৬৭; মুসনাদ আহমাদ- হা. ২২৪১৩, ২৭৭১২; আদ্ দারিমী- হা. ১৪৪৯।*
[১২২] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১১৫৫।*
[১২৩] *আত্ তিরমিযী- তাহকীককৃত, ৪২৩; সহীহাহ্- হা. ২৩৬১।*

নিভৃত ভাবনা

ফিলিস্তিনের কান্না

–মো. খশিউর রহমান বিন মো. মনসুর আলী*

ভোরের আযান তখনো শেষ হয়নি। হঠাৎ আকাশ কেঁপে উঠল বোমার ভয়াবহ শব্দে। মুহূর্তেই চারদিকে ধুলোয় ঢেকে গেল সবকিছু, আকাশ-জমিন কালো হয়ে গেল। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। মানুষের আর্তনাদ, শিশুদের কান্না, মায়েদের আহাজারি মিশে এক ভয়ংকর দৃশ্য তৈরি করল।

ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বসে আছে সাত বছরের এক ছোট্ট শিশু, নাম আহমাদ। তার চোখে আতঙ্ক, মুখে তৃষ্ণা ও ক্ষুধার ছাপ। কিন্তু বুকের ভেতর শক্ত করে চেপে রেখেছে একটি ছেঁড়া স্কুল ব্যাগ। ব্যাগে নেই কোনো বই, নেই কোনো খাতা, আছে শুধু একটি ছোট্ট কুরআন মাজীদ। সে তাকিয়ে খুঁজছে, তার মা কোথায়? তার ভাই-বোন কোথায়? হঠাৎ ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে একটি দুর্বল শব্দ ভেসে এলো "আল্লাহ... আল্লাহ... আল্লাহ..."। আহমাদ ছুটে গেল। দেখল তার ছোট বোন মারিয়াম ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। তার ছোট্ট হাত বেরিয়ে আছে, কাঁপছে। আহমাদ ছোট্ট হাতে ইট-পাথর সরাতে লাগল, চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। সে কাঁপা গলায় বলতে লাগল : মারিয়াম! ভয় পেয়ো না বোন, আমি আছি তো। আমি তোমাকে একা ছাড়ব না। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। তোমার কিচ্ছু হবে না।

কিছু মানুষ ছুটে এলো সাহায্য করতে। অবশেষে মারিয়ামকে টেনে বের করা গেল। কিন্তু সে তখনো অচেতন। আহমাদ বোনকে বুকে চেপে ধরে বলল :

আপু ও আপু আপুরে, উঠো না, কথা বলো! তুমি কেন ঘুমাচ্ছ? ওঠো, আমি তোমাকে স্কুলে নিয়ে যাব। ছুটি হলে দৌড়ে আসবো, উঠো না আপু উঠো।

চারপাশে মানুষের ঢল, তারা দারিয়ে এই দৃশ্য দেখছিল, তাদের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। থামাতে পারলো না অশ্রু বিসর্জন। কেউ তো হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। শহরের কোনো আলো নেই, শুধু আগুন আর ধ্বংসাবশেষ। ছোট্ট আহমাদ বোনকে কোলে নিয়ে বসে আছে। তখন একজন বিদেশি সাংবাদিক এগিয়ে এলো। সে ক্যামেরা তাক করে জিজ্ঞেস করল : তুমি কী চাও?

আহমাদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর চোখ মুছে বলল : আমি চাই, আমার মা যেন আর কাঁদে না। আমার নিষ্পাপ বোনটা যেন কথা বলে। আমার সহপাঠীরা আতঙ্কহীন জীবন ধারণ করবে।

প্রাক্তন শিক্ষার্থী, মাদরাসাতুল হুদা আল ইসলামিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ, ঠাকুরগাঁও।

আচ্ছা, তুমি ছবি তুলে কি করবে?!

আমি আমার বোনসহ সকাল হতে না খেয়ে বসে আছি। একফোঁটা পানি পর্যন্ত পায়নি আমরা।

সাংবাদিক বিস্কুট ও পানি দিয়ে বলল, এই নাও খাও। ক্ষুধার তাড়নায় দ্রুত সাবার করে বলতে আরম্ভ করল,

সাংবাদিক স্যার, আমরা কি কিছু অন্যায় অপরাধ করেছিলাম। আমরা কি তাদের কোনো ক্ষতি করেছিলাম। তাহলে কেন?! কেন আমাদের মতো অসহায় অবুঝ নিষ্পাপ শিশুরা এই অমানবিক নিষ্ঠুর নির্যাতন নিপীড়ন গণহত্যার শিকার হতে হচ্ছে? এর কি কোনো জবাব দিতে পারবেন?

সাংবাদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পৃথিবীর কোটি কোটি শিশু যেখানে খেলনা, খাবার, সুন্দর বাড়ির স্বপ্ন দেখে একটি অবুঝ শিশু শুধু চাইলো, তার মা যেন কাঁদে না, বোন যেন কথা বলার সুযোগ পায়, সহপাঠীরা যেন আতঙ্কিত জীবন থেকে মুক্তি পায়।

রাত গভীর হলো। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু আহতদের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। আহমাদ তখনো জেগে আছে। তার ছোট্ট হাতে ধরা কুরআন মাজীদ, বোনের মাথায় হাত রেখে সে ফিসফিস করে পড়ছে সূরা আল-ফাতিহাহ্। হঠাৎ এক বৃদ্ধ এসে তার মাথায় হাত রেখে বললেন : বাছা, ভয় পেয়ো না। আমাদের ঘর ভেঙে গেছে, কিন্তু আমাদের ঈমান কেউ ভাঙতে পারবে না। দুনিয়ার সব শক্তি সীমিত, কিন্তু মহান আল্লাহর দয়া অসীম। তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।

শিশুটির চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। সে দুই হাত তুলে দু'আ করল : "হে আল্লাহ! আমাদের ঘর ফিরিয়ে দিয়েন না; বরং জান্নাতে আমাদের জন্য আরো সুন্দর ঘর বানিয়ে দিন। আর আমাদেরকে একটু সস্তিতে বাঁচতে দিন। আমাদের মা বোনেরা যেন আর কখনো না কাঁদে।"

সেই দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবাই ভেঙে পড়ল। কারো চোখ শুকনো রইল না। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়ানো সেই শিশু সেদিন সবার শিক্ষক হয়ে গেল।

নৈতিকতার শিক্ষা : এই গল্প আমাদের শিখিয়ে দেয়, প্রকৃত শক্তি অস্ত্রে নয়, ধৈর্যে ও ঈমানে। ভালোবাসা মানে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পাশে থাকা। মানবতা মানে দুঃখ ভাগ করে নেওয়া, দয়া ও সহানুভূতি দেখানো। যখন দুনিয়ার বড় শক্তিধররা নীরব থাকে, তখন সেই ছোট্ট শিশুর অশ্রুই মানবতার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়কে নরম করুন, যেন আমরা অবুঝ শিশুদের কান্না শুনে জেগে উঠি। আমাদের শিখিয়ে দিন, নৈতিকতা মানে শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়; বরং দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ক্ষুধার্ত শিশুর অশ্রু মুছে দেওয়া, আর মায়ের চোখের জল থামানো –আমিন। ☒

আত্মকথা

জিম্মি : একটি সত্য ঘটনা নিয়ে লিখিত গল্প

–সুপ্ত রায়হান সজিব*

আজ আমি মুক্তি পাবো। দীর্ঘ ৫০৫ দিনের প্রতীক্ষার প্রহর অবশেষে আজ ফুরোতে যাচ্ছে। ঘুম থেকে ওঠে তাই সর্বপ্রথম ইয়াহওয়েহ্-কে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনায় রত হলাম। দীর্ঘ প্রার্থনা পর্বের সমাপ্তি শেষে ব্যালকনিতে বসে এক কাপ গরম ধোঁয়া ওঠা কফি পান করে স্নানঘরে প্রবেশ করলাম। স্নান শেষে রুমে প্রবেশ করতেই প্রহরী সোহরাব ভাই খাবার দিয়ে গেলো। মচমচে কিব্বি ও মাংসের টুকরো মাখানো তাবুন রুটি দিয়ে বিদায় বেলায় ভরপেট আহার সম্পন্ন করে ব্যালকনিতে পায়চারি করতে লাগলাম।

একটুপর, কমান্ডার আব্দুল্লাহ ও সোহরাব ভাই ভেতরে প্রবেশ করলো। আব্দুল্লাহ ভাই আমাকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসলো ও সোহরাব ভাই বাক্স-পেটরা কাঁধে তুলে নিলো। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই অন্যান্য বন্দীদের দেখতে পেলাম। ওদের সাথে কুশল বিনিময় হলো।

ভবনের সম্মুখে একটি মঞ্চ সাজানো হয়েছে। মাঠ পেরিয়ে প্রধান ফটকের সামনে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রেডক্রসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, এতে চড়েই আমরা মাতৃভূমি ইসরাঈলে পরিবারের কাছে ফিরে যাবো।

বেসমেন্টে সবাইকে বসতে দেওয়া হলো। একটুপর হামাসের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কাসেম ব্রিগেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত হলে আমাদের মুক্তি প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। তাই এই অপেক্ষা।

বাকিরা উৎফুল্ল মেজাজে খোশগল্পে রত। কিন্তু আমার মনসমুদ্রে ভীষণ ঝড় বইছে। অতীতের খেরোখাতায় অংকিত দিনলিপিগুলো মাতাল হাওয়ার ন্যায় অনুভূতির তরীগুলোকে সেই সাগরপাড়ে আছড়ে ফেলছে। মোটকথা, মস্তিষ্ক জুড়ে কিসের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে যেন।

অতীত! যা অনেকটা সময় হৃদয়ের গহীনে লুকায়িত অচেনা ও দুষ্প্রাপ্য অনুভূতিগুলোকে চক্ষুষ্মান করে। আজ আমার ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। চোখ বন্ধ করে অতীতে হারিয়ে গেলাম।

দিনটি ছিল ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর। বান্ধবীকে নিয়ে কিটবুজ সামরিক ঘাটির কাছেই রেইম শহরে সুপারনোভা মিউজিক ফ্যাস্টিভালে যোগ দিয়েছিলাম। যেখানে অশ্লীলতার মাত্রা ও অবাধ যৌনাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ডিজে গানের তালে তালে নাচছিল সবাই। আমরা দু'জন তাতে তাল মেলাচ্ছিলাম। ভালোই সময় কাটছিল। হঠাৎ আকাশ থেকে ভেসে আসা গুলির শব্দে চমকে ওঠি। তাকিয়ে দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে মোটর চালিত প্যারাগ্লাইডারে চেপে উদ্যত মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সশস্ত্র বাহিনী উড়ে আসছে। হুড়োহুড়ি করে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকি। ওরা মাটিতে অবতরণ করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসে। কোনো উপায় না পেয়ে মরুভূমির বুকে লাশের স্তূপের মাঝে শুয়ে পড়ি।

এভাবে চলে আধাঘন্টা। পরিস্থিতি ওদের অনুকূলে আসলে পুরো এলাকায় পাহারা বসায়। আমার ডান হাতের তালুতে গুলি লেগেছিল। তবুও মাটি কামড়ে শুয়েছিলাম। জীবিতদের ধরে ধরে গাড়িতে তুলছিল। কিয়ৎক্ষণ পর লাশের মাঝে আমাকেও আবিস্কার করলো। প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করে কালো কাঁচের গাড়িতে ওঠালো। নিয়ে আসলো গাজা উপত্যকার এই নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরে। ভ্রমণের সুবাদে কৈশোরে আমি কয়েকবার এই ক্যাম্পে এসেছি। এটি পৌরসভা শহর দেইর আল বালাহ হতে ৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

UNRWA-এর প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনি বিতাড়নের পর এই শিবিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শিবিরের বেশিরভাগ শরণার্থী ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল বেয়ারশবা এবং উপকূলীয় সমভূমি থেকে আগত।

শুরু হলো আমার বন্দীজীবন। এখানে আসার পরপরই জরুরি বিভাগে আমার ডান হাতের তালুর চিকিৎসা শুরু হলো। এক প্রৌঢ় সামরিক চিকিৎসক বুলেট বের করে হাতে অস্ত্রোপচার করলেন। আমাকে দেখভালের জন্য প্রহরী নিযুক্ত হলো। প্রথম রাতটা হাসপাতালেই কাটালাম। সশস্ত্র প্রহরীদের কমান্ডার গোছের লোকটা রাতে ৪-৫ বার এসে খোঁজ নিয়ে গেলো। সকালে ঘুম

* *সদস্য, মাদারগঞ্জ উপজেলা শুব্বান।*

থেকে ওঠে দেখি প্রাতরাশ হাতে নিয়ে প্রহরীটি দাঁড়িয়ে আছে। খুবই যত্নসহকারে খাবার তুলে খাওয়ালো। দিনের বেলায় একজন পুরুষ নার্স আমার পাশে নিবিষ্টচিত্তে বসে রইলো।

এভাবেই কাটলো পাঁচদিন। মোটামুটি সুস্থ হওয়ার পর বন্দীশালায় নিয়ে এলো। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো অন্ধ কূপময় বদ্ধ কুঠুরিতে আটকে রাখবে। কিন্তু বন্দীশালায় আসার পর ভ্রম কেটে গেলো। একটা লম্বা হলঘর আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। যেথায় কয়েকজন ইহুদি বন্দী জ্ঞাতি ভাইয়ের আবাস।

হলঘরটিতে আড়াআড়িভাবে অনেকগুলো খাটিয়া পেতে রাখা। প্রত্যেক খাটিয়ার সাথে লাগোয়া একটি শেলফ, যা বন্দীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী। হলঘরের পাশেই বিরাট লাইব্রেরি। তাতে হাজার হাজার বিচিত্র বইয়ের সমাহার। বন্দীরা দিনের বেশিরভাগ সময় এখানেই কাটায়। লাইব্রেরি পেরোলেই খাবার ঘর, যেখানে কয়েকশত বন্দী একসাথে আহার সম্পন্ন করে। তারপর দীর্ঘ এক স্নানঘর। মোটকথা, এ যেন এক মেহমানদারীর সরাইখানা। ভাবলাম বাসস্থানের উপযুক্ততার পাশাপাশি ওদের ব্যবহারটা উপযুক্ত হলে বাকি দিনগুলো ভালোভাবেই কাটবে।

প্রথম কয়েকদিন ওদের কমান্ডার এসে নানাকিছু জিজ্ঞেস করলো। তারপর টানা তিনদিন ছোট্ট এক কুঠুরিতে নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব চালালো।

আমি “বেসামরিক নাগরিক” জানার পর আমাকে ইস্তফা দিলো। দিন কাটতে লাগলো বই পড়ে ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। বন্দীশালার প্রহরীরা যথেষ্ট ভালো মানুষ। সকল বন্দীদের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করে। আমাদের অভাব ও অভিযোগ খুবই দক্ষতার সাথে মেটাতে চেষ্টা করে।

প্রধান প্রহরী আব্দুল্লাহ ভাইয়ের সাথে অল্প দিনেই ভীষণ সখ্যতা গড়ে ওঠেছে। আমার সেবায় নিয়োজিত প্রহরী সোহরাব ভাই চমৎকার মনের অধিকারী। অন্যান্য যুবক প্রহরীদের আমি তুমি ডাকেই সম্বোধন করি। আমাদের মাঝে কোনো শ্রেণিবৈষম্য ছিল না।

মোটকথা, এই বন্দীশালা একটি পরিবার ও আমরা সকলেই এই পরিবারের সদস্য। এখানে শুধু পুরুষ বন্দীরাই থাকতো। মহিলা বন্দীদের জন্য অন্য কোয়ার্টার বরাদ্দ ছিল।

ওরা আমাদের ধর্মকর্ম পালনে কখনোই বাধা দেয়নি; বরং লাইব্রেরিতে তালমূতসহ বিভিন্ন ইহুদীবাদী বই রেখেছে। একদিন আমি ওদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনের হিব্রু সংস্করণ খুঁজে পাই। সেখানে অনূদিত বিভিন্ন হাদীসের খণ্ডও ছিল। মনোযোগ দিয়ে তা পড়তে শুরু করি। হঠাৎ সূরা আল-আনফাল-এ চোখ আটকে যায়। তৎসম্পর্কীয় হাদীস অনুসন্ধানের জন্য সহীহ মুসলিম গ্রন্থ খুলি। হাদীসে বর্ণিত সুমামা ইবনু উসালের ঘটনা পড়ে বিমোহিত হই। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ওদের সহমর্মিতাপূর্ণ মনোভাব এসব পবিত্র গ্রন্থ হতে উৎসরিত –এটা বুঝতে পারি। মনে মনে ওদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ভক্ত বনে যাই। প্রহরীদের প্রতিও আমার ভক্তি শতগুণে বেড়ে যায়।

এতোদিন শুনতাম, ইসলাম একটি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম। কিন্তু কুরআন-হাদীস পাঠে এবং ওদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে বুঝতে পারলাম ইহুদি প্রশাসন আমাদের অনেক মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে।

জিহাদ সম্পর্কে আমার এতোদিনের ধারণা এখানে এসে ভুল বলে প্রমাণিত হলো। কুরআন হতে জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারলাম। ওরা আমাদের বিপক্ষে জিহাদে মত্ত, এজন্য আমরাই দায়ী।

১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ওদের প্রতি আমাদের অবিচার শুরু হয়।

১৯৪৮ সালে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পর আমরা শুধু ওদের ভূমি দখল করেই ক্ষান্ত হইনি। ওদের ওপর নির্যাতনের খড়গ চালিয়েছি অনবরত। এখন পর্যন্ত সেটা বিদ্যমান। একটি জাতি আর কতো লাঞ্ছিত হবে? দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ প্রতিবাদী হয়। ওরা তাই করছে। ওদের এই নায্য আন্দোলনকে ভেস্তে দিতে আমরা নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করছি, মিসাইল মেরে ওদের আবাস গুড়িয়ে দিচ্ছি। আর কতো?

ওদের এই নায্য দাবি অবশ্যই যৌক্তিক। আমরা তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। সমগ্র ইসরাঈল ভূখণ্ড তো ওদেরই। না, আর ভাবতে পারি না। নিজেকে অনেক হীন মনে হয়।

এখানে দিনে ৩-৪ ঘন্টা বিভিন্ন কাজ করতে হয়। কাজগুলো একেবারে আহামরি কঠিন নয়। এর জন্য কোনো চাপ প্রয়োগও করা হয় না। আমার ভাগ্যে জুটেছে বন্দীশালার করণিকের কাজ। এভাবেই চললো প্রায় একবছর। ভাবলাম দিনগুলো তো মন্দ কাটছে না। বাকিজীবনটা এভাবেই না হয় কেটে যাক।

হঠাৎ একদিন, মধ্যাহ্নভোজ সেরে সবে লাইব্রেরিতে বসে বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছি। এমন সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কান ফেটে যাবার যোগাড়।

সাইরেন বেজে উঠলো। বুঝতে পারলাম আশেপাশেই কিছু ঘটছে। এক দৌড়ে হলঘরে আসতেই কমান্ডার আব্দুল্লাহ ভাই বললেন : "শিবিরে হামলা হয়েছে। আপনারা আমার সাথে দ্রুত বেরিয়ে পড়ুন। আমরা আপনাদের নিরাপদ আস্তানায় নিয়ে যাবো।"

আব্দুল্লাহ ভাই কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারলাম আমার স্বজাতি ভাইয়েরা আমাদেরকে উদ্ধারের জন্য হামলা চালিয়েছে। ওরা আমাদের চোখে কালো কাপড় বেঁধে দিলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাকিরা দ্রুতপদে পা চালালো। প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেও ওদেরকে অনুসরণ করলাম। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম। প্রহরীরা গাড়িতে উঠালো। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর গাড়ি থামলো। আমাদের চোখের কাপড় খুলে দিলো। অনেক রাত হয়ে গেছে। দেখলাম এক ঝোপের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। আশেপাশে যারা উপস্থিত তারা সবাই অচেনা। পাশেই কেউ একজন ডাল-পাতা সরিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনা খুললো। প্রথমে ওরা কয়েকজন গর্তে ঢুকলো। আমাদের মাথায় সার্চ লাইট লাগিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে আদেশ করলো। নিচে নেমে দেখি এটা যেনতেন গর্ত নয়, সুড়ঙ্গের প্রবেশ মুখ। হামাসের সশস্ত্র যোদ্ধাদের তৈরি এমন সুড়ঙ্গের কথা গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছি এতোদিন। আজ তা নিজে প্রত্যক্ষ করলাম।

প্রায় একঘন্টা টানেলে হেঁটে যাওয়ার পর মাটির নিচে এক গোপন কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে অপরিচিত আরো শ'কতক যোদ্ধা উপস্থিত ছিল। আমরা ছিলাম মোট ৫ জন। বড় একটি কামরায় আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হলো।

ওদের অফিস তথা কোয়ার্টারে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অষ্টপ্রহর তিনজন প্রহরী আমাদের নিরাপত্তায় নিযুক্ত হলো।

কয়েকদিন পর, ওদের সাথেও আমাদের সখ্যতা গড়ে ওঠে। আমাদের সম্পর্কটা এতোটাই বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছিল যে, আমরা একই বিছানায় ঘুমাতাম। কারণ, গোপন সুড়ঙ্গের এই কোয়ার্টারে বিছানার তুলনায় মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, আমরা একসাথে খাবার ভাগাভাগি করে খেতাম।

মোটকথা, মাটির নিচের এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে আমাদের জীবনটা ভালোভাবেই কাটতে লাগলো।

চারমাস সেখানে থাকার পর পুনরায় নুসাইরাত শরনার্থী শিবিরে ফিরিয়ে আনলো। এসে শুনতে পাই জিম্মিদের উদ্ধারে অভিযানের সময় ইসরাঈলি সেনাবাহিনী কমপক্ষে ২৭৬ জনকে হত্যা করে এবং হামলায় ৬৯৮ জনেরও বেশি আহত হয়।

হামলা শেষে মাত্র ৪ জন জিম্মিকে ওরা সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এই ৪ জন জিম্মিই সেই সুপার নোভা কার্নিভালে হামাসের সেনাদের হাতে বন্দী হয়েছিল। খবর শুনে মনটা খারাপ হয়ে যায় আমার।

আমি যতদুর জানি, আমাদের জায়োনিস্ট সেনারা মুসলিম জিম্মিদের সাথে খুবই খারাপ আচরণ করে। ওরা শুধু নারকীয় নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হয় না। বিভিন্ন যৌনাত্যাচারে মেতে ওঠে জিম্মিদের সাথে। কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে রেখে সকল প্রকার মৌলিক অধিকার খর্ব করে। দিনের পর দিন অভুক্ত রেখে নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়। নির্যাতনের পৈশাচিকতা এতোটাই বিকৃত ও ভয়ানক যে, অনেকেই সহ্য করতে না পেরে শাহাদাত বরণ করে।

আমরা তো এখানে দুধে-ভাতেই আছি। তারপরও ওরা এই নারকীয় তাণ্ডবলীলা চালালো কেন?

জানি না কবে এই সংকটের নিরসন ঘটবে।

ফিরে আসার পর এখানে আমাদের কদর ও গ্রহণযোগ্যতা দু'টোই বেড়েছে। হলঘরটি গুড়িয়ে যাওয়ার কারণে প্রত্যেকের জন্য একক কক্ষ বরাদ্দ হলো। কক্ষগুলোর সাথে লাগোয়া বাথরুম ও

ব্যালকনি। আশেপাশে কোনো প্রহরী থাকে না। শুধুমাত্র সিঁড়ির প্রবেশমুখে একজন প্রহরী রাতের বেলায় পায়চারি করে।

কমান্ডারসহ সকল প্রহরীদের সাথে আমাদের খুব ভালো সময় কাটে। সপ্তাহে একদিন সবাই মিলে চুটিয়ে আড্ডা দেই। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে খাবারের সংকট দেখা দিলেও সবারই সেটা সয়ে গেছে।

বেশ ভালোই কাটছে দিনগুলো। হঠাৎ কাল রাতে আব্দুল্লাহ ভাই এসে বলে গেল, ইহুদি সরকার বন্দী বিনিময় চুক্তিতে রাজি হয়েছে। আমাদের ৫ জনের বিনিময়ে প্রশাসন ৩০০ জন হামাস জিম্মিকে মুক্তি দেবে।

এটা অবশ্যই আনন্দের সংবাদ। তিনি আমাকে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠেই প্রস্তুত হতে বললেন।

আমি তাই করলাম।

কাসেম ব্রিগেডের সদস্যরা এসে পড়েছে। আমরা মঞ্চে উঠলাম। বিশ্ব-গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা সামনে দাঁড়িয়ে নিউজ কাভার করতে শুরু করলো। একে একে প্রহরীরাও মঞ্চে উঠলেন। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইটের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। চারিদিকে হামাস যোদ্ধা ও শরণার্থী শিবিরের আশ্রিতদের জনস্রোত।

মুক্তি? হ্যাঁ, মুক্তি। মুক্তি পেলাম এই বন্দীশিবির হতে? কিন্তু আমরা তো এখানে বন্দী ছিলাম না। আবদ্ধ কামরায় সাধারণভাবেই বসবাস করতাম। সবকিছু আমাদের আয়ত্তেই ছিল। ওরা তো আমাদের ওপর জোর জবরদস্তি খাটায়নি; বরং ভাইয়ের মতো আচরণ করেছে।

ভিড় ঠেলে আব্দুল্লাহ ভাই এসে মঞ্চে ওঠলেন। আমার ব্যক্তিগত প্রহরী সোহরাব ভাইও আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। পরম আবেগে আমার হৃদয় সিক্ত হলো। সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে হাত নাড়তে লাগলাম। আমি কান্না ধরে রাখতে পারছি না। এটা দুঃখের নয়, অচেনা এক সুখের ক্রন্দন। সোহরাব ভাই আমার কাঁধে হাত রাখতেই আমি ওনাকে জড়িয়ে ধরলাম। মুখোশ আবৃত কপালে পরম ভালোবাসায় চুমু খেলাম।

এই শরনার্থী শিবির ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছে আমার। আর কি কখনো ফিরতে পারবো মায়াজালে ঘেরা এই শিবিরে? কতোই না স্মৃতি বিজড়িত এই মঞ্জিল। যা আমার মানসপটে অক্ষত থাকবে আমৃত্যু। কখনো ভুলবো না আমি।

রেডক্রসের গাড়ির হর্ণে সম্বিত ফিরে পেলাম। আব্দুল্লাহ ভাই মঞ্চ থেকে নামতে ইশারা করলেন। ওনার হাত ধরে সম্মুখের মাঠ পেরিয়ে প্রধান ফটকে উপস্থিত হলাম। ওনি গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। ওঠে বসলাম। সোহরাব ভাইসহ বাকিরা হাত নাড়ছে। সবার চোখেই অশ্রু। গাড়ি চলতে শুরু করলো।

যতক্ষণ পর্যন্ত নুসাইরাত শরনার্থী শিবিরের অর্ধ ভগ্ন ভবনগুলো আমার দৃষ্টি সীমানায় বিরাজ করলো, ততক্ষণই আমি শোকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

আজ এই ফিলিস্তিনের মাটিতে এক ধ্রুব সত্যময় ইতিহাসের সাক্ষী হলাম। যে ইতিহাসকে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে গোপন রেখেছে আমাদের ইহুদি প্রশাসন। ওদের ভূখণ্ডে এসে ওদেরই অমানবিক নির্যাতনের ফাঁদে ফেলে বাস্তুচ্যুত করার মহোৎসবে মেতে ওঠেছি আমরা। তবুও আমাদের প্রতি ওরা কতোই না সদয়।

আমরা জায়নাবাদীরা অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডাইরি দেখিয়ে বিশ্বের বুকে মানবতার মিথ্যে বুলি ফুটিয়ে মায়াকান্না করি। কিন্তু আধিপত্যবাদের নগ্ন ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে অ্যানা ফ্রাঙ্কের মতো লক্ষ লক্ষ শিশুকে হত্যা করছি।

আসলে এটা আমাদের ভীমরতি ছাড়া কিছুই নয়। জানি ইসরাঈলে পৌঁছার পর প্রশাসন আমাকে মিডিয়ার মুখোমুখি হতে দেবে না। কারণ, ওরা সত্য নয় মিথ্যার পূজারী।

মুসলিমদের প্রকৃত স্বরূপ যদি আমার মাধ্যমে মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়, তাহলে ওদের মুখোশ উন্মোচিত হবে। কিন্তু আমি নিজ চক্ষু দিয়ে দেখেছি মুসলমানরা কতোই না সদয়।

আজ আমার স্বজাতির সস্তা ও বিকৃত ইতিহাসকে পদদলিত করে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইলাম। আমি ওদের মতোই এক পাপী ইহুদি। তোমরা আমার নামটি মনে রেখো। আমার নাম **ওমর শেম টভ**। আমি এতোদিন জিম্মি ছিলাম না। এই সুখের নিবাসকে আমি বন্দীদশা বলতে পারি না। কিন্তু আজ হতে আমি জিম্মি হলাম। লক্ষ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করে যে দায় আমরা এড়াতে পারিনি। সেই দায়ের নিকট নতুনভাবে আমৃত্যু জিম্মি হয়ে রইলাম। ☒

অন্য খবর

যুক্তরাজ্যে নাগরিকত্ব হারানোর ঝুঁকিতে ৯০ লাখ মুসলিম!

যুক্তরাজ্য সরকারের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়ার চরম ও গোপন ক্ষমতা দেশটির লাখো মুসলিম নাগরিককে গুরুতর ঝুঁকির মুখে ফেলছে। নতুন প্রকাশিত একট প্রতিবেদনে এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ সতর্কবার্তা তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, যুক্তরাজ্যের ৯০ লাখ মানুষ, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৩ শতাংশ, দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতায় আইনগতভাবে নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন।

অধিকারকর্মীরা সতর্ক করে বলেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ক্ষমতা দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে পারিবারিক বা বংশগত সম্পর্ক রয়েছে, এমন নাগরিকদের ওপর অসমভাবে প্রভাব ফেলছে। এর ফলে এসব জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে বলে তারা মনে করেন।

বর্তমান আইন অনুযায়ী, ব্রিটিশ নাগরিকদের নাগরিকত্ব বাতিল করা যেতে পারে যদি সরকার মনে করে তারা অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য। এমনকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি কখনো সেই দেশে বসবাস না করে থাকেন বা নিজেকে ওই দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচয় না দিয়েও থাকেন, তবুও এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ এসব দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এতে নাগরিকত্বের একটি বর্ণভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস তৈরি হয়েছে বলে জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। ব্রিটেনে অন্তর্ভুক্তি শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশরা এ ধরনের বাধা ধরার মধ্যে পড়েন না।

রিপ্রিভের মায়া ফোয়া মিডল ইস্ট আইকে বলেন, 'রাজনৈতিক সুবিধার জন্য আগের সরকার মানব পাচারের শিকার ব্রিটিশ নাগরিকদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছিল। আর বর্তমান সরকার এ চরম ও গোপন ক্ষমতা আরো বাড়িয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'পরবর্তী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে ৯০ লাখ মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে পারেন, তাদের জন্য এটি (এ চরম ও গোপন ক্ষমতা) বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয়, বিশেষ করে যদি পুরোপুরি কর্তৃত্ববাদী কোনো সরকার সামনে ক্ষমতায় আসে।'

রানিমিড ট্রাস্টের পরিচালক শাবনা বেগমও একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব বাতিলের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যথেচ্ছ কর্তৃত্ব ব্রিটেনের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। *[সূত্র : সময় নিউজ]*

সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে শান্ত (২৪) নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ২টার দিকে রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের আশ্রয়ণ বিওপি এলাকার ১৫৪/৩ সীমান্ত পিলারের কাছে এই ঘটনা ঘটে।

উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর ডাংয়েরপাড়া গ্রামের মো. শিপন আলীর ছেলে। আগামীকাল ১৪ ডিসেম্বর দুই দেশের সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তার মরদেহ হস্তান্তর করবে বিএসএফ।

বিজিবি সূত্র জানা যায়, গত ৫ ডিসেম্বর ভারতীয় ১৪৬ বিএসএফ কোম্পানির উদয়নগর ক্যাম্প থেকে গুলি ছোড়া হলে শান্ত গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনার সময় এলাকাবাসী তিনটি গুলির শব্দ শুনতে পান। পরে শান্তর পরিবার বিষয়টি বিজিবিকে জানায়।

বিজিবি সূত্রে আরো জানা যায়, বিএসএফ গুরুতর আহত অবস্থায় শান্তকে ভারত সীমান্ত থেকে ধরে নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার হোগলবাড়ী থানায় হস্তান্তর করে। সেখান থেকে হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া বিজিবির সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি তদন্তে বিজিবি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ঘটনার রাতে সীমান্তে শান্তসহ

কয়েকজনকে লক্ষ্য করে বিএসএফ গুলি চালায়। সেই সময় শান্ত গুলিবিদ্ধ হলে আহত অবস্থায় বিএসএফ হিফাযতে নেয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

তিনি আরো বলেন, ৮ ডিসেম্বর বিএসএফের সঙ্গে আমাদের পতাকা বৈঠক হয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর শান্তর মরদেহ পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আমরা আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ তাদের পরিবারকে হস্তান্তর করব। *[সূত্র : চ্যানেল ২৪]*

গত ১১ মাসে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি ১০ লক্ষাধিক

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে। সবমিলিয়ে বছরের প্রথম দিন থেকে গত ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বিদেশে ১০ লক্ষাধিক জনশক্তি রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র (বিএমইটি) তথ্য বলছে, গত ১১ মাসে বাংলাদেশ থেকে ১০ লাখ ১১ হাজার ৮৮২ জন কাজের জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। যেখানে গত বছর বিদেশে গেছেন ১০ লাখ ১১ হাজার ৮৫৬ জন বাংলাদেশি। এছাড়াও ২০২৩ সালে মোট ১৩ লাখ ৩ হাজার ৪৫৩ জন বাংলাদেশি নাগরিক কাজের জন্য বিদেশে গেছেন।

বিএমইটি সূত্র জানায়, গত বছর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন মোট ১ কোটি ৪৪ লাখ ৬১ হাজার ৫৪৬ জন বাংলাদেশি। অন্যদিকে ২০২৩ সালে ২১ হাজার ৯৪২ দশমিক ৭৬ মিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। পাশাপাশি ২০২৪ সালে ২৬ হাজার ৮৯০ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার এবং চলতি বছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দেশে পাঠিয়েছেন ১৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার।

বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সি ও অভিবাসী শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর মালয়েশিয়ার মতো কিছু ঐতিহ্যবাহী গন্তব্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। যদিও নতুন বৈদেশিক চাকরির বাজার চিহ্নিত করা ছাড়াও কয়েকটি দেশে বাংলাদেশি শ্রমশক্তির উচ্চ চাহিদা জনশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশকে ভালো অবস্থানে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে।

এ বিষয়ে বেসরকারি ব্যাংকের এক কর্মকর্তা বলেন, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে দেশে সন্তোষজনক রেমিট্যান্স এসেছে, যা একাধিক কারণে সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ও অনানুষ্ঠানিক বিনিময় হারের মধ্যে ব্যবধান কমে আসা ও অর্থপাচার দমনে কঠোর পদক্ষেপের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে জনশক্তি রপ্তানির প্রবৃদ্ধি রেমিট্যান্সের সুবাতাসে সহায়তা করেছে। কারণ, গত মাসেই বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ৩১ হাজার ৫৩ জন বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গেছেন।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১১ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলার।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের প্রথম দিন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব ও কাতারে পাড়ি জমিয়েছেন যথাক্রমে ৬ লাখ ৭০ হাজার ৭৪৯ জন এবং ১ লাখ ৪৩৯ জন বাংলাদেশি। এছাড়াও এই সময়ে সিঙ্গাপুরে ৬৪ হাজার ৩২৬ জন বাংলাদেশির কর্মসংস্থান হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখন সরকারকে প্রয়োজনভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি, যেমন- চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মী গড়ে তুলতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কারণ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশে তাদের চাহিদা বাড়বে।

যদিও সরকার ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় বহু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিও চালু করেছে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে– জাহাজ নির্মাণ প্রকৌশলে ডিপ্লোমা, সাধারণ মেকানিক্স, বৈদ্যুতিক যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার-কন্ডিশনিং, অটো ক্যাড ২ডি ও ৩ডি, ওয়েল্ডিং (৬জি), ক্যাটারিং, রাজমিস্ত্রি এবং কোরিয়ান, আরবি, জাপানি ভাষা শিক্ষাসহ দক্ষতা উন্নয়নমূলক আরো নানা কর্মসূচি। ☒

কবিতা

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শিক্ষাবিদ

মো. ইলিয়াস মিয়া

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান শিক্ষাবিদ ডক্টর বারী,
মেধা, দক্ষতা, মননশীলতায় তুলনা নেই তাঁরই।

১৯৩০ সালে জন্ম তাঁর পহেলা সেপ্টেম্বরে,
বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার নানা বাড়ি "সৈয়দপুরে"।

বাবার নাম আব্দুল্লাহেল বাকী,
আব্দুল্লাহেল কাফি চাচার নাম,
"আহলে হাদীস"-কে সংগঠিত করাই
ছিল তাদের কাম।

গ্রামের নাম "নুরুল হুদা", উপজেলা পার্বতীপুর,
বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের জেলা দিনাজপুর।

ছোট কাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী
ডক্টর আব্দুল বারী,
মাদ্রাসা হতে এস.এস.সি-তে
একাদশ স্থান অধিকারী।

এইচ.এস.সি-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ১৯৪৬ সনে,
আরবীতে বিএ অনার্স ঢাকা ভার্সিটি ১৯৪৯ সনে।

১৯৫০ সনে মাস্টার্স ঢা.বি. আরবীর ছাত্র হয়ে,
ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাসের সুনাম আনেন বয়ে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর্স অফ ফিলোসফি ১৯৫৩ সাল,
আমেরিকার হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা কিছু কাল।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্ম জীবন শুরু,
দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাটছে জীবন পুরো।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মেয়াদে উপাচার্য,
(১৯৭১-১৯৭২, ১৯৭৭-১৯৮১)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান যিনি,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান
আট বছর (১৯৮১-১৯৮৯) ছিলেন তিনি।

আমৃত্যু সভাপতি, জমঈয়তে আহলে হাদীস
ছিলেন ডক্টর আ. বারী (১৯৬০-২০০৩),
দুই পুত্র, দুই কন্যার সুখের সংসার তাঁরি।

বল্লা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা বরেণ্য ডক্টর আ. বারী,
২০০৩ সনের ৪ জুন দুনিয়া গেছেন ছাড়ি।

এই মিনতি তোমার কাছে ওগো আমার রব,
যতো গুনাহ আছে তাঁর মাফ করে দাও সব।

সলাত

আ. হামিদ*

দিগন্তে ঐ রব ওঠেছে আল্লাহ সবচে বড়,
বইছে বাতাস ভাসছে আযান, সলাত কায়েম করো।

দিক হতে দিক না ছড়ে ভাই মসজিদে যা চলে,
ওযূর জলে পুন্য কামাই গুনা যাবে গলে।

তাসবি কালাম নে পড়ে ভাই সেজদাতে পড় লুটে,
থাকতে সময় আখের গুছায় রিয্‌ক যেন জুটে।

সে নাই

মজিব আল-মাওড়ী*

পকেট ভোর্তী টাকা আছে, সিঁকেয় মুড়কী রাখা আছে,
দুধ দিয়ে ভাত মাখা বছে, যার জন্যে সে নাই।

রাতের বেলায় ঘরে একা, বালিশ চাদর পেতে রাখা,
প্রহর গুনে তাকিয়ে থাকা, যার জন্যে সে নাই।

টাইলস বসা সখের বাড়ি, নির্মাণে ব্যয় টাকার কাঁড়ি,
আলনায় ঝুলে ঢাকার শাড়ী, যার জন্যে সে নাই।

বাজার থেকে আনতাম কিনে কাঁচের চুড়ী ঈদের দিনে,
কাঁদছে চুড়ী হাত বিহনে, যার জন্যে সে নাই।

কেউ কি আছ বলতে পার,
কোথায় গেলে ফের আবারো,
দেখতে তাকে পাই?

** গ্রাম : রাধাকানাই, থানা : ফুলবাড়িয়া, জেলা : ময়মনসিংহ।*

** সাবেক অধ্যক্ষ, শাহ্ সুলতান (রাহিমাহুল্লাহ) কামিল মাদ্রাসা গোদাগাড়ী। বর্তমান অধ্যক্ষ, দেবীপুর রহমানিয়া মাদ্রাসা, তানোর, রাজশাহী।*

জমঈয়ত সংবাদ

টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কনফারেন্স সম্পন্ন

গত ২৯ নভেম্বর, শনিবার টাংগাইল জেলার প্রাণক্রে পৌর উ্যানে টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক টাঙ্গাইল জেলা কনফারেন্স-২০২৫। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভারচুয়াল প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ করেন কু'বা মসজিরে মাননীয় ইমাম ও খতীব এবং মদিনা ইসলামী বিশ্ববি্যালয় প্রফেসর শাইখ মুহাম্মাদ বিন বাখীত আল-হুযাইলী হাফিযাহুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাশে জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্ম আসাদুল ইসলাম।

বিশেি মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাইয়া এলমি ইনস্টিটিউট, জর্ডান-এর ইমাম ও খতীব এবং ফিকহের শিক্ষক ও ডিরেক্টর শাইখ ড. উসামা বিন আতায়া আল-উতাইবী, মারকাযী জমঈয়তে আহলে হাদীস পাকিস্তান-এর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ক্বারী ড. খালিলুর রহমান জাভী, জমঈয়তে আহলে হাদীস নেপাল-এর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ অলিউল্লাহ রাঈ আল-মাদানী।

ক্েীয় নেতৃবৃন ও আলোচকবৃন্দ্বে মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. লোকমা হোসেন, সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, প্রফেসর ড. মুহাম্ম রঈসুদ্দীন, শাইখ ড. শহীদুল্লাহ খান মাদানী, শাইখ গোলাম কিবরিয়া নূরী, আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম এর অধ্যাপক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দিন, বাংলাশে জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্ম আব্দুল মাতীন, ফাতাওয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. ইব্রাহিম বিন আব্দুল হালীম মাদানী, টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল বাতেন, টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি শাইখ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাশে-এর সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহীল হাদী ও সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযিল আহমা প্রমুখ।

টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়ত ও শুব্বান নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দসহ জেলার মোট ১২টি উপজেলা কে এবং আশেপাশের অন্যান্য জেলা কে এতে বিশাল জনসমাগম ঘটে।

রসুল কুরআনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়, দারসে কুরআন প্রদান করেন বল্লা বড় জামে মসজিদের খতীব শাইখ ওবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল ওয়াহি। উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন কনফারেন্স বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক শাইখ এনামুল্লাহ খান, দারসে হাদীস পেশ করেন টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল বাতেন। উপস্থাপনায় ছিলেন টাংগাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি মাওলানা লোকমান হোসেন এবং কনফারেন্স বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব শাইখ মাজহারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বাংলাশে জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সৃষ্টি শিক্ষা পরিবারের চেয়ারম্যান ড. শরিফুল ইসলাম রিপন এবং টাংগাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন।

অনুষ্ঠান শেষে টাংগাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি আলহাজ নাজমুস সাকিব হাফিযাহুল্লাহ সমাপনি বক্তব্য প্রদান করেন।

মৃত্যু সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস নওগাঁ জেলার দীর্ঘদিনের সভাপতি আলহাজ্জ শামসুল হক (৭৫) বার্ধ্যক্ষজনিত অসুস্থাবস্থায় গত ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, শুক্রবার, বিকাল ০৪:৪৫ ঘটিকায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন"।

পরদিন ৬ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার, নওগাঁ জেলা শহরের নওজোয়ান মাঠে সকাল ১০ ঘটিকায় তাঁর জানাযার সলাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার সলাতে ইমামতি করেন নঁওগা জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ আবু বকর বিন ইসহাক। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারি ডা. সুলতান আহমাদ এবং স্থানীয় জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতাকর্মীবৃন্দ।

মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে, ১ মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে, শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ থেকে মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য সকলকে দু'আর অনুরোধ করা হয়েছে।

শুব্বান সংবাদ

যশোর জেলা শাখার ১০ম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

৬ ডিসেম্বর- ২০২৫ শনিবার সকাল ১০ টায় জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ যশোর জেলা শাখার ১০ম কাউন্সিল কেশবপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদের ২য় তলায় জেলার সভাপতি মো. শাইখুল ইসলাম বিন আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আহাদ এর সঞ্চালনায় মো. সোলাইমান হোসেনের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা ও কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রথম আহবায়ক অধ্যাপক মো. মনিরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, প্রধান আলোক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল হাদী, গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ ড. হারুন হুসাইন, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলী, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-সেক্রেটারি শাইখ মুযাফফর বিন মুহসিন, শাইখ ড. হারুন অর রশিদ ত্রিশালী মাদানী, সহযোগী দাওয়াহ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদ, শাইখ আরাফাত মাদানী ও সাতক্ষীরা জেলা শুব্বানে সভাপতি শাইখ শরিফ হুসাইন মাদানী প্রমুখ।

উক্ত কাউন্সিলে জেলা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মো. ইনামুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান এবং কেশবপুর মনিরামপুর উপজেলার কমিটি ঘোষণা করা হয় এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মো. কিবরিয়া হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম।

১০ম সেশনের কমিটি ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহীল হাদী।

১৯ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণ জেলা কমিটির বিবরণ : মো. ইনামুল ইসলাম (সভাপতি), সোলাইমান হোসেন (সহ–সভাপতি), আল আমিন (সহ–সভাপতি), মো. আব্দুল হান্নান (সাধারণ সম্পাদক), আব্দুল আওয়াল (যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক), জাহিদ হাসান (কোষাধ্যক্ষ), মেহেদী আলম (সাংগঠনিক সম্পাদক), মাসুম বিল্লাহ (প্রচার সম্পাদক), হাফেয হাবিবুর রহমান (যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক), আবিদ হাসান (সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক), দেলওয়ার হোসেন (ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক), ইবরাহীম হোসেন (প্রশিক্ষণ সম্পাদক), নাইম হাসান (তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক), জাহিদ হাসান (দফতর সম্পাদক), শাহিনুর রহমান (পাঠাগার সম্পাদক), বিল্লাল হোসেন (যুগ্ম-পাঠাগার সম্পাদক)। মনোনীত সদস্য মুনিরুজ্জামান, শাহিদ আলম, মাহমুদুল হাসান।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন উপজেলা, শাখা থেকে প্রায় ৪০০ শুব্বান কর্মী এবং ১৫০জনের বেশি জমঈয়ত দায়িত্বশীল ও সুধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকলকে ১০ম জেলা সম্মেলনের থিম এবং শুব্বানের লোগো সম্মিলিত আকর্ষণীয় মাফলার উপহার দেওয়া হয়।

মৃত্যু সংবাদ

নওগাঁ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি আলহাজ্জ শামসুল হক ৫ ডিসেম্বর-২০২৫, শুক্রবার বাদ ‘আসর ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি এক মেয়ে, চার ছেলে, স্ত্রী ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে নওগাঁ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতির দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাৎক্ষণিক শোক প্রকাশ করে, শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং সকলকে তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ আবেদন জানিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন।

সাপ্তাহিক আরাফাত/عرفات أسبوعية ৬৭ বর্ষ ॥ ০৯-১০ সংখ্যা ॥ ০৮ ডিসেম্বর-২০২৫ ঈ.

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

শীত ও মানসিক অসুস্থতা : রোগী পরিচর্যায় বিশেষ সতর্কতার আহ্বান

-ডা. মুহাম্মদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

পরিবর্তনশীল ঋতু অনেকের পছন্দ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা অনেক ঝামেলাও নিয়ে আসে সঙ্গে করে। বিশেষ করে শীতকালে (Winter)। শীতকাল অনেকের পছন্দের ঋতু। শীত এলেই পরিবেশে আর্দ্রতা বাড়তে থাকে। কিন্তু সেই আর্দ্রতায় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের মতো অণুজীবগুলো বৃদ্ধির ভালো সুযোগ পায়। ফলে এই সব জীবাণু মানুষের মধ্যে অনেক রোগের জন্ম দেয়। আবার এর পাশাপাশিই শীতের আগমনে শরীরেও অনেক পরিবর্তন ঘটে। শরীরের প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলোকে উষ্ণ রাখতে আরো শক্তির প্রয়োজন হয়। এর জন্য অনেক ধরনের ঘাটতি ও রোগ হতে থাকে এবং আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। তাই শীতে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলেন চিকিৎসকরা।

বাংলাদেশে প্রতি আটজনে একজন মানসিক রোগী। প্রাপ্তবয়স্কদের ১৮.৭০ শতাংশ এবং শিশুদের ১২.৬০ শতাংশ মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। চিকিৎসাসেবায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় মানসিক সমস্যায় ভোগা ৯১ শতাংশই চিকিৎসা পায় না দেশে নারীদের মধ্যে প্রতি ৫ জনে ১ জন মানসিক সমস্যায় ভুগছেন বেশি মানুষ। অন্যদিকে পুরুষদের মধ্যে মানসিক রোগ নিয়ে বেশি সংস্কার ও নেতিবাচক ধারণা দেখা যায়। এমনকি সমস্যাগ্রস্ত কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আসার হার ২ শতাংশেরও কম। এছাড়া প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর প্রায় ৮০ লাখ মৃত্যু (১৪.৩ শতাংশ) মানসিক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত বিশ্বজুড়ে ৯৭ কোটি মানুষ মানসিক অসুস্থতা বা মাদক ব্যবহারজনিত সমস্যায় ভুগছেন। আবার এ খাতে দক্ষ জনবলেরও স্বল্পতা আছে। আর বিষয়টিকে সঠিক গন্তব্যের দিকে নিতে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। হতাশার দিক চিহ্নিত করে তারা বলেন, দেশের কত মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে, তার সঠিক তথ্য নেই। জনশুমারিতে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

কারণসমূহ- ১. জেনেটিক (পিতা-মাতা বা পূর্ব পুরুষদের মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকলে অনেক সময় সন্তানদেরও মানসিক রোগ প্রকাশ পায়), ২. শরীরে কোনো কঠিন ব্যাধি, ৩. অতিরিক্ত নেশা, ৪. মস্তিষ্কে আঘাত লাগালে, ৫. হঠাৎ ভয় পেলে, ৬. মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অত্যধিক আনন্দ, দুঃখ, নিরাশ, ৭. পরিবেশগতভাবে, ৮. নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি।

লক্ষণসমূহ- একজন লোক মানসিকভাবে সুস্থ কিংবা অসুস্থ খুব সহজে বুঝা যায় না। অনেক মৃদু রকমের মানসিক রোগ আছে, যেগুলো খুব সহজে ধরা পড়ে না, যেমন- অ্যাংজাইটি, হালকা বিষণ্নতা। আমরা যদি লক্ষ করি যে, দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকলাপ, আচার-আচরণ এগুলো ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে। এত সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং অন্যের ক্ষতির কারণ হচ্ছে। এটি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি দিন থাকছে। তখন মানিক রোগ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। যেমন- একটি লোক হয়তো বেশি কথা বলছে, রাগ বেশি করছে, বেশি টাকা খরচ করছে, অন্যের সঙ্গে বেশি খারাপ কাজ করছে। এটা দুই-তিনদিন হয়তো অন্যরা মেনে নিবে, কিন্তু এটি যদি ক্রমাগতভাবে দুই মাস ধরে অব্যাহত থাকে, তখন এটিকে আমরা মানসিক রোগ বলি।

মানসিক রোগীকে মোটাদাগে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- মৃদু ও মাঝারি বা তীব্র আকারের মানসিক রোগ। মৃদু রোগী হলো- অ্যাংজাইটি, মন খারাপ, নিদ্রার সমস্যা ও কিছুটা বিষণ্নতা। এতে রোগীর খুব বেশি অসুবিধা হয় না। তীব্র আকার রোগী যারা, তাদের জ্ঞান লোপ পায়, আচরণ অত্যান্ত রুঢ় হয়ে যায়, অনেক সময় ভাঙচুর করে। এ সময় অনেক অভিভাবক রোগীকে চিকিৎসার জন্য না এনে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। এটি ঠিক নয়।

মানসিক রোগের লক্ষণ হতে পারে-

➩ হঠাৎ হঠাৎ করে বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠা। ➩ অনেকদিন ধরে নিজেকে সবার কাছ থেকে সরিয়ে গুটিয়ে রাখা। ➩ টানা দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে মন খারাপ থাকা। ➩ অন্যদের সঙ্গে একেবারে কথা বলতে না চাওয়া। ➩ সবার সাথে ঝগড়া করা। ➩ গায়েবি আওয়াজ বা কথা শুনতে পাওয়া। ➩ অন্যদের অকারণে সন্দেহ করতে শুরু করা। ➩ গোসল বা দাঁত মাজার মতো নিয়মিত প্রাত্যহিক কাজ করা বন্ধ করে নিজের প্রতি যত্ন না নেয়া। ➩ যেসব কাজে আনন্দ পাওয়া সেসব কাজে নিরানন্দ ও আগ্রহ কমে যাওয়া। ➩ সামাজিক সম্পর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া। ➩ নিজেকে নিয়ে নেতিবাচক চিন্তা করা বা নিজেকে দায়ী মনে হওয়া সবকিছুতে। ➩ সিদ্ধান্তহীনতা বা মনোযোগ কমে যাওয়া এবং খুব তীব্র হলে আত্মহত্যার চিন্তা পরিকল্পনা ও চেষ্টা করে। ➩ অতিরিক্ত শুচিবায়ুগ্রস্থ হয়ে ওঠা। ➩ ঘুম অস্বাভাবিক কম বা বাড়তে পারে। ➩ খাবারে অরুচি তৈরি

* *লেখক, চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক।*

হওয়া বা রুচি বেড়ে যাওয়া। ➪ বাসার, অফিসের বা পেশাগত কাজের প্রতি অনীহা তৈরি হওয়া বা আগ্রহ হারিয়ে ফেলা। এই সমস্যাগুলোর মানেই যে তার মানসিক রোগ হবে, তা নয়। তবে এসব উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা গেলে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলা উচিত। তারা সেটা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারবেন যে, এখানে আসলে কোনো ব্যবস্থা নেয়া উচিত কিনা।

মানসিক রোগের প্রকারভেদ : মানসিক রোগ কত প্রকার? মোটা দাগে ভাগ করলে মানসিক রোগ দুই প্রকার। যথা- (১) নিউরোসিস, (২) সাইকোসিস।

➤ **নিউরোসিস :** এ রোগটি মৃদু ধরনের মানসিক রোগ, অনেক মানুষের মধ্যে বেশি মাত্রায় থাকতে পারে। রোগীর ব্যবহার ও আচরণ পরিবার বা সমাজের জন্য হুমকির কারণ হয় না। সামান্য ওষুধ চিকিসা ও সাইকোথেরাপির মাধ্যমে প্রতিকার করা যায়। তবে এ রোগ বারবার হওয়ার প্রবণতা বেশি।

➤ **সাইকোসিস :** এ রোগটি জটিল ধরনের মানসিক রোগ, কম সংখ্যক লোক এ রোগে ভুগে থাকেন। চিকিৎসা মোটামোটিভাবে ফলদায়ক। সাইকোসিস রোগটি বারবার ফিরে আসার প্রবণতা নিউরোসিস রোগের চেয়ে কম। দুশ্চিন্তা, টেনশন, ফোবিয়া, অবসেশন, হিস্টিরিয়া ইত্যাদি নিউরোসিস রোগের উদাহরণ, অপরদিকে বিষণ্নতা ও সিজোফ্রেনিয়া সাইকোসিস রোগের উদাহরণ।

শীত ও মানসিক সমস্যা : শারীরিক অসুখ ছাড়াও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষ মানসিক রোগেও মানুষ আক্রান্ত হতে পারেন। আর এই ঘটনা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। একে সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার বা সংক্ষেপে এস.এ.ডি বলা হয়। বাংলায় মৌসুমী বিষণ্নতা বলতেই পারেন।

এসএডি কী?

সাধারণত শীতকালে এস.এ.ডি রোগ দেখা দেয়। এই রোগের কারণে মানুষ হতাশ বোধ করতে শুরু করে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার হাত ধরে আসতে থাকে বিষণ্নতা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমেরিকায় ১ কোটির বেশি মানুষ মৌসুমী বিষণ্নতায় অর্থাৎ- এসএডি রোগে ভুগছেন। আবার ২.৫ কোটির বেশি মানুষের মধ্যে মৌসুমী বিষণ্নতার হালকা লক্ষণগুলো দেখা যায়। তাই সেক্ষেত্রে তাকে এস.এ.ডি না বলে উইন্টার Blues বলা যেতে পারে।

কী কী কারণে মৌসুমী অবসাদ হয়?

ঋতুগত বিষণ্নতার কারণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য না থাকলেও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, ঋতু পরিবর্তনের (Season Change) সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরে কিছু হরমোনের তীব্র পরিবর্তন ঘটে যা মেজাজকে প্রভাবিত করে। ফলে সময় বিশেষে মানুষ না চাইলেও বিষণ্ন বোধ করেন, হতাশায় ভোগেন। আবার কিছু কিছু জায়গায় এমনটাও মনে করা হয়, শীতকালে সূর্যের আলো না থাকায় মস্তিষ্কে সেরোটোনিন রাসায়নিক কম হয়ে যায়, যার কারণে মেজাজ ক্ষিপ্ত বা বিষণ্ন হতে শুরু করে।

শীতকালে বিষণ্নতার ফলে কী কী হতে পারে?

১) মৌসুমী বিষণ্নতার কারণে কোনো ব্যক্তি গভীর বিষণ্নতায় ডুবে যেতে পারেন। ২) কিছু ক্ষেত্রে মানুষের ওজনও বাড়তে থাকে। ৩) মানুষের মনে দুঃখ, হতাশা এবং বিরক্তি বৃদ্ধি পায়। ৪) মানুষ ক্লান্ত বেশি থাকে। ৫) কিছু মানুষের খিদে বেশি পেতে পারে। ৬) অনেক সময়ে দেখা যায় যে, মানুষ কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। ৭) বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে মানুষ একা থাকতে পছন্দ করে।

ঋতুকালীন অবসাদ মোকাবিলা করা যায় কীভাবে?

১) ঋতুগত বিষণ্নতার কারণ শরীরে আলোর অভাব বলে মনে করা হয়। এ জন্য চিকিৎসকরা হালকা থেরাপির পরামর্শ দেন। ২) মেঘ কেটে রোদ বের হলে অবশ্যই হাঁটতে বের হবেন। তেমন বৃষ্টি না হলে বা আকাশ অংশত মেঘলা থাকলেও হাঁটতে বেরোনো উচিত। ৩) অন্তত পক্ষে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রোদে বসুন রোজ। নিয়ম করে। এর পর ধীরে ধীরে সেই সময় বাড়িয়ে ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট করার চেষ্টা করুন। ৪) নিয়মিত অন্তত আধ ঘণ্টা করে যে কোনো রকম ব্যায়াম করুন। ৫) নিজেকে যতটা বেশি সম্ভব কাজে মগ্ন রাখুন।

হোমিও সমাধান : মানসিকভাবে সুস্থতার মানে কি আবেগ-অনুভূতির শূণ্যতা? হ্যানিম্যান প্রমাণ করে গেছেন যে, শারীরিক কোনো রোগের কুচিকিৎসাই হলো অধিকাংশ মানসিক রোগের মূল কারণ। মানসিক রোগীর জন্য প্রাথমিকভাবে যেইসব মেডিসিন লক্ষণের উপর আসতে পারে, নাক্স ভুমিকা, থুজা, সালফার অরাম মেট, প্লাটিনা, পালসেটিলা, স্ট্র্যামোনিয়াম, ভিরেট্রাম, ইগ্নেসিয়া, নেট্রাম মিউর, এসিড ফস, ল্যাকেসিস, চায়না, বিউফো রানা, ককুলাস ইন্ডিকা, ব্যারাইটা মিউরসহ আরো অনেক মেডিসিন আসতে পারে। তাই ঔষধ নিজে নিজে ব্যবহার না করে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

পরিশেষে বলতে চাই, যেকোনো অসুস্থতা থেকে মুক্তিলাভের জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিকসহ সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। মানসিক অসুস্থতাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই আমাদের প্রয়োজন মানসিক অসুস্থতা নিয়ে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা থেকে বের হয়ে এসে এই সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করা এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো। আমাদের উচিত মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সবধরনের সমর্থন দেওয়া। তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা না করে সহানুভূতিশীল আচরণ করা এবং তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। ⊠

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : আমাদের সমাজে কিছু লোক আছেন, যারা জীবিত অবস্থায় নিজের কাফনের কাপড়, এমনকি কবরের জায়গার ব্যবস্থাও করে রাখেন। আমার প্রশ্ন হলো– এ রকম আগাম কাজ শরী'আতে জায়িয আছে কি?

হামিদুর রহমান, নেত্রকোণা সদর।

জবাব : সহীহুল বুখারীর একটি হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের জীবদ্দশায় কাফনের কাপড়, কবরের জমি এবং মৃত্যুর পর যে সব জিনিস প্রয়োজন হয়, সেগুলো প্রস্তুত রাখা জায়িয। ইমাম বুখারী এ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে–

بَابُ : مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ.

পরিচ্ছেদ : "নবী (ﷺ)-এর যুগে যে নিজের কাফন তৈরি করে রাখল, অথচ তাকে নিষেধ করা হয়নি।" *(বুখারী- ২/৭৮)*

ইবনু হাজার আসক্বালানী বর্ণিত হাদীসের আলোকে বলেন :

فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته...

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য কাফন ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস তার জীবদ্দশায় সংগ্রহ করা জায়িয। *(ফাতহুল বারী- ৩/৩৮৫)* যদিও কোনো কোনো 'আলেম এ ব্যাপারে দ্বিমত করেছেন। কিন্তু জমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ আলেমের মতে তা জায়িয, কিন্তু এটিকে মুস্তাহাব বলা যাবে না। –ওয়াল্লাহু 'আলাম

জিজ্ঞাসা (০২) : ইমাম মাহদীর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে চাই। 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) ও ইমাম মাহদী উভয়ের মধ্যে কে পৃথিবীবাসীর নেতৃত্ব দিবেন।

আল আমীন কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

জবাব : প্রথমতঃ ইমাম মাহদী কোথায় জন্ম নিবেন এবং কিভাবে আগমন করবেন সে বিষয়ে শিয়া ও সুন্নিদের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে দাজ্জাল ও 'ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর আগমনের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তানদের মধ্যে হতে তার আগমন ঘটবে। *(মুসলিম- ২২৫; বুখারী- باب نزول عيسى)* আর সে সময় দাজ্জালও আত্ম প্রকাশ করবে।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম বিশ্ব দু'জনের অপেক্ষায় থাকবেন। একজন ন্যায়-পরায়ণ শাসক মাহদী এবং অপরজন মহান আল্লাহর রাসূল 'ঈসা (আলায়হিস সালাম)। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় জানা যায় যে, 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) শাসন করবেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২২২২; সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৫)* যদিও তিনি প্রথমে মাহদী-এর পিছনে ইকতিদা করে সালাত আদায় করবেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২২৫)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : পুরুষরা কি মেহেদী দিয়ে নখ হাত ইত্যাদি রাঙাতে পারবেন, শরঈ' বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন?

আসলাম তালুকদার, বরিশাল।

জবাব : সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে পুরুষদের হাতে বা নখে মেহেদী ব্যবহার বৈধ নয়। তবে ঔষধ হিসেবে তা বৈধ রয়েছে। পুরুষ ব্যক্তি দাড়ি বা চুলে মেহেদী রং ব্যবহার করতে পারে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং বিবাহ, কদর রজনী ইত্যাদিতে পুরুষ ব্যক্তির হাতে, নখে মেহেদী ব্যবহার বৈধ নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই হাতে বা নখ রঙানো বৈধ। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

«لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ» يَعْنِيْ بِالْحِنَّاءِ.

"তুমি নারী হলে তোমার নখে রাঙাতে (মেহেদী দ্বারা)।" *(আবূ দাউদ- হা. ৪১৬৬; আন্ নাসায়ী- হা. ৫০৮৯, হাসান)*

হাদীসের ব্যাখ্যা "আওনুল মা'বূদ"-এ বলা হয়েছে– "যদি তুমি তোমার নারী বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে যত্নশীল হতে, তবে তোমার হাত রাঙাতে।" *(আওনুল মা'বূদ- ৪১৬৬-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)* তাই নারী বৈশিষ্টের এই সৌন্দর্য ধারণ করা পুরুষদের জন্য জায়িয নয়। ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে–

«لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ والمتشبِّهات من النِّسَاء بِالرِّجَالِ».

"আল্লাহ তা'আলা সেসব পুরুষদের প্রতি লানত করেছেন যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে। আর ঐসব মহিলাদের প্রতি লানত করেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।" *(সহীহুল বুখারী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৪২৯)*

জিজ্ঞাসা (০৪) : অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন, আমি কীভাবে ইস্তিখারা করবো?

আমিমুল এহসান, ঈশ্বরদী, পাবনা।

জবাব : শাইখুল ইসলাম ইমাম ইব্নু তাইমিয়াহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলতেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট ইস্তিখারা করার পর এবং তাঁর বান্দাগণের সাথে পরামর্শ করতঃ কাজ করে সে লজ্জিত হয় না। *(আলওয়া বিলুস সাইয়িব- ১৬৪ পৃ.)*

অতএব নিঃসন্দেহে আপনি উত্তম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেননা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার আগে ইস্তিখারা করা ও মহান আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরয সালাত ছাড়া দুই

রাকআত (নফল) সালাত আদায় করে; অতঃপর নিম্নের দু'আটি পাঠ করে। *(বুখারী- হা. ১১৬২; মিশকাত- হা. ১৩২৩)*

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَعِيْنُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ- فَاقْدِرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ، وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ : أَمْرِيْ وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ، وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ.

উচ্চারণ : "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি 'ইলমিকা, ওয়া আস্তাইনুকা বি কুদরাতিকা, ওয়া আস আলুকা মিন ফাযলিকাল 'আযীম, ফা ইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু, ওয়া আন্তা 'আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খাইরুল্ লী ফী দীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আমরী ফাকদুর্হু লী, ওয়া ইয়াস্সিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল্ লী ফী দীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আমরী। ফাসরিফ্হু 'আন্নী ওয়াসরিফ্নী 'আনহু, ওয়াকদু লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না, সুম্মা আরযিনী বিহী।"

অর্থ : "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার 'ইল্মের অসীলায় তোমার কাছে উত্তম বিষয়টি জানতে চাই, আর তোমার সাহায্য চাই তোমারই কুদরতের অসীলায়, আর তোমারই কাছে তোমার অনুগ্রহ চাই। নিশ্চয়ই তুমি কর্মক্ষম, আর আমি অক্ষম। তুমি জ্ঞাত, আর আমি অজ্ঞাত। নিশ্চয়ই গায়িবের সমস্ত কিছুই তোমার জানা আছে। হে আল্লাহ! যদি তুমি মনে করো, এ কাজ (হা-যাল আমরা স্থলে নিজের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য উত্তম দীন ও দুনিয়ার জন্য এবং পরবর্তী জীবনের জন্য তাহলে সে কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর আমার এই কাজে বরকত দান করো। আর যদি মনে করো, এ কাজ (হা-যাল আমরা স্থলে কাজ স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য ক্ষতিকর আমার দীন, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য, তাহলে তাকে আমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে রাখো এবং আমাকেও তা হতে দূরে রাখো। আর যে কাজে কল্যাণ রয়েছে আমাকে দিয়ে তা সম্পন্ন করাও। অতঃপর আমার ওপর রাযী খুশী হয়ে যাও।" *(আন নাসায়ী- ৩২৫৩)*

উল্লেখ্য যে এ দু'আটি পড়ার সময় হা-যাল আমরা শব্দের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কাজটির উচ্চারণ করতে হবে, যার জন্যে ইস্তিখারা করা হচ্ছে। ইস্তিখারার সালাত দিন-রাত যে কোনো সময় পড়া যায়। তবে 'ইশার সালাতান্তে অর্থাৎ- ঘুমানোর পূর্বে পড়া উত্তম এবং তারপর কথা বলা উচিত নয়।

জিজ্ঞাসা (০৫) : মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে কি এবং গেলে তার 'ইবাদত কবূল হবে কি। *মুহা. মুহিবুল্লাহ, পবা, রাজশাহী।*

জবাব : ইসলামের বিধান হলো, কোনো নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না –এটি তার জন্য বৈধ নয়। এ ব্যাপারে নবী (ﷺ) কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন :

"إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ".

"কোন মহিলা যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে লোকজনের পার্শ দিয়ে অতিক্রম করে তবে সে ব্যভিচারিণী।" *(আহমাদ- ১৯৫৭৮, ৪/৪১৮; সহীহুল জামে'- ৩২৩, ৪৫৪০, আলবানী বলেছেন, সহীহ, এর নিম্ন মর্যাদা হলো এটি হাসান; দ্র. আন্ নাসায়ী- হা. ৫১৪১)*

সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যাওয়াও নারীদের জন্য নিষিদ্ধ। নবী (ﷺ) আরো বলেছেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ».

"যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যাবে, গোসল না করা পর্যন্ত তার কোনো সলাত কবুল করা হবে না।" *(সুনান ইবনু মাজাহ্- ৪০০২; সহীহুল জামে'- হা. ২৭০৩)*

জিজ্ঞাসা (০৬) : শুনেছি– "একশত মুসলিমের একটি দল, যদি কোনো মৃত মুসলিমের জানাযার সলাত আদায় করে এবং তার জন্য সুপারিশ করে তবে তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে" –এই লক্ষ্যে জানাযায় অধিক মুসলিম অংশগ্রহণের আশায় মৃত্যু সংবাদ মাইকে প্রচার করা যাবে কি? *আরফান আরিফ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।*

জবাব : সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একশত মুসলিমের একটি দল যদি কোনো মৃত মুসলিমের জানাযার সলাত আদায় করে এবং তার জন্য সুপারিশ করে তবে তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে। তবে সহীহ মুসলিমে ১০০ জনের স্থলে ৪০ জনের কথা এসেছে। *(মুসলিম- ৯৪৮)* সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এই চল্লিশজন লোকের বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে, তারা যদি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্তকারী না হন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– জানাযার সালাতে বেশি লোকের সমাবেশ ঘটানোর জন্য মাইকিং করা যাবে কি না। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা দোষণীয় নয়। নবী (ﷺ) নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেছেন। তাই আমরা বলবো, মৃত্যু সংবাদ মাইকে প্রচার করা বৈধ। তবে এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। আমরা দেখি কিছু লোকের মৃত্যু সংবাদ প্রচারে মারাত্মক বাড়াবাড়ি করা হয়। এমন কি যেসব এলাকা থেকে আদৌ কোনো লোক আসবে না, সেখানেও মাইক নিয়ে যাওয়া হয় এবং মৃত্যু ব্যক্তির

বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করে জানাযার সালাতে শরীক হতে আহ্বান করা হয়, যা মোটেই শরী'আতসম্মত নয়।

জিজ্ঞাসা (০৭) : জুমু'আহ্ মসজিদের মিম্বার পাকা করে স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা যাবে কি? অনুগ্রহ করে সঠিক বিষয়টি জানাবেন। *আলমগীর হোসেন, ডুমুরিয়া, খুলনা।*

জবাব : জুমু'আর খুতবাহ্ দেয়ার জন্য মিম্বার বানানো সুন্নাত। নবী (ﷺ)-এর জন্য কাঠের মিম্বার বানানো হয়েছিল। এর আগে তিনি খেজুর গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে খুতবাহ্ দিতেন। ***(দেখুন : সহীহুল বুখারী- হা. ৩৫৮৫)***

এতে জানা যাচ্ছে মিম্বার বানানো সুন্নাত এবং রাসূল (ﷺ)-এর মিম্বারটি কাঠের তৈরি ছিল বিধায় সেটা কাঠের হওয়াই সুন্নাত। কারণ মিম্বার পাকা করার কোনো দলিল হাদীসে বা ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

জিজ্ঞাসা (০৮) : কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর জন্য একাকী হাত তুলে দু'আ করা যাবে কি? *আব্দুল গফুর চাপাই নবাবগঞ্জ সদর।*

জবাব : শাইখ বিন বায (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মৃতের কবরে হাত তুলে দু'আ করা যাবে কি?

তিনি উত্তর দিয়েছেন যে, যদি কেউ তার হাত তোলে, তাতে দোষের কিছু নেই, কারণ এটি নবী (ﷺ) থেকে প্রমাণিত, 'আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লা-হু 'আনহা)-এর হাদীসে এসেছে– "নবী (ﷺ) কবর যিয়ারতকালে হাত তুলে তাদের জন্য দু'আ কররেছেন।" ***(মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৩/৩৩৭)***

শাইখ ইবনু উসাইমীন বলেছেন : দাফনের পরে তার জন্য দু'আ করা নবী (ﷺ) থেকে প্রমাণিত। ইমাম আবূ দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন : তিনি যখন মৃতকে দাফন শেষ করতেন তখন তিনি তার কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমার ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার জন্য দৃঢ়তা প্রার্থনা করো। কারণ তাকে এখনই জিজ্ঞাসা করা হবে। যে ব্যক্তি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার সময় হাত তুলবে, তার কোনো দোষ নেই এবং যে উঠাবে না, তারও কোনো দোষ নেই। হাত না উঠিয়ে যদি বলে– হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, হে আল্লাহ! তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, হে আল্লাহ! তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এভাবে বলে যদি চলে আসে তাতেও কোনো দোষ নেই।

শেখ আবদ আল-মুহসিন আল-আব্বাদকে, জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, দাফনের পর মৃতের জন্য দু'হাত তুলে ধরার হুকুম কি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, বিষয়টির মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে। ইচ্ছা করলে উঠাতে পারে ইচ্ছা করলে নাও উঠাতে পারে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। ***(মাজমুআল ফাতাওয়া- ২৬/১৪৬)***

জিজ্ঞাসা (০৯) : কিছুদিন আগে এক ওয়াজে শুনলাম নবী (ﷺ)-এর জানাযার জামা'আত হয়নি। সাহাবী (রযিয়াল্লা-হু 'আনহুম)-গণ যার যার মতো একাকী জানাযা পড়েছেন। এর পিছনে কারণ কী অনুগ্রহ করে জানাবেন? *মাহমুদ শরীফ, মিরপুর, ঢাকা।*

জবাব : রাসূল (ﷺ)-এর জানাযার সলাতের ব্যাপারে আপনি যা শুনেছেন, তা সঠিক। অন্যান্য মুসলিমের জানাযার সলাত যেভাবে পড়া হয়, রাসূল (ﷺ)-এর জানাযার সলাত সেভাবে পড়া হয়নি। তাঁর জানাযার সালাতের জামা'আত হয়নি। সাহাবীগণ এককভাবে তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেছেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। রাসূল (ﷺ)-এর জানাযার সালাতের জামা'আত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে হাফেয ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আলেমদের ঐক্যমতে রাসূল (ﷺ)-এর জানাযার সলাতে কেউ ইমামতি করেননি। তবে এর কারণ সম্পর্কে 'আলেমদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে।

(১) কোনো কোনো 'আলেমের মতে এটাই ছিল রাসূল (ﷺ)-এর ওয়াসীয়াত। তিনি সাহাবীদের কাছে ওয়াসীয়াত করেছিলেন, তার জানাযার সলাতের যেন জামা'আত না হয়। তবে এই মর্মে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়।

(২) রাসূল (ﷺ)-এর পরে কে খলীফা হবেন, সে বিষয়টি যেহেতু তখনো নিষ্পত্তি হয়নি, তাই কেউ ইমামতি করতে সাহস পাননি। কারণ যিনিই তার জানাযার সলাতে ইমামতি করবেন, লোকেরা তাকেই খলীফা মনে করতে পারে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। তাই তারা সবকিছু ভেবেই রাসূল (ﷺ)-এর জানাযার সলাতের জামা'আত করেননি। ***(দেখুন : নেহায়াতুল মুহতায- ২/৪৮২)***

(৩) তারা চেয়েছিলেন, রাসূল (ﷺ)-এর জানাযার সলাতের বিরাট ফযীলাত ও বরকত হাসিল করতে গিয়ে অন্য কারো অনুগামী না হওয়া। প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করবেন। তাঁর মাঝে ও তাঁর প্রিয়জনের মাঝে যেন অন্যের মধ্যস্থতা না থাকে। ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাদের প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন, রাসূল (ﷺ)-এর জানাযার সলাত আদায়ের বরকত খাসভাবে হাসিল করতে। তাতে কারো অনুগামী হয়ে নয়। ***(দেখুন : আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন- ৪/২২৫)***

মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সাহাবীগণ রাসূল (ﷺ)-এর জানাযার সলাত এককভাবে আদায় করেছেন। কারণ এতে তাদের সামনে কেউ ইমাম হিসেবে থাকুক, এটা তারা পছন্দ করেননি। ***(ফাতাওয়া আল উসাইমীন- ফাতাওয়া নং- ১৫২৮৮৮)***

'আলেমগণ উপরোক্ত কারণগুলো উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা আপনার জন্য উল্লেখ করলাম। কিন্তু কোনো মতকেই আমরা জোরালোভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। কারণ এই কথাগুলোর কোনোটির পক্ষেই কোনো সহীহ-মারফূ' হাদীস নেই।

জিজ্ঞাসা (১০) : জুমু'আর পূর্বে দু'রাকআত সুন্নাত পরতে না পারলে জুমু'আর পরে কাযা আদায় করতে হবে কি?

আতিকুর রহমান, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

জবাব : জুমু'আর সলাতের আগে কোনো নির্ধারিত পরিমাণ সুন্নাত সালাত সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নয়। কেবল দু'রাকআত তাহিয়্যিাতুল মসজিদ পড়তে হবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ».

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন দু'রাকআত সালাত আদায় ব্যতীত না বসে। খুৎবাহ চলাকালীন একজন সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত না পড়ে বসে যান।" *(বুখারী- হা. ১১৬৭, মা. শা., ২/৫৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৭১৪; মুসনাদ আহমাদ- হা. ২২৬৫২)*

তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

"উঠো এবং সংক্ষেপে দুই রাকআত সলাত আদায় করো!" *(ইবনু মাযাহ্ লিল আল-বানী- হা. ৯২২, মা. শা., হা. ১১১৪)*

আর এ নির্দেশনার অর্থ হলো বান্দাহ সলাতের মাধ্যমে আল্লাহর ঘরের কাজ শুরু করবে। যদি কেউ ইমামকে সলাতরত অবস্থায় পায়, তাহলে সে জামা'আতেই শরীক হবে। তখন তার উপর থেকে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত পড়ার বিধান থাকবে না। কেননা সে তো সলাত দিয়েই শুরু করেছে। দেরিতে আসার কারণে জুমু'আর পূর্বেও দুই রাকআত সলাত আদায়ের সুযোগ ও সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। তবে তাকে এ দু'রাকআত কাযা করতে হবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১১) : আমি সপ্তাহে ২/১ দিন তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করি। নিয়মিত পড়া হয় না। এতে কি আমি তাহাজ্জুদের সওয়াব পাবো, না-কি সাধারণ নফল নামাযের সওয়াব পাবো?

উম্মে কুলসুম, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

জবাব : প্রিয় নবী (ﷺ)-এর পবিত্র সুন্নাত হচ্ছে, তিনি কোনো 'আমল করলে তা সবসময় করতেন। তাহাজ্জুদের সলাতের বিষয়টিও অনুরূপ। তিনি সর্বদা রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন। পরবর্তী কালে সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে সর্বযুগে এটা সৎলোকের 'আমল, অভ্যাস ও সুন্নাতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন,

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

"তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করতো। আর রাতের শেষাংশে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।" *(সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ১৭-১৮)*

মনে রাখতে হবে যে, তাহাজ্জুদের সলাত ওয়াজিব বা ফর্য নয়। তাই কেউ এটা শুরু করার পর দুর্বলতা, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে ছেড়ে দিলে গুনাগার বা নিন্দিত হবে না। আর একেবারে ছেড়ে না দিয়ে যদি মাঝে মাঝে পড়ে, তাহলে যে পরিমাণ পড়বে সে পরিমাণ সওয়াব পাবে। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১২) : আমি নফসের তাড়নায় প্রতিদিন যে পাপ করি, দিন শেষে সে পাপের জন্য তাওবাহ্ করি এবং মনে মনে নিয়ত করি যে, আর পাপের কাজে জড়িত হবো না। এই পাপের জন্য আমার অন্তরে অনুশোচনা হয়, কিন্তু ফিরে আসতে পারি না। আমি কি মহান আল্লাহর ক্ষমার আশা করতে পারি?

খাইরুল ইসলাম, খালিসপুর, খুলনা।

জবাব : মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। নফসের দুর্বলতা, মূর্খতা ও শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ পাপ করে থাকে। পাপ কাজ হয়ে গেলে তার উপর স্থির থাকা ও তা চলমান রাখা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। তাই যার দ্বারা পাপ কাজ হয়ে যাবে, তার উপর আবশ্যক হলো সাথে সাথে তাওবাহ্ করা। তাওবাহ্ করলে আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নবী (ﷺ) বলেন,

«اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ».

"অপরাধ করার পর যে তাওবাহ্ করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে কোনো অপরাধই করেনি।" *(ইবনু মাজাহ্- ৪২৫০, হাসান)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"হে নবী! বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" *(সূরা আয্ যুমার : ৫৩)*

অতএব, তাওবার শর্ত পূরণ করে তাওবাহ্ করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন, বান্দার গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

এখন প্রশ্ন হলো– একবার তাওবাহ্ করার পর সেই গুনাহ আবার করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে কি না। অনেকেই মনে করে কোনো পাপ থেকে তাওবাহ্ করার পর সেই গুনাহ আবার করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। এই ধারণা ভুল। দ্বিতীয়বারও যদি খাঁটি তাওবাহ্ করে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। তিনি ক্ষমা করার ওয়াদা করেছেন। এটা বলেননি যে, একবার তাওবাহ্ করে পুনরায় গুনাহ করলে তিনি ক্ষমা করবেন না। তবে তাওবাহ্ করার সময় অনুতপ্ত হয়ে এবং দ্বিতীয়বার গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্পসহ তাওবাহ্ করতে হবে। তারপরও যদি গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে আবারও তাওবাহ্ করবে। আশাকরি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। তবে ক্ষমা পাবো-এ স্বপ্নে বিভোর থেকে পাপ কাজে লেগে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনায় পড়ে থাকার নামান্তর। পাপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকলে মহান আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া দুস্কর। -ওয়াল্লা-হু আলাম। ☒

প্রচ্ছদ রচনা

সাহাবিদের আমলে নির্মিত লালমনিরহাটের হারানো মসজিদ

(৬৯ হিজরিতে নির্মিত, পুনরুদ্ধার ১৯৮৫ সাল)

–মো. কায়ছার আলী*

বাংলাদেশ হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দেশ। আবহমানকালের স্বাক্ষী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রায় প্রতিটি জনপদে বিদ্যমান। প্রত্ন মানে পুরাতন ও প্রাচীন। তত্ত্ব মানে বিমূর্ত, অনুমান, ধারণা, অনুমিত, কল্পনা ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হলো জিনিসপত্র, মুদ্রা, অট্টালিকা, স্থাপত্য, গয়না, ধাতব অস্ত্র ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্নে ইতিহাসের শেকড় প্রোথিত আছে। নরসিংদীর উয়ারী -বটেশ্বর, মুন্সীগঞ্জের নাটেশ্বর, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর সোমপুর বিহার, কুমিল্লার ময়নামতি, পঞ্চগড়ের ভেতরগড়ের সাথে যোগ হয়েছে উত্তরবংগের লালমনিরহাট জেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস গ্রামে তিস্তা নদীর পাড়ে একটি প্রাচীন মসজিদ।

মসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। এক ইমামের নেতৃত্বে মুসলমানেরা সেখানে শ্রদ্ধাভরে, বিনয়ের সাথে স্বেচ্ছায় মাথা নত বা সিজদাহ্ করে। আল কুরআনের তিলাওয়াত ও হাদীসের চর্চার মাধ্যমে পরস্পরে আলোচনা করে দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির কামনা করে। সে সময় আল্লাহপাকের রহমত বর্ষিত হয়। মসজিদ নির্মাণ ও খেদমতে আত্মনিয়োগ করা অনেক সম্মানজনক কাজ এবং নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত ঈমানের পরিচায়ক।

হাদীসে উল্লেখ আছে "কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক মহান আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে।" ঐ হাদীসের তৃতীয় নাম্বারে বলা আছে "যাঁদের অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে অর্থাৎ- আযান শোনা মাত্রই দুনিয়ার সকল কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদে সলাত আদায়ের জন্য ছুটে যান। স্থায়ীভাবে সলাত আদায়ের জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়, সেটাই মসজিদ। জুমু'আহ্ নামায কায়েমের স্থানই হলো জামে মসজিদ। গুটি কয়েক স্থান ব্যতীত মসজিদের বাইরে নামায কায়েমের অনুমতি আছে। তবে মসজিদে জামা'আতবদ্ধ হয়ে নামায আদায়ের সওয়াব বেশি। মানবের স্বভাব হলো নতুন কোনো কিছু আবিষ্কার করা। হোক সেটা তথ্য ও প্রযুক্তি, বিজ্ঞান বা প্রাচীন নিদর্শন। আবিস্কারের মাধ্যমে কিছু মানুষ তাঁদের নাম ইতিহাসের সোনালী পাতায় লিপিবদ্ধ করেন।

সভ্যতার আদি নিদর্শন নদ-নদী। নদ-নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে প্রাচীন সভ্যতা, শহর নগর বন্দর ও মানববসতি। তিস্তা নদীর উর্বর পলি দিয়ে গঠিত বৃহত্তর রংপুর জেলা। রংপুর ও কুড়িগ্রাম মহাসড়কে পাশে রামদাস গ্রামের পূর্বপুরুষেরা এই অঞ্চলে প্রায় ২০০ বছর আগে আগমন করেন। অতীতে এই গ্রামটির বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল 'মজদের আড়া'। আড়া মানে জংগল বা জংগলময় স্থান। যেখানে ছিল হিংস্রপ্রাণীদের নিরাপদ বসবাস। ভয়ে কেউ দিনের বেলাতেও ভিতরে প্রবেশ করত না। নানারকম রূপকথা প্রচলিত ছিল। একদিকে তিস্তা, অন্যদিকে বিশাল জংগল। এই মজদের আড়ার পূর্ব মালিক ছিলেন পচা দালাল। ইয়াকুব আলী নামে এক ব্যক্তি সেটা কিনে নেন। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই জমির মালিক হন নবাব আলী।

১৯৮৩-৮৪ সালের দিকে স্থানীয় জনগণ কৃষি কাজ তথা চাষাবাদের জন্য জায়গাটি পরিস্কার করার উদ্যোগ নেয়। জায়গাটি পরিস্কার করে সমতল করার সময়, তারা দেখতে পায় ৭/৮টি মাটির উঁচু টিলা। তারা ভাবলেন হতে পারে সেগুলো কোনো অতীত কালের রাজা বাদশাহ বা জমিদারের বাড়ি। একটি টিলা বা ঘর উত্তর দক্ষিণে ২১ ফুট লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে ১০ ফুট চওড়া। ৪টি স্তম্ভের মধ্যের ২টি স্তম্ভ ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রাচীনকালের প্রচুর ইট, পোড়ামাটি এবং সেই ইটের গায়ে অংকিত কিছু নান্দনিক ফুলের চিহ্ন। সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে আইয়ুব আলী পুরনো ইটের মধ্যে একটি শিলালিপি (৬" দৈর্ঘ্য, ৬" প্রস্থ ও ২" মোটা) খুঁজে পান। পরবর্তীতে শিলালিপিটি ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দেখতে পান সেখানে আরবিতে লিখা আছে কালেমা তাইয়্যেবা "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এবং হিজরি সন ৮ মহররম ৬৯।

বর্তমানে শিলালিপিটি তাজহাট জমিদারবাড়ি রংপুর যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। মসজিদের দেওয়ালে

লেখক, সহ-প্রচার সম্পাদক, বিভাগীয় লেখক পরিষদ, দিনাজপুর জেলা শাখা।

শিলালিপিটির ছবি এবং পুরনো ইটের স্তুপ সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে। মূল মসজিদের প্রাচীরের দেওয়ালটির অংশ নতুন মসজিদের ভিতরে শক্ত মোটা কাঁচ দিয়ে কালের জীবন্ত স্বাক্ষী হিসাবে আমাদের এখনও অনুপ্রেরণা, শক্তি ও সাহস যোগায়। শিলালিপিটি পেয়েই সবার টনক নড়েচড়ে উঠে। চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে যায়। শতাধিক গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ ও ইতিহাসবিদের চেষ্টায় এবং আন্তর্জাতিক মানের বিশেষ করে আমেরিকার ও ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান সবকিছুই পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত হয়েই একমত পোষণ করে ঘোষণা দেন যে, এই মসজিদটি ৬৯ হিজরিতে নির্মিত হয়েছে।

১৯৯৩ সালে রংপুর টাউন হলে একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয় যার বিষয়বস্তু ছিল “হিজরি প্রথম শতাব্দীতে ইসলাম ও বাংলাদেশ” সব আলোচক ও প্রবন্ধকার এই মসজিদকে ৬৯ হিজরি এবং সাহাবায়ে কেরামগণ কর্তৃক এই হারানো মসজিদ নির্মাণ করা মোটেই অসম্ভব নয় বলে মতামত দেন। ১৩৭২ বছর পর হারিয়ে যাওয়া মসজিদ ১৯৮৫ সালে পুনরুদ্ধার হওয়ায় মসজিদটির নাম রেখে দেন হারানো মসজিদ বা সাহাবায়ে কেরাম মসজিদ। মসজিদের সঙ্গে একটি নূরানী হাফেজিয়া ও ক্বওমী মাদ্রাসা রয়েছে। মসজিদের আবিষ্কার বিস্ময়কর বটে।

এ দেশের উত্তরাঞ্চলের ইতিহাসের সাথে বিশ্বসভ্যতার সম্পর্কের আরেক ইতিহাস জানার পথ খুলে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব থেকে রোমান, চৈনিক, আরব ও বাংলা এই চার অঞ্চলে প্রাচীন যুগে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় আরব বণিকেরা সিকিম ও চীনের ভিতর দিয়ে নৌপথের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহরের যাতায়াত ছিল। তাদের মতে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন বাণিজ্যের নৌরুট। চীনা ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে পাওয়া যায় সাহাবিদের যুগে চারজনের নেতৃত্বে ছিলেন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)। অপর তিনজন ছিলেন কায়েস ইবনু হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু), ওরায়াহ ইবনু আসাসা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এবং আবূ কায়েস ইবনুল হারেস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)। আমীর আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) চীনের কোয়াংটা নদীর তীরে নির্মিত একটি মসজিদ এবং অদূরেই তাঁর সমাধি প্রায় চৌদ্দশত বছর ধরে চীনা মুসলমানদের কাছে পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য। অন্য দুইজন সাহাবী উপকূলীয় ফুকান প্রদেশের চুয়ান-চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত রয়েছেন। চীনের কোয়াংটা মসজিদ এবং লালমনিরহাটের হারানো মসজিদের নির্মাণশৈলী একই রকমের। তাই ধরে নেওয়া হয় যে তিনি এবং তাঁর সাথিরা হারানো মসজিদ নির্মাণ করার পর চীনে গমন করেছিলেন।

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (ﷺ) ১০ হিজরিতে আরাফাতের ময়দানে সোয়া লক্ষ সাহাবিদের সামনে বিদায় হজ্জের ভাষণ বা খুৎবাহ্ দেন। মাত্র দশ হাজার সাহাবীদের কবর মক্কা-মদিনায় আছে। লক্ষাধিক সাহাবী জীবন বাজি রেখে অনুপস্থিত দুনিয়াবাসীর কাছে তাঁদের মাতৃভূমি, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজনের মায়া মহব্বত উপেক্ষা করে সবকিছুই ফেলে নিজেকে ‘দায়ী ইলাল্লাহ’ মনে করে পৃথিবী চারিদিকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে পাহাড়, পর্বত, সাগর-মহাসাগর, মূরুভূমি অতিক্রম করে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন। আল্লাহপাক আল কুরআনের সূরা আল মুজাদালাহ্’র ২২ নং আয়াতে এজন্যই বলেছেন,

﴿رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ﴾

অর্থাৎ- “আল্লাহপাক তাঁদের উপর খুশি এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর খুশি।”

সুবহানআল্লাহ! মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে এবং নবী (ﷺ) প্রিয় সাহাবীদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা মক্কা-মদিনা থেকে এতদূরে বসবাস করে শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়া পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। সাহাবিদের যুগের হারানো মসজিদ ফিরে পেয়েছি। আর কি কি মূল্যবান জিনিস পেলে আমরা প্রকৃত মুসলমান হতে পারব, তা আমার জানা নেই। সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক নির্মিত “হারানো মসজিদ”-এ আপনি/আপনারা গিয়ে কমপক্ষে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করে একটু হলেও মানসিক তৃপ্তি পাবেন, এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। ইসলামের ইতিহাসের তথ্যমতে ১১/১২ শতকে সূফী সাধকদের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। তবে ইসলামের বীজবোপন হয়েছিল সাহাবিদের সোনালী যুগে ৬৯ হিজরিতে “হারানো মসজিদ”-এর প্রতিষ্ঠাকালে, এ কথায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মহাকালের একমাত্র মালিক চিরঞ্জীব আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন। তাই সভ্যতার এই পালাবদলে আরও কত রহস্য লুকিয়ে আছে, এই অঞ্চলে তাও একদিন হয়তো জানা যাবে। ☒

কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (ডিসেম্বর-২০২৫ ঈসায়ী)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৫ : ০৫	০৬ : ২৩	১১ : ৪৮	০২ : ৫১	০৫ : ১১	০৬ : ৩১
০২	০৫ : ০৫	০৬ : ২৪	১১ : ৪৮	০২ : ৫১	০৫ : ১১	০৬ : ৩১
০৩	০৫ : ০৬	০৬ : ২৫	১১ : ৪৯	০২ : ৫১	০৫ : ১১	০৬ : ৩১
০৪	০৫ : ০৭	০৬ : ২৫	১১ : ৪৯	০২ : ৫১	০৫ : ১২	০৬ : ৩২
০৫	০৫ : ০৭	০৬ : ২৬	১১ : ৫০	০২ : ৫১	০৫ : ১২	০৬ : ৩২
০৬	০৫ : ০৮	০৬ : ২৭	১১ : ৫০	০২ : ৫২	০৫ : ১২	০৬ : ৩২
০৭	০৫ : ০৮	০৬ : ২৭	১১ : ৫০	০২ : ৫২	০৫ : ১২	০৬ : ৩২
০৮	০৫ : ০৯	০৬ : ২৮	১১ : ৫১	০২ : ৫২	০৫ : ১২	০৬ : ৩৩
০৯	০৫ : ১০	০৬ : ২৯	১১ : ৫১	০২ : ৫২	০৫ : ১৩	০৬ : ৩৩
১০	০৫ : ১০	০৬ : ২৯	১১ : ৫২	০২ : ৫৩	০৫ : ১৩	০৬ : ৩৩
১১	০৫ : ১১	০৬ : ৩০	১১ : ৫২	০২ : ৫৩	০৫ : ১৩	০৬ : ৩৪
১২	০৫ : ১১	০৬ : ৩১	১১ : ৫৩	০২ : ৫৩	০৫ : ১৪	০৬ : ৩৪
১৩	০৫ : ১২	০৬ : ৩১	১১ : ৫৩	০২ : ৫৪	০৫ : ১৪	০৬ : ৩৪
১৪	০৫ : ১২	০৬ : ৩২	১১ : ৫৪	০২ : ৫৪	০৫ : ১৪	০৬ : ৩৫
১৫	০৫ : ১৩	০৬ : ৩২	১১ : ৫৪	০২ : ৫৪	০৫ : ১৫	০৬ : ৩৫
১৬	০৫ : ১৩	০৬ : ৩৩	১১ : ৫৫	০২ : ৫৫	০৫ : ১৫	০৬ : ৩৬
১৭	০৫ : ১৪	০৬ : ৩৪	১১ : ৫৫	০২ : ৫৫	০৫ : ১৫	০৬ : ৩৬
১৮	০৫ : ১৫	০৬ : ৩৪	১১ : ৫৫	০২ : ৫৬	০৫ : ১৬	০৬ : ৩৬
১৯	০৫ : ১৫	০৬ : ৩৫	১১ : ৫৬	০২ : ৫৬	০৫ : ১৬	০৬ : ৩৭
২০	০৫ : ১৬	০৬ : ৩৫	১১ : ৫৬	০২ : ৫৭	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৭
২১	০৫ : ১৬	০৬ : ৩৬	১১ : ৫৭	০২ : ৫৭	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৮
২২	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৬	১১ : ৫৭	০২ : ৫৮	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৮
২৩	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৭	১১ : ৫৮	০২ : ৫৮	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৯
২৪	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৭	১১ : ৫৮	০২ : ৫৯	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৯
২৫	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৮	১১ : ৫৯	০২ : ৫৯	০৫ : ১৯	০৬ : ৪০
২৬	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৮	১১ : ৫৯	০৩ : ০০	০৫ : ২০	০৬ : ৪১
২৭	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৮	১২ : ০০	০৩ : ০০	০৫ : ২১	০৬ : ৪১
২৮	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৯	১২ : ০০	০৩ : ০১	০৫ : ২১	০৬ : ৪২
২৯	০৫ : ২০	০৬ : ৩৯	১২ : ০১	০৩ : ০২	০৫ : ২২	০৬ : ৪২
৩০	০৫ : ২০	০৬ : ৪০	১২ : ০১	০৩ : ০২	০৫ : ২২	০৬ : ৪৩
৩১	০৫ : ২০	০৬ : ৪০	১২ : ০২	০৩ : ০৩	০৫ : ২৩	০৬ : ৪৩

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. **25.00**

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্ব, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

HAS

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice